মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINAH

কুরআন নাযেরা পড়ানো এবং কুরআন হিফজ করানোর জন্য দিক নির্দেশনামূলক পুস্তিকা

(প্রথম খণ্ড)

কুরআন শিখুন এবং শেখান

- কুরআন পাক মুখস্থ করা সহজ
- হিফজ বিভাগে শিশুর প্রথম দিন
- সবক শোনার কিছু পদ্ধতি
- মনযিল শোনার পদ্ধতি
- কাঁচা মনযিল পাকা করার পদ্ধতি
- কম সময়ে কুরআন পাক হিফয করানোর পদ্ধতি
- সারাজীবন কুরআন পাক মনে রাখার একটি উৎকৃষ্ট উপায়
- হিফযে বেশি সময় লাগার কারণসমূহ



উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
(ফয়যানে কুরআন বিভাগ)

কুরআন নাযেরা পড়ানো এবং কুরআন হিফয করানোর জন্য দিক নির্দেশনামূলক পুস্তিকা

কুরআন শিখুন এবং শেখান

(প্রথম খণ্ড)

লেখক

আবু হাম্মাদ মুহাম্মাদ লিয়াকত রযা আত্তারী

সম্পাদক

আবু ফারায মুহাম্মদ ইজায নাওয়ায আত্তারী মাদানী

উপস্থাপনায়

মজলিস মাদারিসুল মদীনা ও

মজলিস মদীনাতুল ইলমিয়া

(দাওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা, বাংলাদেশ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

পুস্তিকার নাম : কুরআন শিখুন এবং শেখান **(প্রথম খণ্ড)**
উপস্থাপনা : মাদারাসাতুল মদীনা ও মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস (দাওয়াতে ইসলামী)
প্রথম সংস্করণ : রবিউল আখের ১৪৪৭ হিজরি, অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.
প্রকাশক : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়নপত্র

তারিখ: ২ সফরুল মুজাফফর ১৪৪১ হিজরি রেফারেন্স নম্বর: ২৩৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

সত্যায়ন করা হচ্ছে যে **"কুরআন শিখুন এবং শেখান (প্রথম খণ্ড)"** (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক মুদ্রিত) বইটি মজলিস তাফতিশ কুতুব ওয়া রাসাইল কর্তৃক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিস এটিকে আকিদা, কুফরি বাক্য, নৈতিকতা, ফিকহি মাসায়েল এবং আরবি বাক্য ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা লেখার ভুলের জন্য মজলিস দায়ী নয়।

মজলিস তাফতিশ কুতুব ওয়া রাসাইল
(দাওয়াতে ইসলামী)
10-10-2019

Email: ilmia@dawateislami.net, www.dawateislami.net

অনুরোধ: অন্য কাউকে এই বইটি ছাপানোর অনুমতি নেই।

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা.....৭
মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানীন (ছেলেদের জন্য): ৭
মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানাত (মেয়েদের জন্য): ৮
মাদরাসাতুল মদীনা জুয ওয়াক্তি (খণ্ডকালীন): ৮
ইসলামী বোনদের জন্য খণ্ডকালীন মাদরাসা-তুল-মদীনা: ৮
মাদরাসাতুল মদীনা রিহায়শী (আবাসিক): ৮
মাদরাসাতুল মদীনা কোর্সেস (কোর্সসমূহ): ৮
কুরআন শেখা ও শেখানোর ফযিলত: ১১
কুরআন মজীদ হিফয করার ফযিলত: ১১
কুরআন তিলাওয়াতের আদব: ১৩
কুরআন পাক মুখস্থ করা সহজ: ১৫
সবক, সবকী, মনযিলের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ: ১৬
বাবা-মা বা অভিভাবকের প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশাবলী: ১৭
শিশুর প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশাবলী: ১৯
নাযেরা বিভাগে শিশুর প্রথম দিন: ২০
শিশুর ক্লাসে পরিচয়: ২১
নৈতিক প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিক: ২২
একসাথে কয়েকটি নতুন শিশুর জন্য নির্দেশাবলী: ২৩
হিফয বিভাগে শিশুর প্রথম দিন: ২৩
শিশুদের সবক দেওয়ার পদ্ধতি: ২৫
সবক মুখস্থ করার কয়েকটি পদ্ধতি ২৭
মুখস্থ করার দিক থেকে ভালো মেধার শিশু: ২৮
উত্তম মেধার শিশু: ২৯
দুর্বল মেধার শিশু: ৩০
দুর্বল শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন: ৩০
১. উস্তাদ বা ছাত্রদের ভয়: ৩২
২. বাবা-মায়ের ভয়: ৩২
৩. বাবা-মায়ের অমনোযোগিতা: ৩৩
৪. আত্মবিশ্বাসের অভাব: ৩৩

www.dawateislami.net

৫. ক্লাসে মন না লাগা: ৩৪
৬. পরিবেশের সাথে অনভ্যস্ততা: ৩৪
৭. পড়ালেখার মন না থাকা: ৩৪
সবক শোনার কিছু পদ্ধতি: ৩৮
তায়াউয ও তাসমিয়াহ এর উচ্চারণ শুদ্ধ করান: ৩৯
সবক শোনানোর ধরণ: ৩৯
মাদরাসাতেই সবক মুখস্থ করার জন্য সময় দিন: ৪১
ভুল ধরানোর কিছু পদ্ধতি: ৪২
লাহনে জলী ও লাহনে খফী কাকে বলে? ৪৫
সবকী শোনার পদ্ধতি: ৪৬
মনযিল শোনার পদ্ধতি: ৪৮
মনযিল শোনানোর শিডিউল: ৪৯
হিফয ভুলে যাওয়ার শাস্তি: ৪৯
এক সময়ে কতজন বাচ্চার সবকী/ মনযিল শুনবেন? ৫১
মনযিল কাঁচা হওয়ার কারণ ও তার সমাধান: ৫২
কাঁচা মনযিল পাকা করার পদ্ধতি: ৫৪
দেখে মনযিল পুনরাবৃত্তি করার বরকত: ৫৬
সারাজীবন কুরআন পাক মনে রাখার একটি উৎকৃষ্ট উপায়: ৫৬
আমিও হিফয করেছিলাম: ৫৮
একেবারে কাঁচা মনযিল পাকা করার পদ্ধতি: ৬১
কম সময়ে কুরআন পাক হিফয করানোর পদ্ধতি: ৬৩
স্মৃতিশক্তি এক অমূল্য নেয়ামত: ৬৫
তিন দিনে হিফযে কুরআন: ৬৬
তিন মাসে হিফযে কুরআন: ৬৭
চার বছর বয়সে হিফযে কুরআন: ৬৭
হিফযে বেশি সময় লাগার কারণসমূহ ৬৭
সবকী পারা টেস্ট পাস করতে দেরি: ৬৭
২৮ পারার মনযিলের পুনরাবৃত্তি: ৬৮
বাচ্চাদের সবক শিডিউলের চেয়ে কম হওয়া: ৬৯
বাচ্চাদের সবক কীভাবে বাড়াবেন? ৭০
কম ও বেশি সবক শোনানোর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ৭১

মাদানী কায়িদায় বেশি সময় কেন লাগে?.....৭২
নাযেরা কুরআন পড়ানোতে সময় বাঁচান: ৭৩
কায়িদা ও নাযেরাতে বেশি সময় লাগার একটি কারণ: ৭৫
প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কঠোরতার ক্ষতি:.....৭৫
সারাদিন কেউ সবক শোনাতে আসে না:..... ৭৬
বাচ্চাদের সবক না শোনানোর কারণসমূহ: ৭৮
বাচ্চা কথা বলতে পারলে আমি পড়িয়ে নেব: ৭৯
আমার কাছে পড়া বাচ্চারা কম বয়সী: ৮০
৭ দিনে কুরআন পাক হিফয করে নিলেন: ৮১
বাচ্চারা বাড়ি থেকে يَاد (মুখস্থ) করে আসে না: ৮২
অভিভাবক সহযোগিতা করেন না: ৮৩
আমার কাছে পড়া বাচ্চারা অশিক্ষিত: ৮৫
হিফয চলাকালীন বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন কখন হয়? ৮৭
সঠিক মাখরাজ সহ তারাবীহ নামায পড়ানোর অভাব: ৮৮
সুললিত কণ্ঠে ও সুন্দরভাবে ক্বিরাত করা:.....৯১
সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ র সুললিত কণ্ঠ: ৯১
সায়্যিদুনা আবু মুসা আশ'আরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ র সুললিত কণ্ঠ: ৯২
ভাগ্যবান ক্বারী কুরআন: ৯২
কুরআন পড়ার সময় কাঁদা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়): ৯৩
বিশেষ দিনগুলোতে শিক্ষিকারা মেয়েদের কিভাবে পড়াবেন?.....৯৪
মাসিকের দিনগুলোতে ছাত্রীরা কী করবে?.....৯৪
মারপিট ছাড়া কিভাবে পড়াবেন?.....৯৬
বোঝান, কারণ বোঝানো উপকারী: ৯৭
নম্রতার ফযিলত: ১০০
ছুটি নিয়ন্ত্রণের উপায়:.....১০০
শিক্ষক এবং বাচ্চাদের ছুটি না করার ২০১৮ সালের কার্যকারিতা: ১০৫
বাচ্চাদের গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান:.....১০৫
হিফয ও নাযেরার বাৎসরিক সমাপনী কর্মসূচী: ১০৭
ইজারা নবায়নের উপর মাদরাসাতুল মদীনা (বালক) এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯ .....১০৮
ইজারা নবায়নের উপর মাদরাসাতুল মাদীনা (বালিকা) এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯.....১০৮
হাফিয ও নাযেরা তৈরি করা শীর্ষ ২৬ জন শিক্ষক ২০১৮.....১০৯

হাফিয ও নাযেরা তৈরি করা শীর্ষ ২৬ জন শিক্ষক ২০১৮ (মাদরাসাতুল মদীনা পাকিস্তান).১০৯
সফলতার জন্য অবিচল থাকা অপরিহার্য: ১১১
ইস্তিকামাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি:.....১১১
সমস্যা সত্ত্বেও ইস্তিকামাত (অবিচলতা): ১১২
অকারণে বদলির ক্ষতি:.....১১৩
শিক্ষক ও বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশনা.....১১৫
আপনি কি সত্যিই দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন?.....১১৫
ইশকে রাসূল (রাসূলের প্রতি ভালোবাসা) সৃষ্টি করুন: ১১৬
বড়দের আদব শেখান:.....১১৭
সত্য কথা বলা শেখান: ১১৮
সত্য বলার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা: ১১৯
মিথ্যা বলার দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি:.....১২০
সুন্নাত ও আদব শেখান: ১২১
সত্য ঘটনা শোনান এবং পড়ান:.....১২২
মাদানী চ্যানেলের জন্য উৎসাহিত করুন:.....১২২
দরূদ শরীফের জন্য উৎসাহিত করুন: ১২৩
আনুগত্যকে আপনার প্রতীক বানান:.....১২৪
ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করুন:.....১২৪
আবেগ তৈরি করুন:.....১২৫
পরামর্শ করুন:.....১২৫
সময়ের কদর করুন:.....১২৬
মুহাসাবা (আত্মসমালোচনা) করুন: ১২৬
১. দৈনিক মুহাসাবা:.....১২৭
২. সাপ্তাহিক মুহাসাবা:.....১২৮
৩. মাসিক মুহাসাবা: ১২৮
৪. ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, নয়মাসিক ও বার্ষিক মুহাসাবা:.....১২৯
৫. পুরো ক্যারিয়ারের মুহাসাবা:.....১২৯
মাদরাসাতুল মদীনার পরিভাষা ১৩০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রারম্ভিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং এর বিভাগগুলোও বেড়ে চলেছে। ১০৭টিরও বেশি বিভাগ হয়ে গেছে, এর মধ্যে একটি পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো মাদরাসাতুল মদীনা যা প্রায় ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং ছেলে ও মেয়েদেরকে হিফয ও নাযেরা কুরআন পাকের শিক্ষায় সজ্জিত করছে। মাদরাসাতুল মদীনার আরও অনেক বিভাগ রয়েছে:

۞ মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানীন (ছেলেদের জন্য), ۞ মাদরাসাতুল মদীনা বানাত (মেয়েদের জন্য), ۞ মাদরাসাতুল মদীনা আবাসিক, ۞ মাদরাসাতুল-মদীনা জুয ওয়াক্তি (খণ্ডকালীন), ۞ মাদরাসাতুল মদীনা জুয ওয়াক্তি ইসলামী বোনদের জন্য, ۞ মাদরাসাতুল মদীনা কোর্সেস (কোর্সসমূহ)।

মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানীন (ছেলেদের জন্য):

মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানীন-এ ছেলেদের সকাল ৮:০০ থেকে বিকেল ৪:০০ পর্যন্ত হিফয ও নাযেরা কুরআন কারীমের শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানাত (মেয়েদের জন্য):

মাদরাসাতুল মদীনা লিল বানাত-এ মেয়েদের সকাল ৮:০০ থেকে বিকেল ৪:০০ পর্যন্ত হিফয ও নাযেরা কুরআন কারীমের শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাদরাসাতুল মদীনা জুয ওয়াক্তি (খণ্ডকালীন):

মাদরাসাতুল মদীনা জুয ওয়াক্তি-তে বাচ্চাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে পড়ানো হয়। যেমন, ফজরের পর ১ ঘণ্টা, ৮:০০ থেকে ১১:০০ এবং ২:০০ থেকে ৪:০০ এবং বিকেল ৪:০০ থেকে ৬:০০ পর্যন্ত এবং মাগরিবের পর ১ ঘণ্টা নাযেরা কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইসলামী বোনদের জন্য খণ্ডকালীন মাদরাসাতুল মদীনা:

মাদরাসাতুল মদীনা আশেপাশে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্ক ইসলামী বোনদের দুপুর ১১:০০ থেকে ১:০০ পর্যন্ত নাযেরা কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাদরাসাতুল মদীনা রিহায়শী (আবাসিক):

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে থাকা-খাওয়ার সুবিধাসহ বাচ্চাদের হিফয ও নাযেরা কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাদরাসাতুল মদীনা কোর্সেস (কোর্সসমূহ):

মাদরাসাতুল মদীনায় পড়াতে ইচ্ছুক ইসলামী ভাইদের কায়িদা ও নাযেরা কোর্স, মুদাররিস কোর্স এবং তাজবীদ ও কিরাত কোর্স করানো হয়। সফল ইসলামী ভাইয়েরা মাদরাসাতুল মদীনা বিভিন্ন বিভাগে

পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। উপরে উল্লেখিত ৬টি বিভাগে হাজার হাজার মুদাররিস/ মুদাররিসাত রয়েছেন যারা ছেলে/ মেয়েদেরকে হিফয ও নাযেরা কুরআন মাজীদের শিক্ষা তাজবীদের সাথে দিতে নিয়োজিত। লেখার সময় পর্যন্ত মোট মাদরাসাতুল মদীনা (দেশে ও বিদেশে) ৩৬৩৭টি এবং সেগুলোতে পড়ানোর দায়িত্বে থাকা ৯০৯২ জন মুদাররিস ও অন্যান্য কর্মী রয়েছেন এবং ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যা (১৬৯৬৩৭)। মুদাররিস/ মুদাররিসাত বাচ্চাদের কুরআন পাক হিফয ও নাযেরা শিক্ষা ব্যাপক করতে নিয়োজিত। তবে এমন একটি দিক নির্দেশনা মূলক বইয়ের প্রয়োজন ছিল যেখানে মুদাররিসদের নাযেরা এবং হিফয পড়ানোর ক্ষেত্রে আসন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান, সবক, সবকী, মনযিল শোনার পদ্ধতি, উপস্থিতির নিয়মাবলী, কম সময়ে নাযেরা ও হিফয কুরআন পড়ানোর সেরা উপায়, ছেলে/ মেয়েদের নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং এ ধরনের অন্যান্য সমস্যার সমাধান দেওয়া হবে যা মুদাররিসদের পাঠদানের সময় সম্মুখীন হতে হয়। এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে মজলিস মাদরাসাতুল মদীনা অনেক সিনিয়র ও অভিজ্ঞ মুদাররিসদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় বিষয়বস্তু লিখে দাওয়াতে ইসলামীর লেখনী বিভাগের সাথে সম্পর্কিত علمی (জ্ঞানমূলক) ও تحقیقی (গবেষণামূলক) মজলিস মদীনাতুল ইলমিয়া দরবারে পেশ করে দেয়, যারা লেখার মান অনুযায়ী আরও বিষয়বস্তুর সংযোজন, বিন্যাস ও সংশোধন, তাখরীজ (হাদিসের সূত্র উল্লেখ), তাফতিশ (নিরীক্ষণ), কুরআনের আয়াত ও রেফারেন্সের পেস্টিং, ফরম্যাটিং, প্রুফরিডিং, মুকাবালা (তুলনা), নযরে সানি (পুনর্বিবেচনা) ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করে প্রায় ২ মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন করে দেয় এবং এখন এই বইটি আপনার হাতে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নাম "কুরআন শিখুন

এবং শেখান" রেখেছেন। এই বইতে যা কিছু ভালো গুণ আছে তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ عَزَّ وَ جَلَّ 'র দয়া ও অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দান, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام 'র অনুগ্রহ এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র আন্তরিক দোয়ার ফল এবং যা কিছু ত্রুটি আছে তাতে আমাদের বোধশক্তির অভাব রয়েছে। সকল প্রচেষ্টার পরেও মানবিক ত্রুটির সম্ভাবনা থেকেই যায়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামতের মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করবেন এবং যেখানেই ভুল পাবেন লিখিতভাবে অবশ্যই জানাবেন। আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রচেষ্টাকে তাঁর দরবারে কবুল করুক এবং এটিকে আমাদের ক্ষমা ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদরাসাতুল মদীনা মজলিস

যিলহজ্জ ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক আগস্ট ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কুরআন শেখা ও শেখানোর ফযিলত:

(১) আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রাউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শেখে এবং শেখায়।"[১] (২) হযরত উবায়দা মুলাইকী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে কুরআনের ধারকগণ! কুরআনকে বালিশ বানিও না (অর্থাৎ অলসতা ও গাফিলতি করো না) এবং রাত ও দিনে এর তিলাওয়াত করো যেমন তিলাওয়াত করার হক রয়েছে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা নিয়ে চিন্তা করো যাতে তোমরা সফলতা পাও, এর সাওয়াবের জন্য তাড়াহুড়ো করো না কারণ এর সাওয়াব অনেক বড়।"[২]

কুরআন মাজীদ হিফয করার ফযিলত:

কুরআন মাজীদ হিফয করা ফরযে কিফায়া এবং সাহাবা, তাবেঈন ও ওলামায়ে দ্বীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین'র সুন্নাত এবং এর ফযিলত অসংখ্য। উৎসাহের জন্য কয়েকটি ফযিলত পেশ করা হলো:

১. (বুখারী, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন, বাব খাইরুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু, ৪১০/ ৩, হাদিস: ৫০২৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত)
২. (শুআবুল ঈমান, নবম অধ্যায়... আল-খ, ফাসলুন ফি ইদমানি তিলাওয়াতিহি ২/ ৩৫১, হাদিস: ২০০৭, ২০০৯। শেষ আয়াতের কাছে যা তুমি পড়বে)

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সাহেবে কুরআনকে (কুরআনের হাফেযকে) হুকুম দেওয়া হবে যে, পড়তে থাকো এবং (মর্যাদার স্তরে) উপরে উঠতে থাকো এবং থেমে থেমে পড়ো যেমন তুমি দুনিয়াতে থেমে থেমে পড়তে। কেননা তোমার স্থান সেই শেষ আয়াতে হবে যা তুমি পড়বে।"[১]

(২) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হুযুর তাজেদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হাফেযে কুরআন যদি রাতে তিলাওয়াত করে, তবে তার উদাহরণ সেই থলের মতো যাতে কস্তুরী ভরা থাকে এবং তার সুগন্ধ সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে রাতে ঘুমিয়ে থাকে এবং কুরআন তার সিনায় থাকে, তবে তার উদাহরণ সেই থলের মতো যাতে কস্তুরী থাকে এবং তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।"[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এইগুলো কুরআন মাজীদ হিফয করার ফযিলত। সুতরাং যে মুসলমানের পক্ষে সম্ভব, সে কুরআন পাক হিফয করে এই ফযিলতগুলো অর্জন করার চেষ্টা করুক এবং যারা কুরআন মাজীদ হিফয করে নিয়েছে, তাদের উচিত প্রতিদিন তা তিলাওয়াত করা যাতে হিফয ভুলে না যায়।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "যেভাবে বাঁধা উট পালাতে চায় এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বন না করলে পালিয়ে যায়, তার চেয়ে বেশি কুরআনের অবস্থা। যদি তা স্মরণ না করতে থাকো, তবে তা

১. (তিরমিযী, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন, বাব : ১৮ ৪১৯/ ৪, হাদিস: ২৯২৩, দারুল ফিকর বৈরুত)
২. (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফি ফাযলি মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু ১/ ১৪১, হাদিস : ২১৭, দারুল মা'রিফাহ বৈরুত)

www.dawateislami.net

তোমাদের সিনা থেকে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের উচিত সর্বদা এর খেয়াল রাখা এবং স্মরণ করতে থাকা, এই অমূল্য সম্পদ হাত থেকে যেতে দিও না।" একইভাবে আরেকটি হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "হে কুরআন পাঠকারীগণ! কুরআনকে বালিশ বানিও না যে, পড়ে স্মরণ করে রেখে দিলে, তারপর আর সেদিকে তাকালে না, বরং তা দিনরাত পড়তে থাকো।

রাতের বিভিন্ন প্রহরে যেমন পড়ার হক রয়েছে তেমন পড়ো এবং তা প্রকাশ করো যে, নিজে পড়ো, লোকদের পড়াও, স্মরণ করাও, এর পড়ার, স্মরণ করার জন্য উৎসাহিত করো। এমন নয় যে, যে পড়বে এবং আল্লাহ তাকে হিফয করার তৌফিক দেবেন তাকে বাধা দাও এবং নিষেধ করো।" তারপর বলেন: "তার চেয়ে বেশি নাদান কে যে আল্লাহ তাকে এমন সাহস দেন (যে সে কুরআন পাক হিফয করে) এবং সে তা নিজের হাত থেকে হারিয়ে ফেলে? যদি এর কদর জানত এবং যে সওয়াব ও মর্যাদা এর জন্য প্রতিশ্রুত তা সম্পর্কে অবগত থাকত, তবে সে এটিকে জান ও দিল দিয়ে প্রিয় রাখত।"[১]

কুরআন তিলাওয়াতের আদব:

(১) কুরআন মাজীদ দেখে পড়া মুখে পড়ার চেয়ে উত্তম। কারণ এটি পড়াও, দেখাও এবং স্পর্শ করাও, আর এই সব কিছুই ইবাদত। (২) মুস্তাহাব হলো ওযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে ভালো কাপড় পরে তিলাওয়াত করা এবং তিলাওয়াতের শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পড়া মুস্তাহাব এবং সূরার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পড়া সুন্নাত, অন্যথায়

১. (ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, ৩/ ৬৪৪, ৬৪৫, রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর)

www.dawateislami.net

মুস্তাহাব।[১] (৩) কুরআন মাজীদ খুব সুন্দর আওয়াজে পড়া উচিত এবং যদি (পাঠকারীর) আওয়াজ ভালো না হয় তবে ভালো করার চেষ্টা করা উচিত। সুরের সাথে পড়া যাতে হরফের কমবেশি হয়ে যায় যেমন গায়কেরা করে থাকে, তা নাজায়েয। বরং পড়ার সময় তাজবীদের নিয়ম মেনে চলা উচিত। (৪) শুয়ে কুরআন পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই যখন পা জড়ানো থাকে এবং মুখ খোলা থাকে। একইভাবে চলার সময় এবং কাজ করার সময়ও তিলাওয়াত জায়েয, যখন দিল অন্যদিকে না যায়, অন্যথায় মাকরুহ। (৫) যখন কুরআন মাজীদ খতম হয় তখন তিনবার (قل هو الله احد) পড়া ভালো, যদিও তারাবীহ'তে হোক, তবে ফরয নামাযে খতম করলে একবারের বেশি পড়া যাবে না।[২] (৬) মুসলমানদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, কুরআন মাজীদ পড়ার সময় উঠে কোথাও গেলে কুরআন বন্ধ করে দেয়, খোলা রেখে যায় না। এটি আদবের বিষয়, তবে কিছু লোকের মধ্যে এটি প্রসিদ্ধ যে, যদি খোলা রেখে দেওয়া হয় তবে শয়তান পড়বে, এর কোনো ভিত্তি নেই। সম্ভবতঃ বাচ্চাদের এই আদবের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এই কথা তৈরি করা হয়েছে।[৩] (৭) যখন উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পড়া হয় তখন সকল উপস্থিতিদের উপর শোনা ফরয, যদি তারা কুরআন মাজীদ শোনার উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকে, অন্যথায় একজনের শোনা যথেষ্ট, যদিও বাকি লোকেরা তাদের কাজে ব্যস্ত থাকে। (৮) মজলিসে সকলে উচ্চস্বরে পড়লে তা হারাম। যদি কয়েকজন পাঠকারী থাকে তবে হুকুম হলো আস্তে পড়া।

১. (বাহারে শরীয়ত, ১/ ৫৫০, খণ্ড ৩, মাকতাবাতুল মদিনা করাচী)
২. (বাহারে শরীয়ত, ১/ ৫৫১, খণ্ড ৩)
৩. (বাহারে শরীয়ত, ৪৯৬/ ৩, খণ্ড ৬ আল-হাসা)

www.dawateislami.net

(৯) যে ব্যক্তি ভুল পড়ে, শ্রোতার উপর ওয়াজীব সঠিকটা বলে দেয়া, শর্ত হলো বলার কারণে হিংসা- বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। একইভাবে যদি কারো মুসহাফ শরীফ তার কাছে ধার হিসেবে থাকে, যদি তাতে লেখার ভুল দেখে তবে তা জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।[১]

কুরআন পাক মুখস্থ করা সহজ:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কুরআন পাকে ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ
(২৭, ক্বামার: ১৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে স্মরণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং স্মরণকারী কেউ আছে কি?

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে আছে: কুরআন পাক স্মরণকারীদের জন্য সহজ। হযরত আল্লামা মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই আয়াতে কুরআন পাকের শিক্ষা লাভ করা, কুরআন পাকের শিক্ষা দেওয়া, এতে মশগুল থাকা এবং এটি হিফয করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং এর থেকে এটাও জানা যায় যে, কুরআন পাক মুখস্থকারীকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয় এবং এটি হিফয করা সহজ ও সরল করে দেওয়ারই ফল যে, আরবী, আজমী, বড় এমনকি শিশুরাও এটি মুখস্থ করে নেয় এবং এর বাইরে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ এমন নেই যা মুখস্থ করা হয় এবং সহজে মুখস্থ হয়ে যায়।"[২]

১.
২. (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ২৭, ক্বামার, আয়াত ১৭ এর অধীনে, ৫৯৭/ ৯)

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের কিছু না কিছু আবশ্যকীয় বিষয় থাকে, যদি সেই কাজ সেই আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর সাথে করা হয় তবে শুধু সেই কাজই পূর্ণতা পায় না বরং এর মান ও সৌন্দর্যে আরও বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে, অবহেলা ও অমনোযোগিতার সাথে করা কাজ শুধু অসম্পূর্ণই থেকে যায় না বরং যে উদ্দেশ্যে তা করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যও হাসিল হয় না এবং যখন ব্যাপারটা রব তায়ালার কালামকে নাযেরা পড়ানো বা হিফয করানোর হয় তখন এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। যদি এর সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলো পূরণ না করা হয় তবে নিশ্চিতভাবে ছেলে ও মেয়েরা হয়তো সঠিক মাখরাজ সহকারে কুরআন পাক পড়তেই পারবে না অথবা সবক, সবকী, মনযিল তাদের ভালোভাবে মনে থাকবে না, অথবা সবক কাঁচা-পাকা সাময়িকভাবে মুখস্থ হবে এবং অবশেষে ভুলে যাবে। তারপর এই সবক থেকেই সবকী তৈরি হয় এবং সবকী থেকে মনযিল তৈরি হয়, সুতরাং ফলাফল এই দাঁড়ায় যে শিশুরা শিক্ষাগত দুর্বলতার শিকার হয়ে যায়। তাই প্রথমে আমরা এখানে এটি বর্ণনা করব যে, সবক, সবকী, মনযিল মুখস্থ করার জন্য পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?

সবক, সবকী, মনযিলের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ:

কিছু বাচ্চার সবক ভালোভাবে মুখস্থ হয় না বা কাঁচা থাকে, বারবার আটকে আটকে শোনায়। এমন মনে হয় যেন ঘরে সবক মুখস্থ করেনি বরং এখনই ক্লাসে বসে বসে সবক মুখস্থ করার চেষ্টা করছে। যখন তাদের কাছ থেকে সবক ভালোভাবে মুখস্থ না হওয়ার বা সবক কাঁচা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সাধারণত যে কারণগুলো সামনে আসে তার মধ্যে কিছু এইগুলো:

www.dawateislami.net

- আম্মু, আব্বু বা বড় আপু দুধ বা অন্য কোনো জিনিস আনার জন্য বাইরে পাঠিয়েছিল।
- ছোট ভাইয়ের জন্য পেন্সিল ইত্যাদি আনতে গিয়েছিলাম।
- ঘরে অন্য ভাই-বোনদের শোরগোল হচ্ছিল।
- ঘরে মেহমান এসেছিল।
- যে ঘরে সবক মুখস্থ করছিলাম সেখানে মেহমান এসেছিল।
- আব্বু বা বড় ভাইয়ের সাথে কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।
- সব ভাই-বোন ঘুমিয়ে গিয়েছিল তাই আমিও একটু সবক মুখস্থ করে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।
- উচ্চস্বরে টিভি বা কম্পিউটার চলছিল।
- ঘরে অন্যরাও উচ্চস্বরে কথা বলছিল।

লক্ষ্য করুন, উল্লেখিত বিষয়গুলোর কারণে কি শিশু তার সবক, সবকী বা মনযিল ভালোভাবে মুখস্থ করতে পারবে? কখনোই না। নিশ্চিতভাবে তার একটি শান্ত ও উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে সে তার সবক, সবকী বা মনযিল ভালোভাবে মুখস্থ করতে পারে। মুদাররিসদের উচিত এই বিষয়ে শিশু এবং তার বাবা-মা বা অভিভাবকের শুরু থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বাবা-মা বা অভিভাবকের প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশাবলী:

(১) সম্ভব হলে শিশুর সবক, সবকী বা মনযিল মুখস্থ করার জন্য আলাদা ঘর নির্দিষ্ট করে দিন।

(২) আলোর উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখুন, আলো না থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা রাখুন।

www.dawateislami.net

(৩) পানি ইত্যাদিরও ব্যবস্থা রাখুন যাতে শিশু বারবার উঠে বাইরে না যায়।

(৪) সবকের সময় ঘরে কোনো ধরনের শোরগোল না হয়।

(৫) সবকের সময় অকারণে অন্য লোকদের আনাগোনাও না হয় যাতে শিশুর মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়।

(৬) ঘরে এমন কোনো জিনিস না থাকা যার প্রতি শিশুর মনোযোগ বারবার যায়, যেমন পেইন্টিং, ছবি ইত্যাদি।

(৭) সবক মুখস্থ করার সময় শিশুর মনে গেঁথে দিন এবং বারবার মনে করিয়ে দিন।

(৮) সম্ভব হলে শিশুকে সবক মুখস্থ করার আগেই খাবার ইত্যাদি খাইয়ে দিন বা কোনো খাবার জিনিস দিয়ে দিন যাতে তার মনোযোগ অন্যদিকে না যায়।

(৯) সবকের সময় শিশুকে যথাসম্ভব কোনো কাজ করতে বলবেন না।

(১০) আবশ্যিক কাজ হলে অন্য কাউকে বা সবকের আগে বা পরে বলুন।

(১১) সবকের সময় সেই ঘরে টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদি চালাবেন না।

(১২) শীত-গ্রীষ্মের কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।

(১৩) শিশুর সবকের সময় চেষ্টা করুন যেন কোনো বাইরের কাজ (যেমন বিয়েতে অংশগ্রহণ আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া-আসা ইত্যাদি) না আসে। বাধ্যতামূলক হলে শিশুকে সেই বাইরের কাজের আগেই সবক মুখস্থ করিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

(১৪) শিশুর ঘুম পূরণ করান কারণ ঘুম পূরণ না হলে সবক মুখস্থ করতে খুবই অসুবিধা হবে।

(১৫) শিশুর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখুন কারণ সামান্য অসুস্থতাও শিশুর সবক মুখস্থ করতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(১৬) শিশুকে সবক মুখস্থ করার সময় এই কথার উপর বাধ্য করুন যে, সে উচ্চস্বরে পড়বে। এর সুবিধা এই হবে যে তার মনোযোগ এদিক-সেদিক যাবে না এবং সবক তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যাবে। আশা করা যায় যে যখন শিশু একাগ্রতার সাথে উচ্চস্বরে পড়বে তখন এই অভিযোগ দূর হয়ে যাবে যে, ঘরে এতক্ষণ পড়ার পরেও সবক মুখস্থ হয় না ইত্যাদি।

(১৭) সবক মুখস্থ হওয়ার পর শিশুর কাছ থেকে অন্তত একবার অবশ্যই শুনুন।

(১৮) সবক মুখস্থ করার আগে ও পরেও শিশুর উৎসাহ বৃদ্ধি করুন।

(১৯) এমন প্রতিটি কথা থেকে বিরত থাকুন যা শিশুকে হীনম্মন্যতার শিকার করে, এটি শিশুর সবক মুখস্থ করার উপর প্রভাব ফেলবে।

শিশুর প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশাবলী:

(১) নিজের সবক প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মুখস্থ করুন।

(২) যখন সবক মুখস্থ করার সময় হয় তখন নিজেই কায়িদা বা কুরআন পাক নিয়ে বসে যান।

(৩) সবক মুখস্থ করার আগে তাজা ওযু করে নিন, এতে ঘুম আসবে না।

www.dawateislami.net

(৪) সবক মুখস্থ করার সময় উচ্চস্বরে পড়ুন, এতে সবক তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যাবে।

(৫) প্রথমে সবক দেখে মুখস্থ করুন এবং যখন মুখস্থ হয়ে যায় তখন তা মুখে মুখে বারবার (পুনরাবৃত্তি করুন)।

(৬) বসে বসে ক্লান্ত হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করুন কিন্তু হাঁটাচলা থেকে বিরত থাকুন, এতে মনোযোগ অন্যদিকে যাবে এবং সবক মুখস্থ করতে অসুবিধা হবে।

(৭) যতক্ষণ পুরো সবক মুখস্থ না হয় ততক্ষণ অন্য কোনো কাজ করবেন না।

(৮) সবক মুখস্থ করার সময় অন্য জিনিসের প্রতি (একদম) মনোযোগ দেবেন না।

(৯) পুরো সবক মুখস্থ করার পর সম্ভব হলে বাবা বা বড় ভাইকে শোনান।

নাযেরা বিভাগে শিশুর প্রথম দিন:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! সামাজিক বিপর্যয়ের চিত্র আপনাদের সামনে, সবদিকে আমলহীনতার যুগ চলছে, প্রত্যেকে নিজের এবং নিজের সন্তানদের দুনিয়াবী ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছে, তাদের উচ্চ থেকে উচ্চতর দুনিয়াবী শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে যদি কোনো ব্যক্তি মাদরাসাতুল মদীনায় হিফয ও নাযেরা দ্বীনি শিক্ষার জন্য নিজের সন্তানদের ভর্তি করাতে আসে তবে নিশ্চিতভাবে এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং বাবার সাথে সাথে বিশেষ করে এই শিশুর মাদরাসায় একটি ভালো পদ্ধতিতে (স্বাগত) করা বা তাকে (স্বাগতম) বলা (Welcome করা) খুবই জরুরি।

www.dawateislami.net

শিশুর পরিচয় কীভাবে নেবেন?

প্রথম দিন যখন শিশু নাযেরা ক্লাসে আসে তখন নাযেরা ক্লাসের ক্বারী সাহেব হাসিমুখে মুচকি হেসে সেই শিশুকে জানাবেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে সালাম ও মুসাফাহা করুন এবং তাকে নিজের ডেস্কের সামনে বসান। প্রথমে কিছু এই পদ্ধতিতে শিশুর পরিচয় নিন, তাহলে শিশুর উপর খুব ভালো প্রভাব পড়বে যে, ۞ বেটা আপনার নাম কী? ۞ আপনার বাবার নাম কী? (যদি বাবা সাথে না থাকেন।) ۞ আপনি কোথা থেকে এসেছেন? ۞ অর্থাৎ আপনার বাড়ি কোথায়? ۞ আপনার কয়জন ভাই আছেন? এবং ۞ তারা কী করে? ۞ আপনার বাবা কী কাজ করেন? (যদি বাবা সাথে না থাকেন।) ۞ আপনি কি "মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা" দেখেছেন? ۞ আপনি কি আপনার বাবা-মায়ের পা চুম্বন করেন? ۞ আপনার বাবা কি মাদানী কাফেলায় সফর করেছেন? আপনি কি আপনার বাবার সাথে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় কখনো এসেছেন? ۞ আপনি কি মাদানী চ্যানেল দেখেন? শিশুর অবস্থা অনুযায়ী এর মধ্যে কিছু পরিচায়ক প্রশ্ন করুন। উল্লেখিত কাজগুলোতে অংশগ্রহণ থাকলে উৎসাহ দিন এবং অংশগ্রহণ না থাকলে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন।

শিশুর ক্লাসে পরিচয়:

এরপর ক্বারী সাহেব ক্লাসের সমস্ত বাচ্চাদের সম্বোধন করে নতুন শিশুর এভাবে পরিচয় করান: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আমাদের ক্লাসে এই নতুন শিশু এসেছে, তার নাম মুহাম্মদ বিলাল। যেভাবে আপনারা একে অপরের সাথে ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে থাকেন, সেভাবে মুহাম্মদ বিলালের সাথেও

ভালো আচরণ করুন। যদি সে কোনো কথা বুঝতে না পারে তবে আপনারা তাকে সাহায্য করবেন। আশা করি তার আসার ফলে আমাদের ক্লাসের শিক্ষাগত ও নৈতিক মান আরও উন্নত হবে। اِنْ شَآءَ الله

নৈতিক প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিক:

শিশুর নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য আরও কিছু মাদানী ফুল পেশ করুন: ۞ বেটা, নিজের মনকে এমনভাবে তৈরি করো যে তুমি কখনো মিথ্যা বলবে না। ۞ নিজের বাবা-মায়ের বলা প্রতিটি জায়েয কাজ সঙ্গে সঙ্গে করবে। ۞ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করবে। (প্রাপ্তবয়স্ক হলে) ঘরে গিয়ে প্রতিদিন নিজের বাবা-মার পা চুম্বন করবে। ۞ ঘরেও পাগড়ী মাথায় রাখবে। ۞ প্রতিদিন অন্তত ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়বে। ۞ রাস্তায় আসা-যাওয়ার সময় সবাইকে সালাম করবে। ۞ ঘরে সবক, সবকী, মনযিলের জন্য অন্তত এক ঘণ্টা পড়বে। এই মাদানী ফুলগুলো বর্ণনা করার পর সেগুলোর উপর আমল করার মন-মানসিকতা তৈরি করুন। (যদি শিশু উর্দু পড়তে জানে তবে শিশুদের সাথে সম্পর্কিত মাকতাবাতুল মদীনার পকেট সাইযের কোনো একটি রিসালা এই নতুন শিশুকে উপহার দিন এবং কাল পর্যন্ত পুরো রিসালা পড়ার টার্গেট দিন। এরপর তাকে সবক ইত্যাদি দিয়ে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিন।)

অভিজ্ঞতা এটাই যে, শিশুকে প্রাথমিক দিনগুলোতে, বিশেষ করে প্রথম দিনে যে কথাগুলো বলা হয় বা যে কথাগুলো সে দেখে, সেগুলো ঘরে গিয়ে শুধু বর্ণনা করে না বরং সেই কথাগুলোর উপর আমল করার চেষ্টাও করে। এভাবে বাবা-মা বা অভিভাবকের উপরও খুব ভালো প্রভাব

www.dawateislami.net

পড়ে এবং কখনো কখনো বাবা-মা বা অভিভাবক এসে শিশুদের সাফল্যের কথা জানায় যে, আমাদের শিশু ঘরে আমাদের পা চুম্বন করে, সে নামাযও শুরু করে দিয়েছে, আপনি আপনি করে কথা বলে, খুব ভদ্র হয়ে গেছে, তার নৈতিকতাও খুব ভালো হয়ে গেছে, তার মধ্যে বড় পরিবর্তন এসেছে।

একসাথে কয়েকটি নতুন শিশুর জন্য নির্দেশাবলী:

কিছু মাদরাসাতুল মদীনায় বেশি ছাত্র ভর্তি হয় এবং ভর্তির দিনগুলোতে একদিনেই অনেক শিশু এসে যায়, তখন এমনও করা যেতে পারে যে, যত নতুন শিশু এসেছে তাদের সবাইকে একসাথে বসিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে পরিচয় নেওয়া হোক এবং তারপর একসাথে নৈতিক প্রশিক্ষণের দিকগুলো পেশ করার পর তাদেরকে আমলের জন্য উৎসাহিত করা হোক। এছাড়াও কিছুদিন পর্যন্ত এই সমস্ত নতুন শিশুদের কারকারদেগীও নেওয়া হোক যে, কোন শিশু কতগুলো মাদানী ফুলের উপর আমল করেছে? কারণ হতে পারে যে, কিছু শিশু একটি (একেবারে) নতুন কাজ হওয়ার কারণে নিজের বাবা-মার পা চুম্বন করতে লজ্জা পাবে এবং প্রথম দিন এই কাজটি না করে আসবে। সুতরাং প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে প্রাথমিক কিছুদিন পর্যন্ত উল্লেখিত নৈতিকতার মাদানী ফুলগুলো সম্পর্কিত কারকারদেগী নেওয়া জরুরি।

হিফয বিভাগে শিশুর প্রথম দিন:

কিছু শিশুর মনে এই ধারণা থাকে যে নাযেরা পড়া তো কিছুটা সহজ কিন্তু হিফয করা খুব কঠিন, যার কারণে হিফয বিভাগে আসার সময় শিশুরা ঘাবড়ে যায়। সবক মুখে মুখে কীভাবে মুখস্থ করতে হবে? শিশুদের এই বিষয়েও কোনো বিশেষ তথ্য থাকে না, যার কারণে কখনো কখনো

www.dawateislami.net

শিশুরা হিফয ক্লাসে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই হতাশ হয়ে যায় এবং তাদের মনে এই ধারণা গেঁথে যায় যে হিফয করা খুব কঠিন। কিছু শিশু তো প্রথম পারা হিফয করতে করতে মাদরাসাতুল মদীনা ছেড়ে চলে যায় এবং কারণ এই জানায় যে, আমি হিফয করতে পারছি না, আমার সবক মুখস্থ হয় না ইত্যাদি। সুতরাং মুদাররিসদের এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যে হিফয বিভাগে যে নতুন শিশুরা আসে তাদের এমন পরিবেশ দেওয়া হোক, তাদের সাথে এমন স্নেহপূর্ণ আচরণ করা হোক, প্রাথমিক দিনগুলোতে তাদের সবক মুখস্থ করানোর ক্ষেত্রে এমন সহায়তা করা হোক যাতে শিশুর মনে এই ধারণা গেঁথে যায় যে "হিফয করা তো খুব সহজ।"

নতুন শিশুর ভালোভাবে পরিচয় নিন এবং ক্লাসে পরিচয় করান, তার খুব প্রশংসা করুন, সম্ভব হলে তার নাযেরার ভালো কর্মক্ষমতা বর্ণনা করুন। হিফযে তার কর্মক্ষমতা ও আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আগে থেকে উপস্থিত ছাত্রদের ভালো কর্মক্ষমতাও বর্ণনা করা যেতে পারে। কিছু মুদাররিস শিশুর সাথে এইভাবেও কথা বলেন যে, "আপনার আসার কিছুদিন আগে অমুক শিশু এসেছে, সে এক সপ্তাহে ত্রিশতম পারা মুখস্থ করে শুনিয়েছে এবং অমুক শিশু ৩ দিনে ৩০তম পারা মুখস্থ করে শুনিয়েছে। আপনি ৩০তম পারা কতদিনে মুখস্থ করে শোনাবেন? আশা করি আপনি তাদেরও রেকর্ড ভেঙে দেবেন এবং দ্রুততম সময়ে ৩০তম পারা মুখস্থ করে শোনাবেন। আপনি যত খুশি সবক মুখস্থ করুন, আপনার (স্বাধীনতা) আছে, আপনি মুখস্থ করে শোনাতে পারেন।" এরপর শিশুকে সবক মুখস্থ করার পদ্ধতি জানান এবং ক্লাসের মেধাবী ও ভালো কারকারদেগী সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে কোনো শিশুর সাথে বসিয়ে দেন। এর

www.dawateislami.net

সুবিধা এই হয় যে, নতুন আসা শিশু খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে বেশি থেকে বেশি সবক মুখস্থ করে আসে। সাধারণত ৩০তম পারার শেষ ১০টি সূরা এবং আরও কিছু সূরা শিশু নাযেরা ক্লাসেই মুখস্থ করে নেয় এবং আরও হিফয ক্লাসে শুরুর কিছুদিন খুব চেষ্টা করে এবং এভাবে ৩ দিনে বা এক সপ্তাহে তো প্রায় নতুন শিশু ৩০তম পারা হিফয করে নেয়। আরও এর একটি সুবিধা এই হয় যে, শুরুতেই শিশুর যোগ্যতার আন্দাজ হয়ে যায়। এখন যদি আদায়ে (উচ্চারণে) দুর্বলতার আশঙ্কা থাকে তবে ক্বারী সাহেব ২৯তম পারা থেকে শিশুর ২৬ লাইন, ২০ লাইন বা ১৬ লাইন নির্ধারণ করে দেন। এবং এর বিপরীতে যে নতুন শিশুদের সাথে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের খুব অভাব দেখা দেয়, এমন শিশুদের সবক ৬-৮-১০ লাইনের বেশি এগোতে পারে না এবং এই ধারা ৮ থেকে ১০ পারা পর্যন্ত থাকে। এর সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হয় যে, হয়তো সেই শিশুরা খুব দেরিতে হিফয করে অথবা হতাশ হয়ে মাদরাসা ছেড়েই চলে যায়। সুতরাং সকল মুদাররিসদের উচিত নতুন শিশুদের এবং তাদের প্রাথমিক দিনগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যাতে শিশুরা দ্রুত এগিয়ে যায় এবং ক্লাসে তাদের মনও লেগে থাকে এবং তারা ভালোভাবে হিফয সম্পন্ন করতে সফল হয়।

শিশুদের সবক দেওয়ার পদ্ধতি:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! হিফয বিভাগ হোক বা নাযেরা, সবকের এতে খুব বেশি গুরুত্ব রয়েছে। সবকের উপরই সম্পূর্ণ হিফয ও নাযেরার নির্ভরতা। সুতরাং শিশুর সবক যত ভালো মুখস্থ হবে এবং

www.dawateislami.net

মুদাররিস যত ভালোভাবে সবক দেওয়া ও শোনার প্রতি মনোযোগ দেবেন, শিক্ষাগত মান ততটাই উন্নত হতে থাকবে। কারণ এই সবক, সবকী এবং তারপর এই সবকীই মনযিল তৈরি করে। শিশুদের সবক দেওয়ার বিষয়ে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মাথায় রাখুন:

۞ সবক দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রাখুন এবং সেই সময়ে শিশুদের সবক দেওয়া শুরু করুন এবং যে শিশুরা নিজে থেকে সবক মুখস্থ করে আসে তাদের কাছ থেকেও তথ্য নিন যে কোন শিশু কাল কতটুকু সবক শোনাবে?

۞ ক্লাসে কিছু শিশু এমনও থাকে যাদের কুরআন পাক দেখে পড়তেও অসুবিধা হয়। মুদাররিসের উচিত এমন শিশুদের নাযেরা সবক ক্লাসে ছুটির আগে নিজে শুনে নেওয়া যাতে কাল সবকে শাব্দিক ভুলের কারণে সবক দুর্বলতার শিকার না হয়।

۞ যে শিশুরা সাধারণত নাযেরা সঠিকভাবে পড়তে পারে তারাও তাদের কালকের সবক নিজের চেয়ে বেশি পারা সম্পন্নকারী শিশুকে নাযেরা শুনিয়ে যাবে।

۞ কারী সাহেব এর ব্যবস্থা করবেন যে কোন শিশু তার নাযেরা সবক কোন শিশুকে শোনাবে? এর একটি নিয়মিত রুটিন তৈরি করুন যাতে পুরো ক্লাসের শিশুরা অন্তত একবার কাল শোনানো সবক নাযেরা পড়ে নেয় এবং যে ভুলগুলো থাকে সেগুলো ঠিক করে নেয় কারণ কুরআন পাকে কিছু আয়াত কঠিনও হয়, সেগুলো নাযেরা পড়ার নিয়মিত অনুশীলন না করা হলে এই আয়াতগুলো সহজে মুখে আসে না, তাই এগুলোর অনুশীলন জরুরি।

সবক মুখস্থ করার কয়েকটি পদ্ধতি

মুদাররিসদের উচিত সবক মুখস্থ করার বিষয়ে শিশুদের নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালনের মন তৈরি করা:

۞ বসার আগে তাজা ওযু করে নিন যাতে শরীর একদম সতেজ থাকে এবং সবক মুখস্থ করতে খুব সুবিধা হয় এবং এমনিতেও কুরআন পাক বিনা ওযুতে স্পর্শ করা নিষেধ।

۞ সবকের সময় ওযু ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ওযু করে নিন।

۞ সবক শুরু করার আগে এইভাবে ভালো ভালো নিয়ত করুন: ❀ সবক মুখস্থ করার আগে রব তায়ালার দরবারে দোয়া করব। ❀ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সবক মুখস্থ করব। ❀ তিলাওয়াতের সৌভাগ্য লাভ করব। ❀ সবক ভালোভাবে মুখস্থ করব। ❀ সবক পাকা মুখস্থ করেই উঠব। ❀ সবক শুনিয়ে নিজের বাবা-মা এবং উস্তাদ সাহেবের মন খুশি করব। ❀ সবক মুখস্থ হওয়ার পর রব তায়ালার শুকরিয়া আদায় করব ইত্যাদি।

۞ সবক শুরু করার আগে রব তায়ালার দরবারে এইভাবে দোয়া করুন: "হে আল্লাহ পাক, আমি আমার সবক মুখস্থ করতে শুরু করছি, সুতরাং সবক মুখস্থ করতে আমার সাহায্য করুন এবং আমাকে দ্রুত পাকা সবক মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين

۞ পুরো সবক প্রথমে কয়েকবার দেখে ভালোভাবে পড়ে নিন। যাতে তা ভাষায় সাবলীল হয় এবং মুখস্থ করতে সুবিধা হয়।

۞ সবক উচ্চস্বরে পড়ুন কারণ এভাবে সবক তাড়াতাড়ি মনে গেঁথে যায় এবং মুখস্থ করতে খুব সুবিধা হয়।

www.dawateislami.net

۞ সবক মুখস্থ করার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না বরং শান্ত ও স্থিরভাবে মুখস্থ করুন কারণ এভাবে সবকের শব্দগুলো মনে গেঁথে যায় এবং সবক তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যায়।

۞ যদি বসে বসে ক্লান্ত হয়ে যান তবে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে যান।

۞ সবক মুখস্থ হয়ে যাওয়া রব তায়ালার বড় নেয়ামত এবং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। তাই যখন সবক পাকা মুখস্থ হয়ে যায় তখন ওঠার আগে রব্ব তাআলার এইভাবে শুকরিয়া আদায় করুন যে, "হে আল্লাহ পাক! তোমার শুকরিয়া যে তুমি আমাকে আমার সবক মুখস্থ করার তৌফিক দান করেছো, ভবিষ্যতেও এইভাবে সবক মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين

মুখস্থ করার দিক থেকে ভালো মেধার শিশু:

۞ যদি আয়াত ছোট হয় তবে মুখস্থ করার দিক থেকে ভালো মেধার শিশু ২ বা ৩টি আয়াত অন্তত ৫ বার প্রথমে দেখে পড়বে তারপর কুরআন পাক বন্ধ করে পড়বে।

۞ যখন এই আয়াতগুলো মুখস্থ হয়ে যায় তখন আরও ১-২ বা ৩টি আয়াত দেখে মুখস্থ করবে, যখন এইগুলোও মুখস্থ হয়ে যায় তখন মুখস্থ করা আগের আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়বে।

۞ একইভাবে যদি আয়াত বড় হয়, যেমন এক বা দেড় লাইনের, তবে শিশু একটি একটি আয়াত মুখস্থ করতে থাকবে, অর্ধেক আয়াতও মুখস্থ করতে পারে। এভাবে ১২ বা ১৬ লাইন অথবা শিশুর যতটা সবক থাকে ততটা মুখস্থ করতে পারে। ভালো মেধার শিশুদের জন্য এভাবে সবক মুখস্থ করতে সুবিধা হয়।

www.dawateislami.net

۞ যখন সবক মুখস্থ হয়ে যায় তখন পুরো সবক ১২ বা ১৬ অথবা যত লাইনই নির্ধারিত থাকুক, ঘরের কাউকে একবার শুনিয়ে দিন এবং যদি শোনার কেউ না থাকে তবে কুরআন পাক বন্ধ করে শোনানোর ভঙ্গিতে নিজেই একবার পড়ে নিন।

۞ আরও নিজের সবক পরীক্ষা করার জন্য যে পাকা মুখস্থ হয়েছে কি না, এভাবেও করা যেতে পারে যে, যদি মাগরিবের পর সবক মুখস্থ করে নেয় তবে এশার পর আরেকবার মুখে মুখে পড়বে। যদি সঠিকভাবে পড়তে সফল হয় তবে বুঝে নেবে যে সবক পাকা মুখস্থ হয়ে গেছে। একইভাবে সকালে মাদরাসায় আসার আগেও একবার মুখে মুখে সবক পড়ে নেবে, যদি মনে থাকে তবে আশা করা যায় যে সবক পাকা মুখস্থ হয়ে গেছে। এভাবেই মাদরাসায় আসার পর আরেকবার সবক মুখে মুখে পড়ে নেবে, এখন নিশ্চিতভাবে সবকে কোনো দুর্বলতা বাকি থাকবে না।

উত্তম মেধার শিশু:

۞ সবক মুখস্থ করার দিক থেকে উত্তম মেধার শিশু তো ২, ৩ এমনকি ৪ লাইনও ৫ বার দেখে পড়ে নেবে এবং তারপর ৫ বার কুরআন পাক বন্ধ করে মুখে মুখে পড়বে, তাহলে তার মুখস্থ হয়ে যাবে।

۞ তারপর আগের মুখস্থ করা লাইনগুলো সাথে মিলিয়ে পড়বে এবং আরও মুখস্থ করতে থাকবে।

۞ উত্তম শিশুও উপরে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী মুখস্থ করা সবককে বিভিন্ন সময়ে পুনরাবৃত্তি করে বা কাউকে শুনিয়ে সবকের পাকা হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে।

www.dawateislami.net

দুর্বল মেধার শিশু:

۞ সবক মুখস্থ করার দিক থেকে দুর্বল মেধার শিশু ভালো মেধার শিশুদের পদ্ধতি অনুযায়ী সবক মুখস্থ করলে তারও সবক মুখস্থ হয়ে যাবে।

۞ দুর্বল মেধার শিশুকে ৫ বার পড়লে ভালোভাবে মুখস্থ হবে না বরং একটি আয়াতকে ১০, ১২ বা ১৫ বার পড়লে মুখস্থ হবে।

۞ বাকি পদ্ধতি একই যে, প্রথমে দেখে এবং তারপর কুরআন পাক বন্ধ করে মুখে মুখে পড়বে।

۞ কখনো কখনো পরিশ্রম করলে দুর্বল মেধার শিশুও খুব ভালো কারকারদেগী দেখায়। মাদরাসাতুল মদীনায় অতীতের এমন অনেক ঘটনা আছে যে ক্বারী সাহেবদের বিশেষ স্নেহের ফলে অনেক এমন শিশু যারা মানসিকভাবে দুর্বল ছিল, তারা ক্রমাগত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে খুব ভালোভাবে কুরআন পাক হিফয করতে সফল হয়েছে।

۞ কুরআন পাকে কিছু আয়াত খুব সহজ হয় এবং এক বা দুটি শব্দের পার্থক্যের সাথে একই আয়াত বারবার আসতে থাকে অথবা একই আয়াতের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। এমন আয়াত তো দুর্বল, ভালো, উত্তম সব শিশু এক বা দুবার পড়েই মুখস্থ করে নেয়।

দুর্বল শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! কারকারদেগী খারাপ হওয়ার ভয়ে দুর্বল মেধার শিশুদের বোঝা মনে করে অবহেলা করার পরিবর্তে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন, বরং তাদের উত্তম পর্যায়ে আনার জন্য নিজের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করুন যে, আমাকে এই শিশুদের উত্তম পর্যায়ে অবশ্যই আনতে হবে। কারণ উত্তম বা ভালো শিশুদের তো প্রত্যেক

www.dawateislami.net

মুদাররিসই পড়াতে পারেন এবং পড়ানোর ইচ্ছা রাখেন কিন্তু দক্ষ মুদাররিস তিনিই হবেন যিনি দুর্বল শিশুদের উপর পরিশ্রম ও চেষ্টা করে তাদের উত্তম পর্যায়ে আনতে সফল হবেন। এর জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালন করুন:

۞ এই কথার উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন যে, আমাকে আমার ক্লাসের দুর্বল শিশুকে যেকোনো পরিস্থিতিতে উত্তম পর্যায়ে আনতে হবে। কারণ যতক্ষণ আপনি কোনো কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা না করবেন, ততক্ষণ সেই কাজটি করা খুব কঠিন।

۞ রব তায়ালার দরবারে দুর্বল শিশুদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন কারণ দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। এইভাবে দোয়া করুন: হে দয়ালু আল্লাহ! আমার ক্লাসের দুর্বল শিশুদের মেধাবী করে দিন, তাদের দুর্বলতাগুলো দূর করে দিন, তাদের তাড়াতাড়ি সবক মুখস্থ হয়ে যাক, তাদের সবকী ও মনযিলও পাকা হয়ে যাক, আমাকে এবং আমার এই সমস্ত ছাত্রদের ফয়যানে কুরআন দ্বারা আলোকিত করুন। اٰمِين

۞ শিশুর দুর্বলতার কারণগুলোর উপর চিন্তা করুন যে, কী কারণে শিশু সবক মুখস্থ করতে, সবক শোনাতে বা অন্যান্য বিষয়ে দুর্বলতার শিকার? তারপর সেই দুর্বলতা দূর করার জন্য (পরিপূর্ণ) চেষ্টা করুন।

۞ শিশুর দুর্বলতা যাচাই করার একটি পদ্ধতি এও যে, দুর্বল শিশুর বন্ধু, বাবা-মা বা তার ভাই ইত্যাদি থেকে তার অনুপস্থিতিতে তথ্য নিন এবং তারপর তাদের আলোকে তার দুর্বলতা জানার চেষ্টা করুন। যেমন, একটি শিশু ক্লাসে খুব মৃদু আওয়াজে সবক শোনায়, ভয়ে ভয়ে থাকে। যখন তার বাবা-মা বা বন্ধুদের কাছ থেকে জানা গেল তখন বুঝা গেল যে সে (একেবারে) ঠিক আছে এবং উচ্চস্বরে নির্ভয়ে কথা বলে। এর

www.dawateislami.net

থেকে (অনুমান) করা যায় যে, এই শিশুর শুধু ক্লাসেই সমস্যা, বাইরে কোনো সমস্যা নেই। শিশুদের পড়ালেখায় দুর্বলতার কিছু সাধারণ কারণ এবং তাদের সমাধান পেশ করা হলো:

১. উস্তাদ বা ছাত্রদের ভয়: কিছু শিশু উস্তাদের ব্যক্তিত্ব বা কিছু ছাত্রের আচরণের কারণে প্রথম দিন থেকেই ভীত হয়ে যায় এবং তাদের এই ভয় যদি দূর করা না হয় তবে তা তাদের মনে গেঁথে যায় এবং অবশেষে শিশু দুর্বল হয়ে যায় এবং তার অন্যান্য ক্ষতিও প্রকাশ পায়। এর সমাধান এই যে, এমন শিশুর মন থেকে ভয় দূর করা হোক, মুদাররিস সেই শিশুর প্রতি বিশেষ স্নেহ করুন, তাকে নিজের কাছে বসান এবং তার সাথে মুচকি হেসে কথা বলুন। যদি কোনো শিশুকে ধমকানোও হয় তবে এই শিশুর সামনে ধমকাবেন না কারণ সে তো এমনিতেই ভীত, এতে সে আরও ভীত হয়ে যাবে। একইভাবে ক্লাসের শিশুদেরও এই কথার উপর জোর দিন যে, এই শিশুর সাথে কেউ রাগের সাথে কথা বলবে না এবং ঝগড়া ইত্যাদি করবে না। এই কারণগুলো সাধারণত এমন শিশুদের মধ্যে পাওয়া যায় যারা বয়সে সবচেয়ে ছোট হয়। আশা করা যায় যে, এই পদক্ষেপগুলোর ফলে এই শিশুর ভয় দূর হয়ে যাবে।

২ .বাবা-মায়ের ভয়: যদি কোনো শিশুর ঘরের পরিবেশ এমন হয় যে সেখানে ধমকানো বা মারপিট করা হয় এবং সেই শিশু ঘরের পরিবেশের কারণেই ভীত থাকে, তবে এমন পরিস্থিতিতে তার বাবা-মা বা অভিভাবককে ডেকে ভালোভাবে মাদানী প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। তাদের এই কথার উপর মন-মানসিকতা তৈরি করা হোক যে "কুরআন পাকের শিক্ষা খুব কোমল হয়, এতে আগ্রহ ও উৎসাহ খুব জরুরি এবং ধমকানো শিশুর আগ্রহকে (খারাপভাবে) প্রভাবিত করে, সামান্য মানসিক অস্থিরতাও

www.dawateislami.net

শিশুর উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। অনুগ্রহ করে আপনি শুধু এই শিশুর উপর নয় বরং আপনার সমস্ত শিশুদের প্রতি স্নেহ করুন, অকারণে তাদের ধমকানো থেকে বিরত থাকুন।" বাবা-মা বা অভিভাবককে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় অংশগ্রহণ এবং কাফেলায় সফরের মন-মানসিকতা তৈরি করুন।

৩ .বাবা-মায়ের অমনোযোগিতা: কিছু লোক শিশুকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, ঘরে তাদের প্রতি মনোযোগ দেয় না, অবহেলা করে যার কারণে শিশু দুর্বল হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতেও বাবা-মা বা অভিভাবককে ডেকে তার মাদানী প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। শিশুর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার কারণগুলো জানা হোক। তাদের শিশুর জন্য সময় বের করার শুধু উৎসাহই দেওয়া হবে না বরং তাদের পদ্ধতিও জানানো হবে যে, আপনি আপনার শিশুর জন্য এইভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় বের করতে পারেন।

৪. আত্মবিশ্বাসের অভাব: কিছু শিশু উস্তাদের ধমক বা অন্যান্য শিশুর প্রভাবশালী কারকারদেগীর কারণে আত্মবিশ্বাসের অভাবের শিকার হয়ে যায় যা তাদের কারকারগীর উপর প্রভাব ফেলে তাদের দুর্বল করে দেয়। এমন শিশুদের বিশেষভাবে সবার সামনে ধমকানো থেকে (নিশ্চিতভাবে) বিরত থাকুন। এমন শিশুর সবক মুখস্থ করতে নিজে সাহায্য করুন এবং ছোট ছোট কথায় তার উৎসাহ বৃদ্ধি করুন। ক্লাসের অন্যান্য শিশুদের সামনে বিশেষভাবে তার কারকারদেগী বর্ণনা করুন। তার বাবা-মা বা অভিভাবককে ডেকে তাদের সামনে তার উৎসাহ বৃদ্ধি করুন। তার কাছে বসা শিশুদের সামনে তার মনসান্ত্বনা করুন। পুরো ক্লাসের সামনে তার তিলাওয়াত করান, নাত পড়ান বা বয়ান ইত্যাদি করান এবং তারপর

www.dawateislami.net

তার উৎসাহ বৃদ্ধি করুন। এতে আশা করা যায় যে, তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং তার কারকারদেগী ভালো হবে।

৫. ক্লাসে মন না লাগা: কখনো কখনো এমনও হয় যে, যখন নতুন শিশু ক্লাসে আসে তখন তার কোনো বন্ধু তৈরি হয় না যার ফলে সে ক্লাসে একাকীত্বের শিকার হয় এবং এই একাকীত্ব তার কারকারগৌর উপর প্রভাব ফেলে। যদিও এমন শিশু খুব কমই হয় কারণ শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি একে অপরের সাথে মানিয়ে নেয় এবং বন্ধু বানিয়ে নেয় কিন্তু কিছু শিশুর ব্যক্তিত্ব এমন হয় যে, তাদের সাথে অন্যান্য শিশুরা তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে মুদাররিসের উচিত নতুন শিশুর ক্লাসে আসার সাথে সাথেই ক্লাসের ভালো কারকারদেগী সম্পন্ন শিশুকে তার রফীক (সঙ্গী) বানিয়ে দেওয়া যাতে শুরু থেকেই শিশু হীনম্মন্যতার শিকার না হয়।

৬ .পরিবেশের সাথে অনভ্যস্ততা: যদিও اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের মাদানী পরিবেশ এমন যে, ছোট হোক বা বড় প্রত্যেক ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং মাদানী রঙে রঙিন হয়ে যায় কিন্তু কিছু অল্প বয়সী নতুন শিশু এই পরিবেশকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারে না এবং মাদানী পোশাক, পাগড়ী শরীফ ইত্যাদি পরতে দ্বিধা বোধ করে। এমন শিশুদের উপর কঠোরতা করার পরিবর্তে অত্যন্ত নম্রতার সাথে আচরণ করা উচিত এবং তাদের আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়া উচিত। এমন শিশুর সংখ্যা কমই হয়।

৭. লেখাপড়ার মন না থাকা: কিছু শিশুর প্রতি বাবা-মা শৈশব থেকেই মনোযোগ দেয় না যার কারণে তারা এমন অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে যা লেখাপড়া থেকে মন সরিয়ে দেয়, যেমন খারাপ সঙ্গ, আড্ডাবাজি, গেম

www.dawateislami.net

খেলার অভ্যাস ইত্যাদি। এদের মধ্যে কিছু শিশু এমনও থাকে যারা আগেও কোনো মাদরাসায় পড়ত কিন্তু সেই কারণেই তাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন তারা মাদরাসাতুল মদীনায় এসেছে। এমন শিশুদের মাদানী প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং দুর্বল কারকারদেগী ভালো বা উত্তম বানানোর জন্য কয়েকটি নির্দেশাবলী পেশ করা হলো:

(১) এই মন-মানসিকতা তৈরি করুন যে, আমাকে এই শিশুকে অবশ্যই হাফেযে কুরআন বানাতে হবে এবং এখন এই শিশু আমার ক্লাস থেকেই পাকা হাফেযে কুরআন হয়ে বের হবে। কারণ এমন শিশুদের ব্যাপারে কিছু মুদাররিসও এই মন-মানসিকতা তৈরি করে নেয় যে, এর তো পড়ার মনই নেই সুতরাং এর উপর পরিশ্রম করা বৃথা। তারপর তাকে অবহেলা করতে থাকে এবং অবশেষে সেই শিশু মাদরাসা ছেড়ে চলে যায়। হতে পারে সে আগে যে মাদরাসায় পড়ত সেখানকার মুদাররিসদেরও এই শিশুর ব্যাপারে এই মন ছিল এবং সেই কারণেই সে ওই মাদরাসা ছেড়ে দিয়েছে।

(২) কিছুক্ষণ চিন্তা করুন যে, যদি ধরে নেওয়া হয় এই শিশুর সত্যিই পড়ার মন নেই, তবে কি এর এই মন জন্মগতভাবে তৈরি হয়েছিল নাকি পরে তৈরি হয়েছে? নিশ্চিতভাবে পরে তৈরি হয়েছে। সুতরাং যখন না পড়ার মন তৈরি হতে পারে তখন পড়ার মনও তৈরি হতে পারে, শুধু আপনাকে চেষ্টা করতে হবে।

(৩) এই শিশুকে নিজের সন্তান মনে করুন যে, যদি এ আপনার ছেলে হতো এবং এর এই অবস্থা হতো তবে আপনি এর উপর কত পরিশ্রম করতেন? এর মনকে কীভাবে পরিবর্তন করতেন? এমন কী পদক্ষেপ নিতেন যে, সে হাফেযে কুরআন হয়ে যেত? শুধু এই মন নিয়ে এই শিশুর প্রশিক্ষণ দিন।

www.dawateislami.net

(৪) মুদাররিসের উচিত এমন শিশুদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতাকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই সমস্ত কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করা যা এই অমনোযোগিতার কারণ। যেমন, যদি এই শিশুর অকারণে ঘোরাঘুরির অভ্যাস থাকে তবে তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম কাতারে (নিয়মিতভাবে) পড়ার মন-মানসিকতা তৈরি করুন এবং এই বিষয়ে বাবা-মা বা অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে শিশুর সংশোধনের চেষ্টা করুন। যদি শিশু অকারণে গেম ইত্যাদি খেলার (অভ্যস্ত) হয় তবে তাকে মাদানী চ্যানেল দেখার এইভাবে উৎসাহ দিন যে, আজ আপনি মাদানী মুযাকারা দেখবেন এবং এতে যে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো থাকবে সেগুলো লিখে আনবেন, অথবা নিগরানে শুরার বয়ান দেখবেন এবং সেই বয়ান থেকে অন্তত ১২টি কথা লিখে আনবেন ইত্যাদি। অর্থাৎ তাকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখুন যাতে সে অকারণে ব্যস্ততা থেকে (সম্পূর্ণরূপে) কেটে যায় বা দূরে চলে যায়।

(৫) এমন শিশু যদি খণ্ডকালীন (জুয ওয়াক্তি) হয় তবে তাদের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে পূর্ণকালীন (কুল ওয়াক্তি) হিসেবে ভর্তি করিয়ে দিন, বরং সম্ভব হলে আবাসিক (রিহায়শী) মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন কারণ এমন শিশুর যত বেশি সময় মাদরাসায় কাটবে ততই তার জন্য ভালো।

(৬) এমন শিশুর রফীক (বন্ধু) মাদরাসার সেই শিশুদের বানানো উচিত যারা কারকারদেগী উত্তম হয় যাতে এই শিশু তাদের সাহচর্যের প্রভাব গ্রহণ করে এবং তার কারকারদেগীও উত্তম হয়।

(৭) এমন শিশুর উপর এই দিক থেকে বিশেষ নজর রাখা উচিত যে, অন্য শিশুরাও যেন তার সাহচর্যের প্রভাব গ্রহণ না করে এবং তারাও

www.dawateislami.net

কারকারদেগী দুর্বল না হয়ে যায়। ছোট বা কাঁচা মেধার শিশুদের এমন শিশুদের থেকে দূরে রাখাই ভালো।

(৮) এমন শিশুদের মুদাররিসের নিজের ডেস্কের কাছে বসানো এবং তাদের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা খুব উপকারী।

(৯) মুদাররিসের উচিত এমন শিশুর সাথে সময়ে সময়ে (কথা বলা) এবং কথায় কথায় তার মন-মানসিকতা তৈরি করা।

(১০) এমন শিশুদের সবক মাদরাসাতেই মুখস্থ করানো ভালো, কারণ ঘরে তাদের সবক মুখস্থ করার পরিবেশ থাকে না, একইভাবে সবকী (দৈনিক পঠিত অংশ) এবং মনযিলের (পূর্বের পঠিত অংশ) উপরও মাদরাসাতেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হোক।

(১১) সাধারণত এমন বাচ্চাদেরকে ধমক দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া খুবই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তাই এটা থেকে বিরত থাকা উচিত।

(১২) এমন বাচ্চারা সাধারণত খুবই মেধাবী হয়, শুধু তাদের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজন হয় এবং অনেক সময় এই বাচ্চারা (ভবিষ্যতে) অনেক উন্নতি করে। পৃথিবীর দুটি বড় ও বিখ্যাত কোম্পানির মালিক ছাত্রজীবনে তাদের ক্লাসের অমনোযোগী ছাত্র হিসেবে গণ্য হতো, শিক্ষকের কাছ থেকে বকা খাওয়া তাদের রুটিনের অংশ ছিল, তাদের সম্পর্কে এই ধারণাই ছিল যে তাদের পড়ার মনই নেই এবং অবশেষে তারা স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে পৃথিবী দেখল যে এই অমনোযোগী বাচ্চারাই প্রযুক্তির দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং এমন দুটি কোম্পানি তৈরি করেছিল যা ধনী কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। মোটকথা, অমনোযোগী বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগ দিলে সেই অমনোযোগী বাচ্চারাই অনেক সময় বড় বড় যোগ্য ও মেধাবী বাচ্চাদের থেকেও এগিয়ে যায় ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

www.dawateislami.net

সবক শোনার কিছু পদ্ধতি:

প্রিয় মুদাররিসীন ইসলামী ভাইয়েরা! নাযেরা ও হিফযে কুরআনের ভিত্তি হলো সবক। যদি বাচ্চাদের সবক ভালোভাবে মুখস্থ থাকে, তবেই তাদের সবকী মজবুত হবে এবং যখন সবকী মজবুত হবে, তখন নিশ্চিতভাবে মনযিলও মজবুত হবে। কারণ প্রতিদিনের সবক মিলে সবকী তৈরি হয় এবং পরে এই সবকীই মনযিলে পরিণত হয়। সবকের গুরুত্ব বুঝে সবক শোনার সময় অনেক বেশি মনোযোগের প্রয়োজন হয়। মুদাররিসীন ইসলামী ভাইয়েরা বাচ্চাদের সবক শোনার ব্যাপারে নিম্নলিখিত নির্দেশনাবলীকে দৃষ্টিতে রাখুন:

(১) সবক উৎফুল্লতা অর্থাৎ চটপটে অবস্থায় শুনুন, অলসতার সাথে ঝিমন্ত বাচ্চাদের সবক শুনলে ভুল থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। অলসতা বা ঝিমুনি থেকে বাঁচার জন্য কম খাওয়ার পাশাপাশি রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাসও করুন যাতে ঘুম পূর্ণ হয় এবং সকালে উৎফুল্লতা অর্থাৎ চটপটেভাব বজায় থাকে।

(২) ক্বারী সাহেব প্রত্যেক বাচ্চার সবক নিজেই শুনবেন, ক্লাসের কোনো বাচ্চার দ্বারা এই কাজ কখনোই করাবেন না। (হিফয ক্লাসে ৩টি হালকা (গ্রুপ) থাকে, একটি হালকা-র সবকী মনযিল মুদাররিস নিজে শুনবেন এবং বাকি ২টি হালকা-কে পরস্পরের মধ্যে (পড়া শোনানোতে) লাগিয়ে দিন।)

(৩) ক্লাস শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সবক শোনা শুরু করে দিন, প্রথমে সেইসব বাচ্চাদের সবক শুনুন যাদের ভালোভাবে মুখস্থ আছে যাতে এই সময়ে সেইসব বাচ্চারা সবক পুনরাবৃত্তির সুযোগ পায় যাদের ভালোভাবে মুখস্থ নেই। সবক নিজের নির্ধারিত সময়েই শুনুন।

www.dawateislami.net

(৪) সবক, সবকী বা মনযিল সবসময় কুরআন পাক দেখে শুনুন, যদিও আপনার মনযিল খুব ভালো মুখস্থ থাকে। কারণ কুরআন পাকের যিয়ারতের সাথে সাথে দেখে শোনার আরও অনেক বেশি উপকারিতা রয়েছে যা মৌখিকভাবে সবক শুনলে (অর্জিত) হয় না।

তায়াউয ও তাসমিয়ার উচ্চারণ শুদ্ধ করান:

অনেক বাচ্চাই তায়াউয (أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) ও তাসমিয়া (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) তে লাহনে জলী (স্পষ্ট ভুল) করে। অর্থাৎ, أَعُوْذُ এর 'ع' কে হামযা এবং 'ذ' কে 'ز' পড়ে, একইভাবে مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ এর 'ط' কে 'طاں' তথা ত্বাঁ পড়ে, 'ج' এর আওয়াজ নাকে নিয়ে যায়। এবং একইভাবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর 'الرَّحْمٰنِ' এর 'م' কে 'ماں' তথা মাঁ পড়ে এবং একইভাবে 'الرَّحِيْمِ' এর 'م' এর উচ্চারণে নাকে আওয়াজ নিয়ে যায়। তায়াউয ও তাসমিয়াহ এর এই ভুলগুলো সাধারণত মাদানী মুন্নাদের (ছোট বাচ্চাদের) মধ্যে পাওয়া যায়, তাই সমস্ত মুদাররিসীনদের কাছে অনুরোধ যে, সবক শোনার সময় এই ভুলগুলো শুদ্ধ করান। কয়েকবার অনুশীলন করালে এবং বাচ্চার মনোযোগ আকর্ষণ করলে এই ভুলগুলো শুদ্ধ হয়ে যাবে, নতুবা অনেক হাফেযকেও দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ হিফয করার পরেও তায়াউয ও তাসমিয়ার এই ভুলগুলো ক্রমাগত থেকে যায়।

সবক শোনানোর ধরণ:

(৫) উৎকৃষ্ট সবক: এমন বাচ্চা যে লাহনে জলী (স্পষ্ট ভুল) ও লাহনে খফী (অস্পষ্ট ভুল) ছাড়া সবক শোনায় এবং শোনানোর সময় আটকায়ও না এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের নির্ধারিত লাইনগুলো

www.dawateislami.net

শুনিয়ে দেয়, তাহলে শোনানোর দিক থেকে এই বাচ্চার অবস্থা 'উৎকৃষ্ট'।

(৬) উত্তম সবক: এমন বাচ্চা যে নিজের নির্ধারিত লাইনগুলো শুনিয়ে তো দেয়, (উদাহরণস্বরূপ) যদি ১৬ লাইনে এক বা দুইবার আটকে যায় এবং এক-দুইবার লাহনে খফী করে অর্থাৎ গুন্নাহ বা মাদ্দ ইত্যাদি করতে ভুলে যায়, তাহলে তাকে ভুল ধরিয়ে দেওয়া হোক। শোনানোর দিক থেকে এই বাচ্চার অবস্থা উত্তম।

(৭) কাঁচা-পাকা সবক: যদি বাচ্চা নিজের নির্ধারিত লাইনগুলো (উদাহরণস্বরূপ) ১৬ লাইন শোনাতে সফল তো হয় কিন্তু অবস্থা এমন হয় যে, বারবার আটকায় এবং বারবার পেছনের আয়াত বলে দিতে হয়, এটা 'কাঁচা-পাকা' সবক। এমন বাচ্চাকে সবক মুখস্থ করার জন্য কিছু সময় দেওয়া হোক যাতে সে নিজের সবক পুনরায় ভালোভাবে মুখস্থ করে শোনাতে পারে।

(৮) কাঁচা সবক: এমন বাচ্চা যে সবক এমনভাবে শোনায় যে, লাহনে জলী ও লাহনে খফীর আধিক্য থাকে। যেমন, বারবার হরকত পরিবর্তন করে, শব্দ পরিবর্তন করে, অক্ষরের মাখরাজ পরিবর্তন করে, অথবা গুন্নাহ ও মাদ্দ বারবার ছেড়ে দেয়, তাহলে এটি সবকের 'দুর্বল' অবস্থা। এমন বাচ্চার সবকে পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হোক এবং যোহরের পর বা ছুটির আগে ভুলের সংশোধনসহ পুনরায় সম্পূর্ণ সবক শোনানো হোক।

(৯) এটি স্পষ্ট যে, কোনো বাচ্চার সবক যখন এগোতে থাকে, তখন সে নিয়মিত মাদরাসাতুল মদীনায় আসতে থাকে এবং নিজের মনযিল অর্থাৎ নাযেরা বা হিফযের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তাই কোনো অবস্থাতেই সবকের নাগা (বিরতি) হওয়া উচিত নয়।

www.dawateislami.net

(১০) বাচ্চাদের অবস্থা দেখে তাদের ভুলের সংশোধন করানো হোক। যে বাচ্চার যত বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন, তার প্রতি তত বেশি মনোযোগ দিয়ে সবক শুদ্ধ করিয়ে (সামনে) সবক দেওয়া হোক।

(১১) যেসব বাচ্চাদের বেশি ভুল হয়, তাদের সবক একাধিকবার শোনা হোক যাতে ভুল দূর হওয়ার সাথে সাথে তাদের সবকও এগোতে পারে।

মাদরাসাতেই সবক মুখস্থ করার জন্য সময় দিন:

কিছু বাচ্চা এমনও থাকে যারা অনেক উৎসাহিত করার পরও বাড়ি থেকে সবক মুখস্থ করে আসে না। এমন বাচ্চাদের সবকের কলামে লিখে দেওয়া হয় যে, "সবক শোনানো হয়নি" বা "সবকের নাগা" ইত্যাদি। এটা লেখার পরিবর্তে এমন বাচ্চাকে মাদরাসাতুল মদীনাতেই সবক মুখস্থ করার জন্য সময় দেওয়া হোক এবং সবক এগিয়ে নেওয়া হোক, নতুবা এমন বাচ্চারা দিন দিন সবকে দুর্বল হতে থাকবে এবং নিশ্চিতভাবে এটা তাদের জন্য অনেক ক্ষতিকর হবে। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা এটাই যে, এমন বাচ্চারা মানসিকভাবে দুর্বল হয় না, বরং অনেক সময় বাড়িতে সবক মুখস্থ করার মন না থাকার কারণে, অথবা পিতা-মাতা ও অভিভাবকের এই ধারণা থাকার কারণে যে, এই বাচ্চা মাদরাসাতুল মদীনায় ৮ ঘণ্টা পড়তে থাকে, বাড়িতে পড়ার কী দরকার? অথবা বাড়িতে দ্বীনি পরিবেশ না থাকার কারণে বাড়িতে মনোযোগ দেওয়ার কেউ থাকে না, তাই বাচ্চা বাড়িতে সবক মুখস্থ করার জন্য তৈরি হয় না। কাজেই এমন বাচ্চাদেরকে বাধ্য হয়ে মাদরাসাতুল মদীনাতেই সবক মুখস্থ করার জন্য সময় দেওয়া জরুরি। মাদরাসাসাতুল মদীনাতে মুদাররিসীনের একটি অংশ আছে যারা

www.dawateislami.net

মাদরাসাতুল মদীনাতেই বাচ্চাদেরকে আগামী দিনের সবক মুখস্থ করার জন্য সময় দেয় এবং খুব ভালো ক্লাস চালায়। এই মুদাররিসীনদের বক্তব্য হলো, বাচ্চারা বাড়িতে সেইভাবে সবক মুখস্থ করতে পারে না যেভাবে মাদরাসাতুল মদীনায় মুখস্থ করতে পারে, কারণ মাদরাসাতুল মদীনায় মদীনায় মুদাররিসের উপস্থিতি এবং ক্লাসে শিক্ষার একটি পরিবেশ থাকে, যেখানে বাড়িতে এমন অনেক কারণ থাকে যা একাগ্রতার সাথে সবক মুখস্থ করতে বাধার সৃষ্টি করে। তাই ভালো এটাই যে, যে বাচ্চারা বাড়ি থেকে সবক মুখস্থ করে আসে না, তাদেরকে সেই দিনের সবক, সবকী, মনযিল শোনানোর পর আগামী দিনের সবক মুখস্থ করার জন্য নিয়মিত সময় দেওয়া হোক যাতে আগামী দিনের সবকও বাচ্চা মাদরাসাতুল মদীনাতেই মুখস্থ করে যায়। তবুও যদি সবকে কোনো দুর্বলতা থেকে যায়, তাহলে বাড়িতে অথবা পরের দিন দোয়ায়ে মদীনার আগে সবকের এই দুর্বলতা দূর করানো হোক। এই পদ্ধতিতে বাচ্চার সবকও চলতে থাকবে এবং সবক মুখস্থ না হওয়ার কারণে বাচ্চাদের যে ক্ষতি হয়, সেটাও হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভুল ধরানোর কিছু পদ্ধতি:

প্রত্যেক মুদাররিসের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, "আমাকে আমার ক্লাসের প্রত্যেক বাচ্চাকে সবকের উৎকৃষ্টমানে উন্নীত করতে হবে।" একইভাবে মাদরাসাতুল মদীনার প্রত্যেক নাযিমেরও এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ যদি সবক উৎকৃষ্ট হয়, তবে সবকীও উৎকৃষ্ট হবে এবং সবকী উৎকৃষ্ট হলে মনযিলও উৎকৃষ্ট হবে। কিন্তু কিছু বাচ্চার সবকে ভুল

www.dawateislami.net

করা একটি সাধারণ ব্যাপার এবং এমন খুব কমই হয় যে ক্লাসের সমস্ত বাচ্চা কোনো ভুল ছাড়াই সবক শুনিয়ে দেয়। বাচ্চাকে সবকে ভুল ধরানোর বিষয়ে কিছু নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে:

(১) একজন দক্ষ মুদাররিসের গুণাবলীর মধ্যে এটিও একটি যে, সবক শোনানোর সময় সে বাচ্চাকে এমনভাবে ভুল ধরিয়ে দেবে যাতে যে বাচ্চা সবক শোনাচ্ছে সেও ভুলে না যায় এবং নিজের ভুলও সংশোধন করে নেয়।

(২) মুদাররিসীনদের উচিত সবক, সবকী, মনযিল অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শোনা এবং বাচ্চার প্রত্যেক ধরনের ভুল, তা লাহনে জলী (স্পষ্ট ভুল) হোক বা লাহনে খফী (অস্পষ্ট ভুল), তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা।

(৩) কিছু মুদাররিসের এই অভ্যাস থাকে যে, বাচ্চা ভুল করার সাথে সাথেই তা ধরিয়ে দেন, যার ফলে বাচ্চা ঘাবড়ে যায় এবং (সামনে) পড়তে পারে না। তাই যেখানে বাচ্চা ভুল করেছে, সেখান থেকে তাকে কিছু (সামনে) পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হোক। অনেক সময় বাচ্চা নিজেই পেছনের আয়াতে এসে ভুল সংশোধন করে নেয়।

(৪) যদি কিছু (সামনে) পড়ার পরও বাচ্চা পেছনে এসে ভুল সংশোধন না করে, তাহলে বাচ্চাকে এক আয়াত বা এক লাইন পেছন থেকে ধরিয়ে দেওয়া হোক। যদি বাচ্চা নিজে ভুল সংশোধন করে নেয়, তবুও ভুল ধরানো হবে না, যতক্ষণ সম্ভব পেছন থেকে বলে ভুল শুদ্ধ করানো হোক।

(৫) তবুও যদি বাচ্চা ভুল শুদ্ধ করতে না পারে, তাহলে মুদাররিস সেই কালিমা(শব্দ) বা আয়াতটি উচ্চস্বরে পড়ে ভুল ধরিয়ে দিন। তারপর

www.dawateislami.net

যেখানে ভুল হয়েছে, সেই আয়াতে পেন্সিল দিয়ে এই ধরনের (-) চিহ্ন লাগিয়ে দিন এবং বাচ্চাকে এই ভুলটি শুদ্ধ করার জন্য ৫, ৭ বা ১০ বার এই আয়াতটি মুখস্থ করার ভঙ্গিতে পড়তে বলুন। এরপর একইভাবে সবক, সবকী, মনযিলে যত ভুল হয়েছে, সেখানে ভুল হওয়া আয়াতটি মুখস্থ করার এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

(৬) যে বাচ্চা বারবার ভুল করছে, তাকে বারবার পেছন থেকে ধরিয়ে দিলে অনেক সময় লেগে যায়। তাই এমন বাচ্চাদেরকে ভুল ধরানোর সাথে সাথে ভুল হওয়া অক্ষরের উপর চিহ্ন লাগিয়ে যেতে থাকুন এবং ভুলগুলো পুনরায় মুখস্থ করে শোনানোর মানসিকতা তৈরি করুন।

(৭) ভুল ধরানোর একটি ভালো পদ্ধতি এটাও যে, যেখানে বাচ্চা ভুল করছে, তাকে শুদ্ধ করে মুদাররিস নিজে উচ্চস্বরে পড়ে শোনান।

(৮) খুব কম মুদাররিসই ভুল শুদ্ধ করার জন্য পড়ে শোনান, বরং শুধু ভুলের চিহ্ন লাগিয়ে দেন এবং এভাবে বলেন যে, গুন্নাহ করো, মাদ্দ করো, ইদগাম ছেড়ে দিয়েছ অথবা ক্বলক্বলা করোনি ইত্যাদি। এভাবেও বাচ্চার ভুলের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মুদাররিস যখন ভালো উচ্চারণে এক বা দুটি কালিমা পড়ে শোনান, তখন বাচ্চা ভুল শুদ্ধ করার সাথে সাথে সেই উচ্চারণ অনুসরণ করার চেষ্টাও করে।

(৯) সবক শোনানোর সময় বাচ্চাকে অকারণে বারবার টোকাটুকি করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে বাচ্চা সবক শোনাতে পারে না এবং কনফিউয (অর্থাৎ মানসিক দ্বিধায় পড়ে যায়) হয়ে যায়।

(১০) কোনো বাচ্চার যদি বেশি ভুল হয়, তাহলে যত ভুল হয়েছে, সেই অনুযায়ী (উপযুক্ত) সময় দিয়ে পুনরায় সেই আয়াতগুলো বা পুরো সবক শুনে নেওয়া হোক।

www.dawateislami.net

(১১) চেষ্টা করুন যাতে কোনো বাচ্চারই সেই দিনের সবক, সবকী বা মনযিলের নাগা (বিরতি) না হয়। সমস্ত ভুল শুদ্ধ করিয়ে আগামী দিনের সবক দেওয়া হোক।

লাহনে জলী ও লাহনে খফী কাকে বলে?

'লাহন'-এর আভিধানিক অর্থ হলো ভুল এবং বাচনভঙ্গি। ক্বারীদের পরিভাষায় 'লাহন' দ্বারা কুরআন মাজীদকে তাজবীদের বিপরীত পড়া বোঝায়। লাহনের মৌলিকভাবে দুটি প্রকার রয়েছে: লাহনে জলী (স্পষ্ট ভুল) এবং লাহনে খফী (অস্পষ্ট ভুল)।

(১) লাহনে জলী বড় ও প্রকাশ্য ভুলকে বলে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ফাতাওয়া বাযযাযিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "اَللَّحْنُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ" অর্থাৎ লাহন সকলের নিকট হারাম।[১] **লাহনে জলীর চারটি প্রকার রয়েছে:** (ক) এক হরফকে অন্য হরফে পরিবর্তন করা, যেমন "وَالتِّيْنِ" কে "وَالطِّيْنِ" এবং "اَلْحَمْدُ" কে "اَلْهَمْدُ" পড়া। (খ) সাকিনকে মুতাহাররিক (হরকতযুক্ত) করে দেওয়া, যেমন "جَمْعًا" কে "جَمَعًا" বা "جَعَلْنَا" কে "جَعَلَنَا" পড়া এবং মুতাহাররিককে সাকিন করে দেওয়া, যেমন "كَتَبَ اللّٰهُ" কে "كَتْبَ اللّٰهُ" পড়া এবং "جَعَلَنَا" কে "جَعَلْنَا" পড়া। (গ) হরকতকে হরকত দ্বারা পরিবর্তন করা, যেমন "أَرَأَيْتَ" কে "أَرَأَيْتُ" পড়া বা "أَنْعَمْتَ" কে "أَنْعَمْتُ" পড়া। (ঘ) কোনো হরফ বাড়িয়ে দেওয়া, যেমন "خَلَقَ" কে "خَلَقَا" পড়া, "لَمْ يَلِدْ" কে "لَمْ يَالِدْ" পড়া, কারণ এই দুই ক্ষেত্রে আলিফ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো হরফ কমিয়ে দেওয়া, যেমন "لَمْ يُوْلَدْ" কে "لَمْ يُلَدْ" পড়া, কারণ এতে ওয়াও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১. (ফাতাওয়া রযবীয়া, ৬/ ৩৪৩)

www.dawateislami.net

(২) লাহনে খফী ছোট ও গোপন ভুলকে বলে। অর্থাৎ সেইসব নিয়ম ত্যাগ করা যা অক্ষরের সৌন্দর্য (تحسین حروف) এর সাথে সম্পর্কিত। লাহনে খফী দ্বারা অর্থ বিকৃত (فاسد) হয় না। লাহনে খফী মাকরুহ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)। شرعاً (শরীয়ত অনুযায়ী) এই ভুল থেকে বাঁচা মুস্তাহাব। লাহনে খফী সিফাতে আরিযা (عارضة) তে ভুল করার কারণে সৃষ্টি হয়, যেমন ইদগাম, ইক্বলাব, ইখফা, মাদ্দাত ইত্যাদিতে ভুল করা।[১]

প্রিয় মুদাররিসীন ইসলামী ভাইয়েরা! লাহনে জলী ও লাহনে খফীর সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলো নিজেরাও মুখস্থ করে নিন এবং নিজের ক্লাসের বাচ্চাদেরকেও মুখস্থ করান এবং তাদেরকে এমনভাবে বোঝান যাতে তাদের তিলাওয়াত ও ক্বিরাআত লাহনে জলী ও লাহনে খফী থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

সবকী শোনার পদ্ধতি:

সবকী শোনার বিষয়ে কিছু নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে:

(১) দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনাতে সবকী এক পারা থেকে সোয়া পারা পর্যন্ত নির্ধারিত।

(২) হিফয বিভাগে সবকীর গুরুত্ব অনেক বেশি। বাচ্চাদের সবকের প্রতি যতটা মনোযোগ থাকে, ততটা সবকীর প্রতি থাকে না। তাই সবকী শোনার সময় মুদাররিসের মনোযোগ বেশি হওয়া উচিত।

(৩) হিফয ক্লাসে ৩টি মাদানী হালকা (গ্রুপ) থাকে। একটি মাদানী হালকা-র সবকী মুদাররিস নিজে শুনবেন এবং বাকি দুটি হালকা-র

১. (ফয়যানে তাজবীদ, পৃ. ২৯-৩০, সংক্ষেপে, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)

www.dawateislami.net

বাচ্চাদেরকে পরস্পরের মধ্যে دور (পড়া শোনানো) করাবেন এবং دور (পড়া শোনানো) ওয়ালা বাচ্চাদের টেস্ট অবশ্যই নেবেন।

(৪) সবকীতে প্রতিদিন একটি সবকের সংযোজন হয়। এই সবকীই মনযিলে স্থানান্তরিত হয়, তাই সবকী প্রতিদিন শোনা জরুরি।

(৫) যেসব মুদাররিসীন সবকীকে কাঁচা হতে দেন না, তাদের বাচ্চাদের মনযিল পাকা থাকে।

(৬) মুদাররিসের উচিত সবকীর শেষ ৩টি আসবাক (সবকের বহুবচন) যা সবকের সাথে সংযুক্ত, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা। কারণ অনেক সময় বাচ্চারা সবক শুনিয়ে তো দেয়, কিন্তু তাতে কিছু না কিছু দুর্বলতা থেকে যায় অথবা ভুলের সাথে শোনায়। তাই সেই দুর্বলতা সবকীতেই দূর করা যেতে পারে। যদি সবকীতেও মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে পরে এই দুর্বলতাই মনযিলে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। তাই দুর্বলতা যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায়, ততই তা দূর করা সহজ হয়, নতুবা এই দুর্বলতাই মনযিলে গিয়ে কাঁচা পারা হওয়ার আকারে প্রকাশ পায়।

(৭) সবকীর কোনো অবস্থাতেই নাগা (বিরতি) হওয়া উচিত নয়। যেসব ক্লাসে মুদাররিসীনের সবকীর প্রতি বেশি মনোযোগ থাকে না, সেইসব ক্লাসের বাচ্চাদের মনযিলের কাঁচা পারা বের হয়।

(৮) যেসব বাচ্চার সবক উৎকৃষ্ট মানের চেয়েও বেশি ভালো হয়, যেমন ৩৫, ৪০, ৫০, ৬০ লাইন, সেইসব বাচ্চাদের সবকী এক বা সোয়া পারার চেয়ে বেশি করা উচিত। কারণ সবক বেশি হলে সবকীও বেশি হওয়া জরুরি।

(৯) বাচ্চার সবকী পারা যেদিন সম্পূর্ণ হবে, মুদাররিস সেদিন নিজেই সম্পূর্ণ পারা শুনবেন। যদি ভুল থাকে, তাহলে শুদ্ধ করিয়ে

www.dawateislami.net

(পুনরায়) শুনবেন এবং তারপর সেদিনই অথবা পরের দিন নাযিম সাহেবকে সবকী পারার টেস্ট দেওয়াবেন।

মনযিল শোনার পদ্ধতি:

মনযিল শোনার বিষয়ে কিছু নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে:

(১) মনযিলে সর্বপ্রথম মুদাররিসকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে যে, মনযিলে যে নতুন পারা যুক্ত হয়েছে, সেটি যেন কাঁচা না হয়। যদি কিছু দুর্বলতা থাকে, তবে সেটি সবকীতেই দূর করে নেবেন।

(২) বাচ্চার মনযিল শোনার সময় ক্রমানুসারে শোনার বিষয়টিও খেয়াল রাখা জরুরি। যেমন, যদি কোনো বাচ্চার ২০ পারা থাকে এবং সে শেষ থেকে হিফয করেছে, তাহলে মনযিল শোনানোর ক্রম এমন হবে: ৩০, ২৯, ২৮, ২৭, ২৬।

(৩) যদি বাচ্চা ১ পারা মনযিল শোনাচ্ছে, তাহলে এই বিষয়টি খেয়াল রাখা হোক যে, বাচ্চার ২০ দিনে ২০ পারা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কোনো দিন যেন নাগা (বিরতি) না হয় এবং ক্রমও বজায় থাকে।

(৪) কিছু বাচ্চার এই অভ্যাস থাকে যে, যদি তাদের কোনো পারা কাঁচা হয়, তাহলে মনযিলের সেই পারা ছেড়ে দিয়ে (পরবর্তী) পারা শুনিয়ে দেয়। যার ফলে সেই পারা থেকে যায় এবং তারপর পুনরায় সেই পারার পালা আসতে অনেক দেরি হয়, যার ফলে সেই পারা আরও দুর্বল হয়ে যায়। যেমন, ২০ পারার বাচ্চা যদি ক্রমানুসারে প্রতিদিন এক পারা শোনায়, তাহলে ছুটি বাদ দিয়ে ২৪তম দিনে তার মনযিলের دور (চক্র) সম্পূর্ণ হবে। আর যদি বাচ্চা এই ২০ পারার মধ্যে কোনো পারা ছেড়ে দেয়, তাহলে এখন ৫০ দিন পর সেই পারার পালা আসবে। যে বাচ্চা ২৪

www.dawateislami.net

দিন পর পারা শোনাতে পারছে না, সে ৫০ দিন পর কীভাবে শোনাবে? আর তারপর বাচ্চা এটা বলা শুরু করে যে, আমার এই পারা কাঁচা হয়ে গেছে, আমি এই পারা একদিনে শোনাতে পারব না, আমার কাছ থেকে সিকি বা আধা পারা, ২ রুকু করে শুনে নিন। এটাও দেখা গেছে যে, অনেক সময় বাচ্চা এক এক রুকু করে সেই পারা শোনাতে থাকে। তাই মুদাররিসীনদের উচিত প্রত্যেক বাচ্চার মনযিলের পারার ক্রমের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।

মনযিল শোনানোর শিডিউল:

ছেলে বাচ্চা ও (মেয়ে বাচ্চাদের) মাদরাসাতুল মদীনাতে মনযিল শোনানোর শিডিউল নিম্নরূপ:

মোট পারা	উৎকৃষ্ট মনযিল	উত্তম মনযিল
১ থেকে ৫	দেড় পারা	এক পারা
৬ থেকে ১০	দেড় পারা	এক পারা
১১ থেকে ২০	দুই পারা	দেড় পারা
২১ থেকে ৩০	দুই পারা	দেড় পারা

হিফয ভুলে যাওয়ার শাস্তি:

নিশ্চয়ই কুরআন মাজীদ হিফয করার সাওয়াব অনেক বড়। কিন্তু মনে রাখবেন, হিফয করা সহজ, কিন্তু সারাজীবন তা মনে রাখা খুবই কঠিন। কুরআন পাক মুখস্থ করে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَعْمٰى ﴿۱۲۴﴾

(ত্বহা: ১২৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব।

সে বলবে: হে আমার রব! তুমি আমাকে অন্ধ কেন উঠালে, আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম? আল্লাহ তায়ালা বলবেন: এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। আর এভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে যে, তোমার কোনো খবরই নেওয়া হবে না। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ফাতাওয়া রযবীয়াতে বলেন: "সে কুরআন মজীদ ভুলে যাবে এবং সেইসব শাস্তির (যোগ্য) হবে যা এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।" এরপর তিনি উক্ত আয়াত ও তার অনুবাদ লিখেছেন।[১] দুটি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন: (১) "আমার উম্মতের সাওয়াব আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, এমনকি সেই খড়কুটো পর্যন্ত যা মসজিদ থেকে কোনো ব্যক্তি বের করে দেয়। আর আমার উম্মতের গুনাহ আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, এর চেয়ে বড় কোনো গুনাহ আমি দেখিনি যে, কোনো ব্যক্তিকে সূরা বা আয়াত দেওয়া হয়েছে আর সে তা ভুলে গেছে।"[২] (২) "যে কুরআন পড়ে ভুলে যায়, কিয়ামতের দিন সে কুষ্ঠরোগী হয়ে উঠবে।"[৩]

১. (ফাতাওয়া রযবীয়া, ২৩/ ৬৪৬, বাহার শরীয়ত, ১/ ৫৫৩, অংশ ৩)
২. (তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাব: ১৯, ৪/ ৪২০, হাদিস: ২৯২৫)
৩. (আবূ দাউদ, কিতাবুল وتر, বাব আত-তাশদীদ ফীমান হাফিযাল কুরআন ছুম্মা নাসিয়াহু, ২/ ১০৭, হাদিস: ১৪৭৪, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী)

www.dawateislami.net

এক সময়ে কতজন বাচ্চার সবকী/ মনযিল শুনবেন?

কিছু মুদাররিস খুব গর্বের সাথে বলেন যে, আমার মনযিল খুব পাকা। আমি এক সময়ে দুই বা তিনজন বাচ্চার মনযিল শুনে নিই। যদিও মনযিল যতই পাকা হোক না কেন, কিন্তু তার মস্তিষ্ক তো একটাই। যখন একজন বাচ্চার দিকে মনোযোগ থাকবে, তখন অন্যজনের দিক থেকে মনোযোগ সরে যাবে। যদি একজন বাচ্চা কোনো ভুল করে, তাহলে তাকে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। এতক্ষণে অন্য বাচ্চাটি (কয়েকটি) আয়াত পড়ে এগিয়ে যাবে। যদি সেই আয়াতগুলোতে অন্য বাচ্চাটি কোনো ভুল করে, তাহলে সেই ভুল থেকে যাবে এবং মুদাররিস ভুল সংশোধন করতে পারবেন না। একইভাবে অনেক সময় বাচ্চা বারবার ভুল করে, তখন বারবার ভুল হওয়া আয়াতটি পড়ে শোনাতে হয় অথবা সেই ভুলের বিষয়ে তরবিয়তও (শিক্ষাদান) করতে হয়। তো যতক্ষণ সেই ভুল করা বাচ্চাকে বোঝানো হলো অথবা তার সাথে কথা বলা হলো, ততক্ষণ অন্য ও তৃতীয় বাচ্চাটি যে সবকী বা মনযিল শোনাচ্ছিল, সে যত আয়াত পড়েছে, সেগুলো এই মুদাররিস মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারবেন না। কারণ প্রত্যেক মানুষের একটাই মস্তিষ্ক থাকে। এভাবে দুই বা তিনজন বাচ্চার সবকী, মনযিল যা মুদাররিসীন শোনেন, তারা সঠিকভাবে সবকী/ মনযিল শোনার হক আদায় করতে পারেন না। তাই সমস্ত মুদাররিসীনদের কাছে মাদানী অনুরোধ যে, এক সময়ে শুধু এবং শুধুমাত্র একজন বাচ্চারই সবকী, মনযিল শোনার ধারা বজায় রাখুন। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, যেসব বাচ্চাদের পরস্পরের মধ্যে دور (পড়া শোনানো) হয়, তাদের মধ্যে দুই বা চারজন বাচ্চাকে নিজের সামনে বসিয়ে নিন যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে

www.dawateislami.net

دور (পড়া শোনানো) করতে গিয়ে অবহেলা প্রদর্শন না করে। কিন্তু শোনা কেবল সেই একজন বাচ্চারই (গণ্য হবে) যার সবকী, মনযিল আপনি হাতে কুরআন পাক নিয়ে অথবা ডেস্কে কুরআন পাক খুলে দেখে শুনছেন।

দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনাতে মজলিসে মাদরাসাতুল মদীনার পক্ষ থেকে সমস্ত মুদাররিসীনকে দেখেই শোনার জন্য আরয করা হয়েছে। কারণ দেখে শোনার অনেক উপকারিতা রয়েছে। মৌখিকভাবে শোনার চেয়ে দেখে শোনা বেশি উপকারী, কারণ কুরআন পাক দেখা এবং স্পর্শ করাও সাওয়াবের কাজ।

মনযিল কাঁচা হওয়ার কারণ ও তার সমাধান:

(১) মনযিল কাঁচা হওয়ার প্রধান কারণ হলো সবকী কাঁচা হওয়া। কারণ সবকীই মনযিল তৈরি করে। আর যদি সবকী কাঁচা হয়, তাহলে মনযিল এমনিতেই কাঁচা হবে। তাই সমস্ত মুদাররিসীনদের উচিত বাচ্চাদের সবকীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, সবকীকে কখনোই কাঁচা হতে না দেওয়া।

(২) যখন বাচ্চার মনযিলে সংযোজন হয়, তখন সবকীর সাথে সংযুক্ত মনযিলের পারাগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার কারণেও সেই পারাগুলো কাঁচা হয়ে যায়। মুদাররিসের উচিত এমন বাচ্চাদের সেই পারাগুলো, যা সবকী থেকে নতুনভাবে মনযিলে যুক্ত হয়েছে, সেই সংযুক্ত ৫টি পারাকে এক এক পারা করে অথবা আধা আধা পারা করে নিজে শোনা। যদি এগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে এই পারাগুলো কাঁচা হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(৩) যে বাচ্চার ১৫, ২০ বা ২৫ পারা হয়ে যায়, তাদের মধ্যে এমন পারা থাকে যা বাচ্চা এখনো বেশি শোনায়নি এবং সেগুলোর পালাও দেরিতে আসে, সেই পারাগুলোও সাধারণত কাঁচা হয়ে যায়। এর সমাধান হলো, মুদাররিসীন এমন সমস্ত পারার শিডিউল তৈরি করে নেবেন যে, অমুক অমুক পারা প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন অবশ্যই শুনতে হবে এবং স্বাভাবিক মনযিলও সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে ৫ বা তার কম পারার বাচ্চা বারবার সেই পারাগুলো শোনাতে থাকে, সেভাবে সাধারণত এই প্রাথমিক পারাগুলো কাঁচা হয় না। একইভাবে যে বাচ্চার মনযিল বেশি হয়ে গেছে, সেও যখন মুদাররিসকে বারবার তার সমস্ত পারা শোনাতে থাকবে, তখন তার মনযিল কখনোই দুর্বল হবে না।

(৪) কিছু মুদাররিস সবকীর সেই পারাগুলো, যেগুলো মনযিলে প্রবেশ করার পর অল্প সময় হয়েছে, সেগুলো নিজে শোনেন না, বরং বাচ্চাদের দ্বারা دور (পড়া শোনানো) করান এবং মনোযোগের অভাবে সেই পারাগুলো কাঁচা হয়ে যায়। এই ব্যাপারে অনেক সতর্কতার প্রয়োজন। মুদাররিসের উচিত এমন পারাগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজে শোনা, সেগুলোর টেস্টও নেওয়া এবং যখন তার এই ব্যাপারে (নিশ্চয়তা) হয়ে যাবে যে এখন এই পারা যথেষ্ট পাকা হয়ে গেছে, তখন কোনো ছাত্রকে শোনার জন্য দিতে পারেন।

(৫) কিছু মুদাররিস মনযিলের শুধু পাকা পারাগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগ রাখেন যাতে সেগুলো কাঁচা না হয়ে যায় এবং যে পারাগুলো কাঁচা-পাকা, সেগুলোর প্রতি খুব কম মনোযোগ দেন, যার ফলে সেই পারাগুলো পুরোপুরি কাঁচা হয়ে যায়। পাকা পারাগুলোর প্রতি এইজন্য বেশি মনোযোগ দেওয়া যে সেগুলো কাঁচা না হয়ে যায়, এটি একটি ভালো

কথা। কিন্তু এর কারণে কাঁচা পারাগুলোকে উপেক্ষা করা অথবা সেগুলোর প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া সঠিক নয়। এর সমাধান হলো, মুদাররিস পাকা পারাগুলোর সাথে সাথে কাঁচা পারাগুলোরও শিডিউল অবশ্যই তৈরি করবেন যে, স্বাভাবিক পাকা পারার মনযিলের সাথে অমুক কাঁচা পারার অমুক সিকি বা রুকু অবশ্যই শুনতে হবে। আশা করা যায়, এতে কাঁচা পারাগুলোও তাড়াতাড়ি পাকা হয়ে যাবে এবং পাকা পারাগুলো পাকাই থাকবে।

(৬) মনযিলের কিছু পারা কাঁচা হওয়ার একটি কারণ এটাও হয় যে, পারাগুলোর সংখ্যা বেশি হয়ে যায় এবং বাচ্চাকে যেদিন মনযিলের পারা শোনাতে হয়, সেদিনই শুধু তার তিলাওয়াত করে। ফলে বেশি দিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে সেই পারা কাঁচা হয়ে যায়। মনে রাখবেন, এটা স্থির বিষয় যে, বাচ্চা যে পারার যত বেশি তিলাওয়াত করবে, সেই পারা তত বেশি তার মস্তিষ্কে বসবে এবং পাকা হতে থাকবে। তাই প্রতিদিনের স্বাভাবিক মনযিল এবং কাঁচা পারাগুলোর মনযিলের সাথে সাথে এক-দুটি পারার স্বাভাবিক তিলাওয়াতেরও শিডিউল তৈরি করুন যাতে সেই পারাগুলো পাকা থাকে এবং যখন সেগুলো মনযিল হিসেবে শোনানো হয়, তখন সেগুলো মুখস্থ করতে সুবিধা হয় এবং মনযিল কাঁচা না হয়।

কাঁচা মনযিল পাকা করার পদ্ধতি:

সাধারণত বাচ্চার কাছ থেকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনার কোন কোন পারা কাঁচা? তখন বাচ্চা সেই সমস্ত পারাকে কাঁচা পারার তালিকায় লিখিয়ে দেয়, যেগুলোর এক রুকু, দুই রুকু বা এক সিকি অংশও কাঁচা থাকে। ۞ মুদাররিসের উচিত বাচ্চার কাছ থেকে বিস্তারিত

www.dawateislami.net

তথ্য নেওয়ার সাথে সাথে ডেইলি রিপোর্ট এবং পার্সোনাল ফাইলের তদারকি করে বাচ্চার কাঁচা পারাগুলোর শিডিউল তৈরি করা। যেমন, কোনো বাচ্চার ৫টি পারা কাঁচা। তাহলে বাচ্চার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করা হোক যে, সে কোন পারা কতটা শোনাতে পারবে? যেমন, পারা নম্বর ১ সিকি সিকি করে শোনাতে পারবে, তাহলে ৪ দিনে এই পারাটি সম্পূর্ণ করুন। একইভাবে পারা নম্বর ২ যদি বেশি কাঁচা হয়, তাহলে দুই দুই রুকু করে শুনুন। যদি বাচ্চা ২ রুকুও শোনাতে না পারে, তাহলে এক রুকু বা এক পৃষ্ঠা করেই শুনুন। ۞ প্রত্যেক মুদাররিস নিজের এই মানসিকতা তৈরি করবেন যে, আমাকে কাঁচা পারাগুলো থেকে প্রতিদিন কিছু না কিছু অবশ্যই শুনতে হবে যাতে বাচ্চার মনযিল তাড়াতাড়ি পাকা হতে পারে। ডেইলি রিপোর্টেও "কাঁচা পারা" নামে একটি কলাম তৈরি করা হয়েছে। কাঁচা পারাগুলো থেকে যা শুনবেন, নিয়মিতভাবে তাতে (নথিভুক্ত) করুন। ۞ কাঁচা পারাগুলো থেকে বাচ্চা যা শোনাবে, তার সবকী আলাদাভাবে শোনার ব্যবস্থা করুন এবং যখন পারা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন নাযিম সাহেবকে টেস্টও দেওয়ান। আর যত পারা পাকা হতে থাকবে, সেগুলোকে আলাদাভাবে মনযিলে শোনার ব্যবস্থা করুন। নতুবা কিছুদিন পর এই পারাগুলো আবার কাঁচা হয়ে যেতে পারে। এভাবে যত কাঁচা পারা থাকুক না কেন, সেগুলোকে সিকি-সিকি, ২-২ রুকু, ১-১ রুকু করে সমস্ত পারা পাকা করুন। ۞ অনেক সময় মুদাররিসীনদের কাঁচা পারাগুলোর বিষয়ে অনেক বেশি অবহেলার ধারা দেখা যায় যে, (কয়েক কয়েক) মাস কেটে যায়, কিন্তু কাঁচা পারাগুলোকে পাকা করা হয় না এবং বাচ্চা মনযিলে সেই পারাগুলো শোনাতে থাকে না। আর যদি বাচ্চার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি এই পারাগুলো মনযিলে কেন শোনাচ্ছেন না, তাহলে উত্তর

www.dawateislami.net

পাওয়া যায় যে, আমার এই পারাগুলো কাঁচা। আর যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই পারাগুলো কবে থেকে কাঁচা, তাহলে বাচ্চা কখনো ছয় মাস আবার কখনো এক বছরের সময় বলে। অথচ যদি বাচ্চার ৫টি পারাও কাঁচা থাকে, তবুও যদি বাচ্চা কিছু পারা সিকি-সিকি করে, কিছু দুই-দুই রুকু করে শোনায়, তাহলেও এক-দেড় মাসে মনযিল পাকা হতে পারে। ۞ আমাদের মুদাররিসীন ইসলামী ভাইয়েরা প্রতিদিন কাঁচা মনযিলের শিডিউল তৈরি করুন এবং এর খোঁজখবরও নিতে থাকুন, তাহলে বাচ্চাদের মনযিল খুব তাড়াতাড়ি পাকা হয়ে যাবে।

দেখে মনযিল পুনরাবৃত্তি করার বরকত:

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাঁ প্রদেশে দাওয়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনার একজন মুদাররিস জানিয়েছেন যে, আমার ক্লাস থেকে হিফয করা সমস্ত বাচ্চা তারাবীর নামায পড়াচ্ছে। এর কারণ হলো, সমস্ত বাচ্চা তাদের সবক, সবকী ও মনযিল শোনানোর পর তাদের মনযিল থেকে প্রতিদিন ২টি পারা দেখে পড়ে। এর বরকত এটাই (প্রকাশ) হচ্ছে যে, যত বাচ্চা আমার ক্লাস থেকে হিফয করে যাচ্ছে, প্রায় সকলেই তারাবীর নামাযে কুরআন শোনাচ্ছে এবং সকলের মনযিল পাকা।

সারাজীবন কুরআন পাক মনে রাখার একটি উৎকৃষ্ট উপায়:

হাফেযে কুরআন ইসলামী ভাইদের মধ্যে একটি দল আছে যারা সারাবছর কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে বঞ্চিত থাকে। যখনই রজব শরীফের মাস আসে, তখন হাফেযরা রমযান শরীফে তারাবীর নামায

www.dawateislami.net

পড়ানোর জন্য মনযিল মুখস্থ করা শুরু করে দেয়। সারাবছর না পড়ার কারণে তাদের মনযিল কিছুটা ভুলে যায় এবং একদিনে এক পারা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে মুখস্থ করতে সফল তো হয়, কিন্তু এর জন্য তাদের যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়। এবং অন্যান্য সমস্ত হাফেয বা নাযেরা পাঠক অথবা ইমাম সাহেবগণ যারা সম্পূর্ণ হিফয তো করেননি, কিন্তু কিছু পারা বা কিছু সূরা হিফয করেছেন, যেমন সূরা বাকারা, সূরা ইয়াসীন, সূরা রহমান, সূরা মুলক, সূরা মুযযাম্মিল এবং অন্যান্য ছোট-বড় কিছু সূরা মুখস্থ করেছেন, আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ যে, ফরয নামাযের পাশাপাশি সুন্নত ক্বাবলীয়া, বা'দিয়া এবং নফল নামাযে ক্রমানুসারে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিন এবং নিজের কাছে পড়া বাচ্চাদেরকে শুরু থেকেই নামাযে কুরআন পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাকুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ফরয রাকাতের পাশাপাশি সুন্নাত, নফল এবং বিতরের মোট ৩১ রাকাত হয়। যদি প্রত্যেক রাকাতে অন্তত একটি রুকুও তিলাওয়াত করেন, তাহলে ছোট-বড় রুকুর হিসাবে প্রায় ১৫ দিনে একবার কুরআন খতম হয়ে যায়। যদি দেড় রুকু হিসাবে পড়েন, তাহলে ১০ দিনে কুরআন খতম হয়ে যায়। যদি প্রতিদিন নামাযে এক পারা পড়েন, তাহলে এক মাসে একবার কুরআন পাক সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আর যারা সম্পূর্ণ হাফেয নন, কিছু পারা বা সূরা হিফয করেছেন, তাদেরও উচিত নামাযে নিজেদের হিফয করা পারা বা সূরাগুলো ক্রমানুসারে পুনরাবৃত্তি করতে থাকা।

যেসব হাফেয ইসলামী ভাইদের নামাযে কুরআন পাক পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস হয়ে যায়, তাদের মনযিল কখনোই দুর্বল হয় না এবং এর এই ফায়দা(অর্জিত) হবে যে, নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পাক পড়ার

www.dawateislami.net

সাওয়াবও বেশি পাওয়া যাবে। যেমন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْمُ বলেন: "যে নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে, তার জন্য প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে ১০০ নেকী রয়েছে। আর যে বসে তিলাওয়াত করে, তার জন্য প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে ৫০ নেকী রয়েছে। আর যে নামাযের বাইরে ওযু অবস্থায় তিলাওয়াত করে, তার জন্য ২৫ নেকী রয়েছে। আর যে বিনা ওযুতে তিলাওয়াত করে, তার জন্য ১০ নেকী রয়েছে। আর রাতের قیام (দাঁড়ানো) افضل (উত্তম), কারণ তখন অন্তর বেশি فارغ (অবসরপ্রাপ্ত) থাকে।"[১]

আমিও হিফয করেছিলাম:

প্রিয় প্রিয় মুদাররিসীন ইসলামী ভাইয়েরা! হিফযে কুরআন সম্পন্ন করার পর অনেক বাচ্চা দরসে নিযামী বা আধুনিক শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজে চলে যায়। একইভাবে ছাত্রীরা অর্থাৎ মেয়েরা বিয়ে ইত্যাদির পর শ্বশুরবাড়ি চলে যায় এবং সেখানে গৃহকর্মে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তাদের মনযিল পুনরাবৃত্তি করার সুযোগই পায় না। আর একেবারে তাজা মনযিলের ব্যাপারে এদের সকলের এই ধারণাই থাকে যে, আমার মনযিল তো পাকা। এমন বাচ্চাদের মাদরাসার পরিবেশের মতো প্রতিদিন মনযিল পড়ার কোনো শিডিউলও থাকে না। অথচ তাদের এই অনুভূতিও থাকে না যে, মনযিলকে ক্রমাগত না পড়ার কারণে সেটি কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। এবং অবশেষে ফল এটাই দাঁড়ায় যে, এক-দুই বছর পর প্রায় পুরো মনযিল কাঁচা হয়ে যায়, এমনকি তাদের জন্য আধা পারা মৌখিকভাবে শোনানোও কঠিন হয়ে পড়ে। আর অনেক

১. (ইহইয়াউল উলূম, ১/ ৮৩১, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)

www.dawateislami.net

সময় যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, "আপনি কি হাফেযে কুরআন?" তখন কেউ কেউ মনযিল কাঁচা হওয়ার লজ্জায় এই উত্তর দেয় যে, "আমিও হিফয করেছিলাম।" অর্থাৎ এখন তো মনযিল কাঁচা হওয়ার কারণে হাফেয বলার যোগ্য নই। খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি। মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ করা) এমন বাচ্চা ও (মেয়েদের), তাদের মুদাররিসীন, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের জন্য কিছু উপকারী নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে:

(১) যতক্ষণ বাচ্চার মনযিল পুরোপুরি পাকা না হয়, তাকে মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ) করানো হবে না। অনেক সময় দরসে নিযামীর অবিলম্বে ভর্তির জন্য এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা হয় যে, বাচ্চা সেখানেই গিয়ে মনযিল মুখস্থ করে নেবে। কিন্তু সেখানকার পড়ার ব্যস্ততার কারণে বাচ্চাকে মনযিল পুনরাবৃত্তি করার ততটা সময় পায় না, যার ফলে মনযিল দুর্বলতার শিকার হয়।

(২) মুদাররিসীন মাদরাসাতেই বাচ্চাদের এই বিষয়ে মাদানী মানসিকতা তৈরি করতে থাকবেন যে, আপনাদেরকে নিজেদের মনযিল সবসময় এবং প্রতিদিন এভাবেই পড়তে থাকতে হবে। যখন আপনারা মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ) হয়ে জামিয়াতুল মদীনা ইত্যাদিতে যাবেন, তখনও প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নিজেদের মনযিলের নির্ধারিত ২ বা ১ পারা অবশ্যই পড়তে থাকবেন।

(৩) মাদরাসায় পড়ার সময় বাচ্চাদের বাড়িতে মনযিলের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির জন্য তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হোক। কারণ বাচ্চাদের যখন বাড়িতে মনযিল পুনরাবৃত্তির নিয়মিত অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ) হওয়ার পরেও সেই অভ্যাস আশা করা যায় অব্যাহত থাকবে।

www.dawateislami.net

(৪) বাচ্চাদের নামাযে মনযিল পড়ার অভ্যাস তৈরি করুন। যাতে মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ) হওয়ার পরেও, এমনকি সারাজীবন নামাযের ধারা অব্যাহত থাকে। আর যদি নামাযে মনযিল পুনরাবৃত্তির অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়, তাহলে আশা করা যায় যে, সবসময় মনযিল পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে এবং মনযিল কাঁচা হবে না।

(৫) পিতা-মাতা বা অভিভাবককে এই বিষয়ে (নিয়মানুবর্তী) করা হোক এবং মাদানী মানসিকতা দেওয়া হোক যে, বাচ্চার মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ) হওয়ার পর তারা বাড়িতে বাচ্চার মনযিলের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির অভ্যাস তৈরি করবেন এবং তাদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর চেষ্টা করবেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাচ্চার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সাথে এই বিষয়ে যোগাযোগও রাখবেন।

(৬) মনযিলের নিয়মিত পুনরাবৃত্তির অভ্যাস তৈরি করার জন্য বাচ্চাদেরকে যদি মাদরাসাতেই নফল নামাযে মনযিল পুনরাবৃত্তির অভ্যাস করানো হয়, তাহলে এর দ্বারা অনেক উপকার হবে এবং আশা করা যায় যে, এই অভ্যাস মাদরাসা থেকে فارغ (পাশ) হওয়ার পরেও অব্যাহত থাকবে। এই ধারা রমযানুল মুবারকে তারাবীর ব্যবস্থাও করা হোক।

(৭) فارغ (পাশ) হওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের অবিলম্বে রমযানুল মুবারকে তারাবীতে কুরআন শোনানোর ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ যে বাচ্চারা একবার তারাবীতে পুরো কুরআন শুনিয়ে দেয়, তাদের মনযিল যথেষ্ট পাকা হয়ে যায়। আর তারপর যদি তারা কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত শোনাতে থাকে, তাহলে অনেক সময় তাদের দেখে পড়ারও প্রয়োজন হয় না এবং পুরো কুরআন মৌখিকভাবেই শোনাতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের তারাবীতে কুরআন শোনানোর বিষয়ে মুদাররিসীন এবং পিতা-মাতা বা

www.dawateislami.net

অভিভাবক সকলকে ভূমিকা পালন করতে হবে। যদি মসজিদে তারাবীর ব্যবস্থা নাও হয়, তাহলে যেখানে সম্ভব সেখানে ব্যবস্থা করুন।

একেবারে কাঁচা মনযিল পাকা করার পদ্ধতি:

যদি কোনো এমন বাচ্চা/ বাচ্চী বা ইসলামী ভাই/ বোন থাকে যে সম্পূর্ণ হিফয করেছিল কিন্তু তার মনযিল অত্যন্ত কাঁচা হয়ে গেছে এবং সে আধা পারা বা এক সিকি অংশও মৌখিকভাবে শোনাতে পারে না, তবে তার এই মানসিকতা রয়েছে যে তার মনযিল পাকা হয়ে যাবে, তার জন্য নিম্নোক্ত কিছু পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে, যার উপর আমল করে সে নিজের মনযিলকে পাকা করতে পারে:

(১) যদি আপনার কাছে সময় থাকে, তাহলে সবচেয়ে ভালো হলো আপনি কোনো মাদরাসায় খণ্ডকালীন ভর্তি হয়ে যান এবং সেখানে কোনো ভালো ও অভিজ্ঞ মুদাররিসের সাথে পরামর্শ করে মনযিল মুখস্থ করার শিডিউল তৈরি করে নিন এবং নিয়মিতভাবে তাকে শোনান।

(২) প্রতিদিন এক পারাকে অন্তত ৫ বার দেখে একটু উচ্চস্বরে পড়ুন। এভাবে কেবল ১০ পারা ২ মাস পর্যন্ত পড়ুন। তারপর সম্পূর্ণ দেখে না পড়ে বরং অল্প অল্প মৌখিকভাবে পড়া শুরু করুন। যখন আপনি কোনো পারাকে সম্পূর্ণভাবে ২৫% মৌখিকভাবে পড়া শুরু করবেন, তখন সেই পারার এক এক রুকু মৌখিকভাবে মুখস্থ করা শুরু করুন। খুব তাড়াতাড়ি সেই পারা মুখস্থ হয়ে যাবে। এভাবে দৃঢ়তার সাথে সম্পূর্ণ মনযিল মুখস্থ করে নিন। যে পারা বা রুকু মুখস্থ হয়ে যাবে, সেটি কাউকে না কাউকে শোনানোর অবশ্যই ব্যবস্থা করুন যাতে সেটি (পুনরায়) ভুলে না যান।

www.dawateislami.net

(৩) যেসব পারার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস আছে যে, সেগুলোর জন্য আমাকে কম পরিশ্রম করতে হবে, সেগুলোর মধ্যে প্রথম পারাকে দিনে অন্তত পাঁচবার পড়ার ব্যবস্থা করুন। এক সপ্তাহ পড়ার পর এবার তার এক এক রুকু মৌখিকভাবে মুখস্থ করার ব্যবস্থা করুন। এভাবে সেই পারা সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা আপনার মনোবল বাড়বে এবং অন্যান্য পারা মুখস্থ করা সহজ হয়ে যাবে। এরপর অন্যান্য পারার সাথেও এই একই কৌশল অবলম্বন করুন এবং সেগুলোও মুখস্থ করে নিন।

(৪) চার মাস পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচটি পারা দেখে একটু উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করুন। সুবিধার জন্য প্রত্যেক নামাযের পর একটি পারার তিলাওয়াত করা যেতে পারে। এভাবে এক সপ্তাহে একটি কুরআন খতম হবে এবং ছয় দিন পর প্রত্যেক পারার (পুনরায়) পালা আসবে। চার মাসে একটি পারা প্রায় ১৬ বার পড়া হবে। এরপর সেই পারাগুলো, যেগুলোর ব্যাপারে আপনার ধারণা আছে যে, সেগুলো তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যাবে, সেগুলোকে অল্প অল্প মৌখিকভাবে দেখে তিলাওয়াত করা শুরু করুন। আর যখন আপনি ২৫% কোনো পারাকে মৌখিকভাবে দেখে পড়তে পারবেন, তখন তার এক এক রুকু করে মৌখিকভাবে মুখস্থ করে নিন। এভাবে সমস্ত পারা মৌখিকভাবে মুখস্থ করা যেতে পারে।

(৫) যদি উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো কঠিন মনে হয়, তাহলে অন্তত প্রতিদিন ২টি পারার তিলাওয়াতের অভ্যাস অবশ্যই তৈরি করুন এবং সাথে সাথে সেই পারাগুলো, যেগুলোর ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস আছে যে, আমি সেগুলো তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারব, সেগুলোকে এক এক রুকু করে মুখস্থ করতে থাকুন এবং সাথে সাথে অবশ্যই কাউকে শোনাতেও থাকুন। কারণ এভাবে সেই পারাগুলো ভালোভাবে পাকা হতে থাকবে এবং এভাবে এমন একদিন আসবে যে, اِنْ شَآءَ الله আপনার মনযিল পাকাই হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(৬) যদি খুবই বেশি ব্যস্ততা থাকে এবং সময়ের স্বল্পতা থাকে, তাহলে অন্তত একটি পারা তো অবশ্যই তিলাওয়াতের অভ্যাস তৈরি করা উচিত। যদিও এভাবে মনযিল পাকা করা খুবই কঠিন, কিন্তু কিছুই না হওয়ার চেয়ে কিছু হওয়া ভালো, এই নীতিতে উপকার অবশ্যই হবে। আর একটি পারার অভ্যাস তৈরি করার পর তাতে বৃদ্ধি করতে থাকুন।

কম সময়ে কুরআন পাক হিফয করানোর পদ্ধতি:

যখনই হিফযে কুরআনের কথা হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মন এদিকে যায় যে, যদি বাচ্চাকে হিফযে কুরআনের জন্য মাদরাসায় ভর্তি করানো হয়, তাহলে ৫-৬ বছর লাগবে। যার ফলে অনেক লোকের তাদের বাচ্চাদেরকে হিফয করানোর মনই তৈরি হয় না, কারণ তারা তাদের মহল্লা বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এত সময়ে হিফয করতে থাকা হাফেযদের দেখেছে এবং অনেক সময় এত বেশি সময়ে হিফয করা বাচ্চাদের কুরআন পাক মুখস্থও থাকে না, অর্থাৎ তারা এই যোগ্য থাকে না যে, তারাবীর নামাযে কুরআন শোনাতে পারবে। আর বেশি সময় লাগার কারণে আধুনিক শিক্ষাও পড়তে পারে না। এই কারণে পরিবার ও মহল্লায় দ্বীনি বা দুনিয়াবী দিক থেকে তাদের সম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এমন নামমাত্র হাফেযদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক লোক তাদের বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করায় না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনাতে এমন মুদাররিসীন রয়েছেন যারা বাচ্চাদের যোগ্যতা দেখে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। ফলে গত কয়েক বছরে এমন বাচ্চাও সামনে এসেছে যারা ৪ মাস, ৫ মাস, ৬ মাস, ৭ মাস, ৮ মাস, ১২ মাসে হিফযে কুরআন সম্পন্ন করেছে, এমনকি উৎকৃষ্ট মানের সাথে ফাইনাল পরীক্ষাও

পাস করেছে। ২০১৮ সালের কারকারদেগী অনুযায়ী মাদরাসাতুল মদীনা থেকে (৪২১) জন বাচ্চা/ বাচ্চী ১২ মাস বা তার কম সময়ে হিফয সম্পন্ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

অনেক সময় পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে এই কথা সামনে আসে যে, আমাদের বাচ্চা স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পজিশন অর্জন করত, যেখানে মাদরাসায় তার কোনো উল্লেখযোগ্য কারকারদেগী নেই। এর একটি কারণ এটাও হয় যে, মুদাররিসীন বাচ্চাদেরকে বেশি সবক দেন না এবং মুদাররিসীনের এই ধারণা থাকে যে, যদি বাচ্চাকে বেশি সবক দেওয়া হয়, তাহলে সবকী ও মনযিল দুর্বল হয়ে যাবে। যদিও অভিজ্ঞতা ছাড়া বাচ্চাকে শুধু এইজন্য বেশি সবক না দেওয়া যে সবকী, মনযিল দুর্বল করে দেবে, তা সঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি বেশি সবক দেওয়ার কয়েকবার অভিজ্ঞতা করা হয় এবং সবকী, মনযিলে দুর্বলতা এসে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে শিডিউল অনুযায়ীই সবক দেওয়া হোক, খুব বেশি সবক না দেওয়া হোক। কিন্তু ক্লাসের অনেক বাচ্চা এমন থাকে যাদেরকে নির্ধারিত শিডিউলের চেয়ে বেশি সবকের লাইন দেওয়া হলে তারা মুখস্থ করে নেয়। তাই এমন বাচ্চাদেরকে সবক বেশিই দেওয়া হোক। মাদরাসায় কিছু না কিছু এমন বাচ্চা থাকে যারা হিফয করতে সফল হয় না। তাদের হিফয সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ বাচ্চার সবক কম হওয়াও। যখন সবক কম হয়, তখন এক পারায় অনেক সময় ২ মাস, ৩ মাস বা ৪ মাসও লেগে যায় এবং বাচ্চা বেশি সময় লাগার কারণে মনঃক্ষুণ্ন (Disheart) হয়ে যায় এবং অনেক সময় মাদরাসা ছেড়েই দেয়। যেখানে বেশি সবক শোনানো বাচ্চারা এক মাসে, দুই, তিন বা চার পারাও শেষ করে নেয় এবং অভিজ্ঞতা এটাই যে, যেসব বাচ্চার সবক বেশি হয়, তারা মাদরাসা ছেড়েও যায় না এবং ভালোভাবে কম সময়ে হিফয করে

www.dawateislami.net

নেয়। তাই মুদাররিসীনদের উচিত বাচ্চার মানসিক ক্ষমতা দেখে যতদূর সম্ভব বাচ্চাদেরকে বেশি থেকে বেশি সবক মুখস্থ করার মানসিকতা দেওয়া এবং যত বেশি সবক হবে, তত বেশি সবকী ও মনযিলও রাখা যাতে সবকী ও মনযিলে কোনো ধরনের দুর্বলতা না আসে এবং বাচ্চারা কম সময়ে কুরআন পাক হিফয করতে সফল হয়।

স্মৃতিশক্তি এক অমূল্য নেয়ামত:

এক সময় ছিল যখন মানুষ উড়ন্ত পাখি এবং সাঁতার কাটা মাছ দেখে বিস্মিত হতো, উজ্জ্বল চাঁদ এবং ঝলমলে তারা দেখে অবাক হতো এবং উঁচু ও বিশাল পাহাড়ের শান-শওকতের সামনে নতজানু হতো। কিন্তু যখন নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতা ব্যবহার করে চিন্তা-ভাবনার সাগরে ডুব দিল, তখন মহাবিশ্ব জয় করার রহস্য তার কাছে উন্মোচিত হলো। এই মানবীয় বুদ্ধির দ্বারাই সে বিমান তৈরি করেছে, সমুদ্রের বুক চিরে চলা জাহাজ এবং নৌযানের আকারে এক নতুন জগৎ আবাদ করেছে। আকাশের সাথে কথা বলা উঁচু উঁচু দালানের সেই ধারাবাহিকতা স্থাপন করেছে, যার কল্পনা অতীতেও অসম্ভব ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষ, (মহান ব্যক্তিগণ), বড় বড় হুকামা (জ্ঞানী) ও আতিব্বা (চিকিৎসক) এবং বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই নেয়ামতের (পরিপূর্ণ) ব্যবহার করেছেন এবং এমন কাজ করেছেন যা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত (স্মরণীয়) হয়ে থাকবে। এভাবে তো মানুষের সৃষ্টির শুরু থেকেই স্মৃতিশক্তি এবং মেধার অবাক করা দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেছে, কিন্তু সরকারে দো আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে স্মৃতিশক্তি এবং মেধার এই ক্ষমতা পরিপূর্ণ ও নিখুঁতভাবে দান করা হয়েছে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেছেন: আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এই উম্মতকে স্মৃতিশক্তি এবং স্মরণে রাখার সেই অসাধারণ ক্ষমতা

www.dawateislami.net

দান করেছেন, যা থেকে পূর্ববর্তী উম্মতরা বঞ্চিত ছিল। অর্থাৎ অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি এবং মেধা এই উম্মতের বিশেষত্ব। কিন্তু যতই সময় রিসালাতের যুগ থেকে দূরে সরে গেছে, এই নেয়ামতের প্রকাশে ততই হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এর কারণগুলোর প্রতি মনোযোগ দিলে এই কবিতার (প্রমাণ) নজরে আসে যে, অনুবাদ-

দেখেছি এই দিন নিজেরই গাফিলতির কারণে।
সত্য যে খারাপ কাজের পরিণাম খারাপ হয়।

প্রত্যেক যুগে একটি বিশেষ শ্রেণী এমন থাকে যাদেরকে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ স্মৃতিশক্তির এমন সম্পদ দান করেন যে, চারিদিকে শুধু তাদের খ্যাতিই ছড়িয়ে পড়ে না, বরং তারা এমন আশ্চর্যজনক কাজ করে যে দুনিয়া দাঁতে আঙুল দিয়ে (অবাক হয়ে) থেকে যায়। যেমন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ পূর্বপুরুষদের মহান স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন, যার হিফযে কুরআনের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, প্রতিদিন এক পারা মুখস্থ করে নিতেন এবং এভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩০ দিনে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফয করে নিয়েছিলেন।[১]

তিন দিনে হিফযে কুরআন:

হযরত সায়্যিদুনা হিশাম বিন কালবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার চাচা আমাকে কুরআন পাক হিফয না করার জন্য তিরস্কার (অর্থাৎ বকাঝকা) করতেন। একদিন আমি আমার ঘরে গেলাম এবং এই শপথ করলাম যে, যতক্ষণ কুরআন পাক মুখস্থ না করব, বাইরে বের হব না। এভাবে আমি তিন দিনে কুরআন মাজীদ হিফয করে নিয়েছিলাম।[২]

১. (হাফেজা ক্যায়সে মযবূত হো?, পৃ. ৮, ৯, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)
২. (হাফেজা ক্যায়সে মযবূত হো?, পৃ. ২৬)

www.dawateislami.net

তিন মাসে হিফযে কুরআন:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহেবজাদা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মাসুম নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাতৃগর্ভ থেকেই ওলী (অর্থাৎ জন্মগতভাবে আল্লাহর ওলী) ছিলেন এবং তিনি মাত্র তিন মাসের স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন কারীম হিফয করে নিয়েছিলেন।[১]

চার বছর বয়সে হিফযে কুরআন:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي বর্ণনা করেন: হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চার বছর বয়সে পুরো কুরআন হিফয করে নিয়েছিলেন।[২]

হিফযে বেশি সময় লাগার কারণসমূহ

হিফযে বেশি সময় লাগার কিছু কারণ নিম্নরূপ:

সবকী পারা টেস্ট পাস করতে দেরি:

অনেক বাচ্চার পারা সম্পূর্ণ হওয়ার পর সবকী পারা টেস্ট সম্পূর্ণ হতে (কয়েক) দিন লেগে যায়। অনেক সময় তো ডেইলি রিপোর্টে এক সপ্তাহ পর্যন্ত এটাই লেখা দেখা যায় যে, "পারা টেস্টের প্রস্তুতি"। অথচ মুদাররিসকে প্রতিদিন একটি হালকা-র (গ্রুপের) সবকী নিজে শুনতে হয় এবং অন্য দুটি হালকা-র বাচ্চাদেরকে পরস্পরের মধ্যে সবকীর دور (পড়া

১. (হাফেজা ক্যায়সে মযবূত হো?, পৃ. ২৭)
২. (হাফেজা ক্যায়সে মযবূত হো?, পৃ. ২৭)

www.dawateislami.net

শোনানো) করাতে হয় এবং এই دور (পড়া শোনানো) ওয়ালা বাচ্চাদের টেস্টও মুদাররিসকে নিতে হয়। যদি তৃতীয় দিনেও মুদাররিস নিজে সবকী পারা সম্পূর্ণ শোনেন, তবুও সবকী কখনোই দুর্বল হয় না এবং যখন বাচ্চা প্রতিদিন সবকী শোনাবে, তখন কেন টেস্ট পাস করতে পারবে না? যেসব ক্লাসে মুদাররিসীন প্রতিদিন মনোযোগের সাথে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ সবকী নিজে শোনেন, সেইসব ক্লাসে সবকী পারা কাঁচা হওয়ার অভিযোগ আসে না এবং সবকী পারা টেস্ট পাস হতেও বাচ্চাদের সময় নষ্ট হয় না। এই অভিযোগ সেইসব ক্লাসেই হয়, যেসব ক্লাসের ক্বারী সাহেবগণ সবকী নিজে শোনেন না, অথবা শুনলেও ক্লাসে তৈরি করা হালকা (গ্রুপ) অনুযায়ী শোনেন না, অথবা এক-দুই রুকু বা সিকি পারা শুনে বাচ্চাদেরকে দিয়ে সবকীর دور (পড়া শোনানো) করিয়ে দেন। অথচ মুদাররিসকে প্রতিদিন একটি হালকা-র (গ্রুপের) সবকী নিজে শুনতে হয়, যা বাচ্চার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সবকী পারা দুর্বলতার শিকার হয়, যার ফলস্বরূপ সবকী পারা সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাচ্চার এই অবস্থা থাকে না যে সে 'সবকী পারা টেস্ট' পাশ করতে পারবে। এভাবে বাচ্চা প্রত্যেক সবকী পারায় ৩-৪ দিন বা এক সপ্তাহ অতিরিক্ত সময় লাগানোর পর সবকী পারা টেস্ট পাশ করতে সফল হয়। ফলে বাচ্চার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

২৮ পারার মনযিলের পুনরাবৃত্তি:

মাদরাসাতুল মদীনাতে নির্ধারিত নিয়ম হলো, যখন বাচ্চার ২৮ পারা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তার সবক বন্ধ করে একবার মনযিলের পুনরাবৃত্তি করানো হবে। আর এটা এইজন্য করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ হিফয করার পর অনেক সময় বাচ্চারা মাদরাসাতুল মদীনাতে থাকে না এবং

www.dawateislami.net

মাদরাসা ছেড়ে দেয়। আর অনেক সময় মনযিল সেইভাবে পাকা থাকে না যেভাবে থাকা উচিত। এইজন্য এই নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বাচ্চা একবার ২৮ পারার সম্পূর্ণ মনযিলের পুনরাবৃত্তি করবে। আর যদি প্রতিদিন ২টি পারাও শোনায়, তাহলে ১৪ দিনে ২৮ পারা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আর যদি প্রতিদিন একটি পারাও শোনায়, তাহলে এক মাসে ২৮ পারার মনযিলের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি হতে পারে। যেহেতু এই সময়ে বাচ্চাকে সবক ও সবকী শোনাতে হয় না, শুধু মনযিলই শোনাতে হয়, তাই বাচ্চার কাছে মনযিল মুখস্থ করার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে। কিন্তু কিছু মুদাররিস এই বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগ দেন না, যার ফলে অনেক সময় ২, ৩, ৪ বা ৫ মাস পর্যন্ত বাচ্চারা মনযিলের পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায় এবং এভাবে অনেক সময় নষ্ট হতে থাকে। তাই এই ব্যাপারে মুদাররিসীনদের অলসতা করা উচিত নয়।

বাচ্চাদের সবক শিডিউলের চেয়ে কম হওয়া:

মাদরাসাতুল মদীনার হিফয বিভাগে প্রথম পাঁচটি পারায় উত্তম মানে অন্তত ১২ লাইন সবকের শিডিউল রয়েছে এবং একটি বড় সংখ্যক বাচ্চা ১২ লাইন, ১৬ লাইন, ২৬ লাইন, কিছু বাচ্চা তো ৫০ লাইন বা তার চেয়েও বেশি সবক শোনায়। কিন্তু ক্লাসে কিছু না কিছু এমন বাচ্চা থাকে যারা ৭-৮-৯-১০ লাইন সবক শোনায় এবং তাতেও কয়েকদিন নাগা (বিরতি) চলতে থাকে, যার ফলে বাচ্চাদের সময় নষ্ট হতে থাকে। অথচ এই একই বাচ্চা যখন স্কুলে পড়ত, তখন ৭ থেকে ৮টি বই পড়ত, সেই বইগুলোর হোমওয়ার্কও করত এবং কারো কারো অভিভাবক এসে জানান যে, স্কুলে এই বাচ্চা পজিশনও নিত। কিন্তু মাদরাসাতুল মদীনাতে ১২

www.dawateislami.net

লাইনও শোনাতে পারে না। যদি আমাদের মুদাররিসীন এমন বাচ্চাদের সবক ধীরে ধীরে বাড়াতে শুরু করেন, তাহলে এই বাচ্চারাও শিডিউল অনুযায়ী উত্তম বা উৎকৃষ্ট মানে সবক শোনাতে পারবে।

বাচ্চাদের সবক কীভাবে বাড়াবেন?

۞ এমন বাচ্চা যাদের সবক কম, তাদের সবক এমনভাবে বাড়ান যাতে তারা বোঝাও অনুভব না করে এবং সবকও বেড়ে যায়। যেমন, একটি বাচ্চা ৮ লাইন সবক শোনাচ্ছে এবং আমাদের ১২ লাইন সবক করাতে হবে। তাহলে এর পদ্ধতি হলো, প্রথমে আমরা বাচ্চার ১ লাইন সবক বাড়াব এবং ৩ দিন পর্যন্ত এই এক লাইনই চালাব। যদি বাচ্চা ৮ লাইন শোনানোর পরিবর্তে ৯ লাইন শোনাতে সফল হলে, পরবর্তী ৩ দিনে আরও ১০ লাইন সবক (নতুন পাঠ) বাড়িয়ে দিন। তারপর একইভাবে প্রতি ৩ দিন পর এক লাইন করে সবক বাড়ালে, এভাবে ১২ দিনে আপনি ৪ লাইন সবক বাড়াতে পারবেন। ۞ প্রত্যেক লাইন বাড়ানোর পর বাচ্চার উৎসাহ দিন। এই ৮ লাইন থেকে ১২ লাইন বাড়াতে আপনি সফল হবেন। ۞ যদি এমন কোনো বাচ্চা থাকে যার ৩ দিনেও এক লাইন সবক বাড়াতে সমস্যা হয়, তবে ৭ দিনে এক লাইন বাড়িয়ে ১২ লাইন এক মাসেও করতে পারেন। ঠিক একইভাবে, ১২-১৪-১৬ লাইনের সবকওয়ালা বাচ্চার সবক যদি বাড়াতে চান, তবে ৩ দিন বা সাত দিনে ১ লাইন বা ২ লাইন, অথবা মেধাবী বাচ্চাদের মানসিক ক্ষমতা দেখে আরও বেশি সবক বাড়ানো যেতে পারে। এভাবে বাচ্চাদের অনেক সময় বাঁচানো যেতে পারে। ۞ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কুরআন পাকের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১৬ লাইন এবং ৯টি পাতা রয়েছে, শুধু ২৮, ২৯ এবং ৩০তম পারায় ১০,

www.dawateislami.net

১০টি পাতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাচ্চা যদি প্রথমে ৮ লাইন সবক শোনায়, তাহলে সবকে কোনো অনুপস্থিতি না থাকলে মাকতাবাতুল মাদীনা থেকে প্রকাশিত কুরআন পাক অনুযায়ী ৩৬ দিনে এক পারা (শেষ) হবে এবং ৪টি সাপ্তাহিক ছুটিও যোগ করলে ৪০ দিন এক পারা করতে লাগবে। এখন শুধু ৪ লাইন বাড়ালে, যদি বাচ্চা প্রতিদিন ১২ লাইন সবক শোনায়, তাহলে অনুপস্থিতি ছাড়া ২৭ দিনে পারা সম্পূর্ণ হবে। একইভাবে বাচ্চা যদি ১৬ লাইন সবক শোনায়, তাহলে অনুপস্থিতি বাদ দিয়ে ১৮ দিনে পারা সম্পূর্ণ হবে। এভাবে সম্পূর্ণ হিফয এবং নাযেরাতে বাচ্চাদের সবক বাড়িয়ে (যথেষ্ট) সময় বাঁচানো যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কম ও বেশি সবক শোনানোর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

সবকের লাইন	১ পারা খতমের মোট দিন	সম্পূর্ণ হিফযের মোট দিন	সম্পূর্ণ হিফযের মোট মাস	সম্পূর্ণ হিফযের মোট বছর
৮	৩৬	১০৮০	৩৬	৩ বছর
১২	২৭	৮১০	২৭	২ বছর, ৩ মাস
১৬	১৮	৫৪ ০	১৮	১ বছর, ৬ মাস
২০	১৪	৪৩২	১৪	১ বছর, ২ মাস
২৬	১১	২৮৬	১০	১০ মাস

৮ লাইন শোনানো বাচ্চারা যদি অনুপস্থিতি ছাড়া সবক শোনায়, তাহলে ৩ বছর লাগবে এবং এতে সাপ্তাহিক, বার্ষিক ও রমযানের ছুটিও যোগ করলে ৩ মাসের বেশি দিনও লেগে যেতে পারে। এর তুলনায় ২৬

লাইন শোনানো বাচ্চা ১০ মাসে হিফয সম্পূর্ণ করছে। যদি তাদেরও ৩ মাস বেশি লাগে, তাহলেও ১৩ মাসে তাদের হিফয সম্পূর্ণ হবে। অতএব, সমস্ত মাদরাসার ইসলামী ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা নিজ নিজ ক্লাসের প্রতিটি বাচ্চার সবকের পর্যালোচনা করুন। যাদের যতটুকু সবক বাড়ানো সম্ভব, ততটুকু বাড়িয়ে তাদের দ্রুত হিফয কুরআন সম্পন্ন করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান।

মাদানী কায়িদায় বেশি সময় কেন লাগে?

۞ মাদানী কায়দার তখতী নম্বর ১-এ কিছু শিক্ষক অনেক বেশি সময় লাগান, কিছু শিক্ষক তো ১, ২ মাস এবং কেউ কেউ ৩ মাসও লাগিয়ে দেন। অথচ তখতী নম্বর ১-এ মোট ২৯টি হরফ (অক্ষর) রয়েছে এবং কিছু হরফ তো প্রায় প্রতিটি বাচ্চারই শুদ্ধ থাকে। যেমন: ا،ب،ت،د،ز،ف। ك, ح, ي ইত্যাদি। এই হরফগুলো ছাড়া বাকি ২১টি হরফ থাকে। যদি প্রতিদিন ৩টি হরফও শুদ্ধ করানো হয়, তাহলে এক সপ্তাহে প্রথম সবক সম্পূর্ণ হতে পারে। তবুও যদি কোনো কমতি থেকে যায়, তাহলে পরবর্তী সবকগুলোতে শুদ্ধ করানো যেতে পারে।

۞ তখতী নম্বর ২-তেও একই হরফ বারবার আসে।

۞ তখতী নম্বর ৩-এ শুধু হারাকাত (স্বরচিহ্ন) এর পার্থক্য, বাকিগুলো আগের সবকের হরফই।

۞ তখতী নম্বর ৪-এ হারাকাতগুলো (স্বাভাবিক গতিতে) পড়তে হয়।

۞ তখতী নম্বর ৫-এ শুধু তানভীনের পার্থক্য।

www.dawateislami.net

۞ তখতী নম্বর ২-৩-৪-৫ এর প্রতিটি সবক ২ বা ৩ দিনে পড়ানো যেতে পারে।

۞ তখতী নম্বর ৭-এ হরফে মাদ্দাহ (দীর্ঘ স্বর) চেনাতে হয়।

۞ তখতী নম্বর ৮-এ খাড়া হারাকাত চেনাতে হয়।

۞ তখতী নম্বর ৯-এ শুধু হরফে লীন (নরম স্বর) এর নিয়ম বোঝাতে হয়, বাকি সবক বাচ্চা আগের পাঠে পড়ে থাকে, কোনো নতুন জিনিস থাকে না। তাই এই সবকগুলোও ১, ২ বা ৩ দিনে পড়ানো যেতে পারে। আর আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা খুব কম সময়ে এই সবকগুলো পড়ান, কিন্তু কিছু শিক্ষক এদিকে মনোযোগ দেন না, যার কারণে প্রতিটি সবকে বাচ্চার কখনো এক সপ্তাহ, কখনো ২ সপ্তাহ এবং কখনো কখনো তো এক মাসও লেগে যায়। নাযেরা পড়ানো শিক্ষকরা যদি মাদানী কায়দার এই সবকগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে দ্রুত পড়ানোর চেষ্টা করেন, তাহলে বাচ্চাদের মাদানী কায়দায় অনেক সময় বাঁচানো যেতে পারে।

নাযেরা কুরআন পড়ানোতে সময় বাঁচান:

۞ মাদানী কায়দা সম্পন্ন করার পর ৩০তম পারার শেষ থেকে নাযেরা শুরু করান। যেমন, প্রথমে সূরা নাস, তারপর সূরা ফালাক, তারপর সূরা ইখলাস, এভাবে অন্যান্য সূরা শুরু করে ৩০তম পারা সম্পূর্ণ করান।

۞ ৩০তম পারায় মাখরাজ, আদায় এবং روانی (স্বাভাবিক গতি) সহ প্রতিটি আয়াত ও সূরার ভালোভাবে বাচ্চাদের মশক (অনুশীলন) করান। তারপর একইভাবে ২৯তম পারা সম্পূর্ণ করান এবং এরপর বাচ্চার

www.dawateislami.net

সবক বাড়াতে থাকুন। ۞ ২৮ ও ২৭তম পারায় ২ রুকু পর্যন্তও বাচ্চাদের সবক দেওয়া যেতে পারে। কারণ বাচ্চাদের কাছে নাযেরার ক্লাসে অনেক সময় থাকে। একইভাবে ২৬ ও ২৫ নম্বর পারায় সিকি পারা করে সবক দেওয়া যেতে পারে। ২৪ থেকে ১ নম্বর পারা পর্যন্ত বাচ্চাদের যোগ্যতা দেখে ১ সিকি পারা, আধা পারা, পৌনে এক পারা বা এক এক পারাও সবক দেওয়া যেতে পারে। ۞ অনেক শিক্ষক এভাবেই পড়ান যে তাঁরা ৩০ ও ২৯তম পারা ভালোভাবে পড়ান এবং এরপর বাচ্চাদের আধা বা সম্পূর্ণ পারা সবক দেন এবং তাদের বাচ্চারা ভালোভাবে নাযেরার পরীক্ষাও পাস করে ফেলে। ۞ এমন বাচ্চা যাদের নাযেরাতে ৪ থেকে ৫ পারা হয়ে গেছে, আপনি তাদের পরবর্তী পারাগুলো, যা তারা এখনও পড়েনি, শুনে দেখুন, তারা আপনাকে যথেষ্ট روانی-(স্বাভাবিক গতি)র সাথে পড়ে শোনাবে। ۞ যদি কোথাও কোথাও (আটকে যাওয়া) বা ভুলও হয়, তবে তা তেমন বড় কোনো ব্যাপার নয়, কারণ এই বাচ্চারা এখনও সেই পারাগুলো পড়েইনি। যখন পড়ে নেবে, তখন এই ভুলগুলোও শুদ্ধ হয়ে যাবে। ۞ কিছু নাযেরার শিক্ষক মাদানী কায়দার মতো বাচ্চাদের এক এক বা দুই দুই লাইন সবক দেন। দিতে থাকেন, এভাবে বাচ্চাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। সকল শিক্ষকের কাছে বিনম্র অনুরোধ যে, বাচ্চাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান। বাচ্চাদের দ্রুত নাযেরা পড়িয়ে হিফয বিভাগে স্থানান্তর করা উচিত, যাতে বাচ্চারা হিফয করে তারপর দরসে নিযামী (আলিম কোর্স) করতে সফল হয়। যে বাচ্চাদের নাযেরা বা হিফযে বেশি সময় লাগে, তারা অনেক সময় দরসে নিযামী থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

কায়দা ও নাযেরাতে বেশি সময় লাগার একটি কারণ:

কিছু শিক্ষক মাদানী কায়দার প্রথম সবকেই বাচ্চাকে নিজের মতো ক্বারী বানাতে চান এবং তারপর নাযেরা কুরআনের প্রথম সবকগুলোতেই 'যীনাতুল ক্বুরা' (অর্থাৎ খুবই বড় ক্বারী) দেখতে চান। যার কারণে সবক খুব কম রাখেন এবং বাচ্চা সেই মান দিতে পারে না, এভাবেও সময় নষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে নিবেদন এই যে, বাচ্চাদের সংশোধন অবশ্যই করতে থাকুন কিন্তু সাথে সাথে (এগিয়ে) নিয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله, মাদানী কায়দার পরবর্তী সবকগুলোতে মাখরাজের উন্নতি হতে থাকবে এবং একইভাবে নাযেরাতে বাচ্চা যখন কয়েকটি পারা পড়ে নেবে, তখন মাখরাজ ও সাবলীলতা নিজে নিজেই ভালো হতে থাকবে। অভিজ্ঞতাও এটাই বলে যে, বাচ্চা যখন এগিয়ে যায়, তখন তার সাবলীলতাও ভালো হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ২০১৮ সালের কার্যকারিতা অনুযায়ী মাদরাসাতুল মাদীনা থেকে সাত হাজার সাতশত ছয় (৭৭০৬) জন বালক ও বালিকা ৪ মাস বা তার কম সময়ে মাদানী কায়দা ও নাযেরা সম্পন্ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কঠোরতার ক্ষতি:

۞ কিছু শিক্ষকের শোনার ভঙ্গি খুবই কঠোর হয় যে, বাচ্চা সবক (মুখস্থ) থাকার পরেও... শিক্ষককে শোনাতে পারে না, যেইমাত্র বাচ্চা আটকে যায়, শিক্ষক সবক কাঁচা বলে পাঠিয়ে দেন। এ ধরনের শ্রেণীতে বাচ্চাদের সবকের প্রচুর অনুপস্থিতি (নাগা) হয়। ۞ এটাও দেখা গেছে যে, অনেক সময় বাচ্চা চমৎকারভাবে সবক শোনাচ্ছে, যেমন বাচ্চার সবক ১৬ লাইন, বাচ্চা পুরো সবক খুব ভালোভাবে শুনিয়েছে কিন্তু শেষ লাইনে আটকে গেল, তখন শিক্ষক সবক কাঁচা বলে পাঠিয়ে দিলেন, এই পদ্ধতি

একেবারেই (সঠিক) নয়। এ ধরনের বাচ্চাকে যদি একটু সময় দেওয়া হয়, তাহলে সে তার (আটকে যাওয়া) বা শেষ লাইনের ভুল শুদ্ধ করে (আবার) শুনিয়ে দেবে এবং বাচ্চার সবক এগিয়ে যাবে। ۞ যখন শোনার পদ্ধতিতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কঠোরতা থাকে, তখন এমন ক্লাসে বাচ্চাদের সবকের প্রচুর নাগা হয় এবং (স্বাভাবিকভাবেই) যখন প্রতিদিন সবক এগোবে না, তখন বাচ্চার হিফযে দেরি হবে। এমনিতেও ইসলামে প্রতিটি কাজে মধ্যপন্থাকেই পছন্দ করা হয়েছে, তাই এখানেও এই জিনিসেরই প্রয়োজন যে, শিক্ষকের শোনার পদ্ধতি যেন এত নরম না হয় যে, বাচ্চারা যেমন খুশি শোনায় আর শিক্ষক তাদের এগিয়ে নিয়ে যান, আর না এত কঠোর হয় যে, বাচ্চা কিছুই শোনাতে না পারে, বরং যা (মুখস্থ) আছে সেটাও শিক্ষকের কাছে এসে ভুলে যায়, এই পদ্ধতিও (সঠিক) নয়। ۞ এর একটি ক্ষতি এটাও হয় যে, এ ধরনের ক্লাস থেকে বাচ্চারা প্রচুর পরিমাণে ছেড়ে চলে যায়। সুতরাং ক্বারী সাহেবের উচিত এমন (ভালো) পদ্ধতিতে বাচ্চাদের সবক, সবকী, মনযিল শোনা, যাতে প্রতিদিন প্রতিটি বাচ্চা তার সবক, সবকী, মনযিল শোনাতে সফল হয় এবং তার কোনো ধরনের নাগা না হয়।

সারাদিন কেউ সবক শোনাতে আসে না:

অনেক সময় শিক্ষকদের সাথে যখন এই বিষয়ে কথা হয় যে, আপনার ফলাফল... কেন দুর্বল বা ممتاز (উৎকৃষ্ট) কেন নয়? তখন সাধারণত এই উত্তর পাওয়া যায় যে, "আমরা কী করব, আমরা তো আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত বসে থাকি, বাচ্চারা শোনাতে আসেই না।" এ ধরনের শিক্ষকদের ধারণা হয় যে, প্রতিটি বাচ্চা সবক, সবকী, মনযিল উৎকৃষ্টভাবে

www.dawateislami.net

আমাকে শোনাবে, কারো কোনো ভুল হবে না এবং উচ্চারণও ভালো হবে, কিন্তু এর জন্য আমাকে কিছু করতে হবে না। কাজেই আমার প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাই! মহান ও বড় উদ্দেশ্যের জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়। যেসব শিক্ষকদের ক্লাসের শিক্ষাগত মান ৯৭, ৯৮, ৯৯ বা ১০০ শতাংশ হয়, তার পেছনে তাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম থাকে। তবেই ১০০ শতাংশ ফলাফল আসে। এর কিছু কারণ নিচে দেওয়া হলো, যার উপর আমল করে আপনিও আপনার ক্লাসের ১০০ শতাংশ ফলাফল অর্জন করতে পারেন:

۞ ১০০ শতাংশ ফলাফল বলতে বোঝায় যে, এই ক্লাসে পড়া প্রতিটি বাচ্চা লাহনে জলী (বড় ভুল) এবং লাহনে খফী (ছোট ভুল) ছাড়া ভালো উচ্চারণে কুরআন পাক পড়ে। ۞ আর এর জন্য প্রতিটি বাচ্চার সবক, সবকী, মনযিল অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শোনা খুবই জরুরি। ۞ যেসব বাচ্চার دور (পুনরাবৃত্তি) থাকে, তাদেরও প্রতিদিন পরীক্ষা নেওয়া উচিত। ۞ একইভাবে এই ক্লাসের ক্বারী সাহেবরা নির্ধারিত সবকীর চেয়ে বেশি সবকী শোনেন। ۞ নির্ধারিত মনযিলের চেয়ে বেশি মনযিল শোনেন। ۞ বাচ্চাদের সবক, সবকী বা মনযিল বেশি বেশি خود (নিজে) শোনেন। ۞ সারাদিন ক্লাসের বাচ্চাদের সবকী, মনযিল শোনা ও শোনানোতে ব্যস্ত রাখেন এবং সারাদিন خود (নিজেও) শুনতে থাকেন। ۞ অনেকবার এ ধরনের শ্রেণীতে বিনা নোটিশে পর্যালোচনার জন্য উপস্থিতি নেওয়া হয়েছে, এমন শ্রেণীর শিক্ষকদের প্রায়শই বাচ্চাদের সবক, সবকী, মনযিল শোনাতে ব্যস্ত দেখা গেছে। এবং বাচ্চারাও সবসময় পড়তেই দেখা যায়। ۞ শুরুতে বাচ্চাদের বেশি সময় পড়ার অভ্যাসই থাকে না, কয়েক মিনিট

www.dawateislami.net

পড়ে, তারপর চুপ হয়ে যায়। বারবার প্রশিক্ষণের পরেই বাচ্চাদের বেশি সময় পর্যন্ত পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়।

বাচ্চাদের সবক না শোনানোর কারণসমূহ:

যেসব শিক্ষকের এই অভিযোগ থাকে যে, বাচ্চারা শোনাতে আসে না, তাদের উচিত বাচ্চাদের সবক না শোনানোর কারণগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা পেশ করা হচ্ছে:

۞ সাধারণত বাচ্চাদের সবকী, মনযিল ভালোভাবে মুখস্থ থাকে না, যার কারণে তারা শোনাতে আসে না। নতুবা যেসব বাচ্চার সবক, সবকী, মনযিল ভালোভাবে (মুখস্থ) থাকে, তারা সবার আগে শোনাতে আসে। ۞ যেসব বাচ্চা সবক, সবকী, মনযিল (মুখস্থ) করে না, তাদের বোঝানো এবং বারবার বোঝানো এটাও শিক্ষকেরই দায়িত্ব। ۞ একইভাবে যেসব বাচ্চার সবক, সবকী, মনযিলে ভুল বেশি হয়, তাদের বারবার প্রশিক্ষণ দেওয়াও শিক্ষকেরই দায়িত্ব। ۞ ক্লাসের বাচ্চাদের একটি সংখ্যা এমনও থাকে যাদের সবক মুখস্থ করার পদ্ধতিও সঠিক জানা থাকে না, তাদের বারবার সবক মুখস্থ করার পদ্ধতি বোঝানোও শিক্ষকেরই দায়িত্ব। ۞ কিছু বাচ্চা ক্লাসে এমনও থাকে যাদের সবক মুখস্থ করার সঠিক পদ্ধতি জানা থাকে এবং দেখতেও মনে হয় যে তারা পড়ছে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়ে না, যার কারণে তাদের সবক বা সবকী, মনযিলের পারা ভালোভাবে মুখস্থ থাকে না। ۞ শিক্ষককে ক্লাসে এদিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত যে, প্রতিটি বাচ্চা মনোযোগের সাথে মুখস্থ করুক, এদিক-সেদিক খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে মুখস্থ না করুক।

www.dawateislami.net

۞ শিক্ষকের পুরো ক্লাসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, অর্থাৎ ক্লাসের প্রতিটি বাচ্চা প্রতিদিন তার সবক, সবকী, মনযিল নিয়ম অনুযায়ী ক্বারী সাহেবকে শোনাবে, কোনো বাচ্চার যেন নাগা না হয়, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের। ۞ যে শিক্ষকের ক্লাসে প্রতিদিন বাচ্চাদের সবক রুটিন অনুযায়ী এগিয়ে যায় এবং একইভাবে সবকী, মনযিলও প্রতিদিন নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক শুনতে সফল হন, তবেই বলা যেতে পারে যে, সেই ক্লাসে সঠিকভাবে পাঠদান হচ্ছে। নতুবা যেখানে এই অবস্থা হয় যে, যে বাচ্চা শোনাতে আসে, শিক্ষক তার থেকে শুনে নেন এবং যে শোনায় না, সেখানে ডেইলি রিপোর্টে এটা লিখে দেওয়া হয় যে, "বাচ্চা শোনায়নি", তবে এই কাজটা তো খুবই সহজ। কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন যে, সেরা উস্তাদ তাকেই বলা হয় যে সব বাচ্চাদের তাদের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী স্নেহ ও উৎসাহ দিয়ে মেহনত ও চেষ্টার সাথে নিয়ে চলে এবং ক্লাসে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে। ۞ মেধাবী বাচ্চাদের তো সবাই পড়িয়ে নেয়, আসল সফলতা তো এটাই যে, যে বাচ্চা শোনাতে প্রস্তুত নয়, ভালোভাবে মুখস্থ করে না, তাকে মুখস্থ করানো এবং তার থেকে সবকী, মনযিল শুনতে সফল হওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদরাসাতুল মাদীনাতে এমন শিক্ষকও আছেন যাদের এমন প্রতিভা এবং এই ধরনের যোগ্যতা আছে যে, যেসব বাচ্চাকে কেউ পড়াতে প্রস্তুত নয়, সেইসব বাচ্চাকেও তারা খুব ভালোভাবে পড়িয়ে নেন। একটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে:

বাচ্চা কথা বলতে পারলে আমি পড়িয়ে নেব:

একবার লাহোর, পাঞ্জাব, পাকিস্তানে শিক্ষকদের সুন্নাত ভরা সমাবেশে এক সিনিয়র ক্বারী সাহেব সবার সামনে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা

www.dawateislami.net

দিলেন যে, যদি বাচ্চা কথা বলতে পারে... এবং মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকে, তবে আমাকে দিন, اِنْ شَآءَ الله আমি তাকে পড়িয়ে দেখাব। আর এই বিষয়ে সেই শিক্ষকের কারকারদেগীও খুব ভালো যে, যে বাচ্চারা মেধাবী নয়, সেই বাচ্চাদেরও তিনি চালিয়ে নেন। আর অভিজ্ঞতা এটাই যে, যখন শিক্ষকের এই মানসিকতা তৈরি হয়ে যায় যে, তাকে যেকোনো অবস্থায় পড়াতেই হবে, তখন সে তাকে চালানোর চেষ্টাও করে। যেভাবে নিজের ছেলে বা ভাইয়ের জন্য মানুষ চেষ্টা করে এবং তাকে পড়ানোর জন্য সমস্ত যোগ্যতা লাগিয়ে দেয় যে, কোনোভাবে সে যেন পড়ে নেয়, ঠিক সেভাবেই সব বাচ্চাদের জন্য চেষ্টা করুন, তবে আল্লাহ তায়ালার দয়ায় দুর্বলমনা এবং অমনোযোগী বাচ্চারাও পড়ে নেবে । অতএব, সমস্ত শিক্ষকের কাছে আবেদন যে, সকল বাচ্চাদের ভালোভাবে পড়ানোর চেষ্টা করুন যাতে প্রতিটি বাচ্চা হিফয ও নাযেরা সম্পন্ন করতে সফল হয়।

আমার কাছে পড়া বাচ্চারা কম বয়সী:

কিছু শিক্ষক ফলাফল দুর্বল হওয়া বা ممتاز (উৎকৃষ্ট) না হওয়ার এই অজুহাতও দেখান যে, আমার কাছে পড়া বাচ্চারা কম বয়সী, তাই আমার ফলাফল দুর্বল বা ممتاز (উৎকৃষ্ট নয়) । অথচ মাদরাসাতুল মদীনার খণ্ডকালীন শাখায় প্রায়শই বাচ্চারা কম বয়সীই হয়, তবুও খণ্ডকালীন শ্রেণীর একটি বড় অংশ আছে যাদের ফলাফল ممتاز (উৎকৃষ্ট)আসে। পূর্ণকালীন মাদরাসাতুল মদীনাতেও কিছু কম বয়সী বাচ্চা অবশ্যই থাকে, কিন্তু ক্লাসের সব বাচ্চা কম বয়সী হয় না। যদি তিন থেকে চারটি বাচ্চা ৬, ৭ বা ৮ বছরের হয়, তবে তাদের কারণে ক্লাস দুর্বল হয় না। এমনিতেও বয়স কম হওয়া এই কথার প্রমাণ নয় যে, সে হিফয করতে পারবে না বা

নাযেরা কুরআন পড়তে পারবে না, বরং কিছু ছোট ছোট বাচ্চা খুব ভালো কুরআন পাক পড়ে (ইন্টারনেটে এই ধরনের...) বাচ্চাদের শত শত ভিডিও موجود (বিদ্যমান) রয়েছে এবং খুব দ্রুত হিফযও করে নেয়, আর কেউ কেউ তো ১২ মাসেও হিফয করে নেয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও কিছু ছোট বয়সের বাচ্চাদের হিফয করার ঘটনা পাওয়া যায়। একটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে:

৭ দিনে কুরআন পাক হিফয করে নিলেন:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মেধাবী শিষ্যদের মধ্যে একজন। যখন তিনি ইলমে দ্বীন হাসিল করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর সময়ের মহান ও অতুলনীয় শিক্ষক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ইলমী দরসগাহ (শিক্ষাকেন্দ্র) নির্বাচন করলেন। ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কম বয়সের কারণে প্রথমে কুরআন মাজীদ হিফয করার আদেশ দিলেন। তিনি ফিরে গেলেন, কিন্তু সাত দিন পার হতেই আবার ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র দরবারে উপস্থিত হলেন। ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে দেখে বললেন: "আমি বলেছিলাম যে, আপনি প্রথমে কুরআন পাক হিফয করুন, তারপর আসবেন।" ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত আদবের সাথে আরয করলেন: "হুজুর! আমি কুরআন পাক হিফয করে ফেলেছি।" (১)

www.dawateislami.net

বাচ্চারা বাড়ি থেকে يَدْ (মুখস্থ) করে আসে না:

এই কথাটি কিছুটা হলেও সঠিক যে, বাচ্চাদের একটি অংশ বাড়ি থেকে সবক, সবকী, মনযিল মুখস্থ করে আসে না এবং পিতা বা অভিভাবকেরও এদিকে কোনো বিশেষ মনোযোগ থাকে না যে, তারা তাদের বাচ্চাদের বাড়িতে মুখস্থ করার জন্য বসাবে, বরং কারো কারো তো এই ধারণা থাকে যে বাচ্চা তো সারাদিন মাদরাসায় পড়তেই থাকে, আমরা ৮ ঘন্টার জন্য আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, আপনি মাদরাসাতেই সবকিছু মুখস্থ করান। এই বিষয়ে যখন কিছু সিনিয়র শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করা হলো, তখন তাঁরা জানালেন যে, আমরা যে বাচ্চার সবক, সবকী, মনযিল শুনে নিই, সেই বাচ্চাকে পরের দিনের সবক মুখস্থ করার জন্য মাদরাসাতেই সময় দিই। যেহেতু সবক, সবকী ও মনযিল শোনানোর পর বাচ্চার কাছে যথেষ্ট সময় থাকে, তাই অনেক বাচ্চাই মাদরাসাতেই সবক মুখস্থ করে নেয় এবং পরের দিনের সবকী, মনযিলেরও একবার পুনরাবৃত্তি করে তা মুখস্থ করে নেয়। আর বাচ্চাদের সবক, সবকী, মনযিলের নাগা (অনুপস্থিতি)ও খুব কম হয়। মাদরাসার ইসলামী ভাইয়েরা অবশ্যই বাড়িতে সবক, সবকী, মনযিল মুখস্থ করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকুন এবং এই উৎসাহ জারিও রাখা উচিত। আর অনেক বাচ্চা বাড়ি থেকে সবক মুখস্থ করেও আসে। কিন্তু এমন বাচ্চা যারা সবক, সবকী, মনযিলে নাগা করে, তাদের বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে সব বাচ্চাদের যদি মাদরাসাতুল মাদীনাতেই সবক, সবকী, মনযিল (মুখস্থ) করার সময় দেওয়া হয়, তবে বাচ্চাদের নাগাও শেষ হয়ে যাবে এবং বাচ্চারা কম সময়ে হিফয করতেও সফল হবে।

www.dawateislami.net

অভিভাবক সহযোগিতা করেন না:

যেসব শিক্ষকের ফলাফল দুর্বল আসে বা ভালো তো আসে কিন্তু ৭০ বা ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত হয়, অর্থাৎ ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হয় না, তাদের সাথে যখন কথা বলা হয় যে, আপনার পাশের শিক্ষকদের ফলাফল তো ممتاز (উৎকৃষ্ট) আপনার কেন নয়? তখন সাধারণত শিক্ষকরা ফলাফলের দুর্বলতার যে কারণগুলো বর্ণনা করেন, তার মধ্যে একটি কারণ এটাও হয় যে বাচ্চার অভিভাবক (সহযোগিতা) করেন না। এই কথাটি মনে রাখবেন যে, সমস্ত অভিভাবক এমন হন না যে, তারা... সহযোগিতা করেন না। কেউ কেউ তাদের বাধ্যবাধকতার কারণে মাদরাসাতুল মদীনায় আসেন না, অথবা কেউ কেউ ধর্মীয় মানসিকতা না থাকার কারণে শিক্ষকের ডাকে আসতে গড়িমসি করেন। অথবা কিছু অভিভাবক এমনও হন যাদের ব্যবসা বা চাকরি থেকে ছুটি নিতে সমস্যা হয়, যার কারণেও মাদরাসাতুল মদীনায় আসা কম হয়। কিছু অভিভাবক দিনে তিনবার মাদরাসায় চক্কর লাগান, একবার সকালে ছাড়তে আসেন এবং ছুটির সময় ফেরত নিতেও আসেন, আর দুপুরে খাবার দিতেও আসেন। কিন্তু তাদের বাচ্চার (শিক্ষাগত মান) ততটা ভালো হয় না যতটা তাদের হয় যারা অনেক সময় ডাকার পরেও আসেন না, কারণ তাদের সবক, সবকী, মনযিল মুখস্থ করার মানসিকতা তৈরি হয়ে থাকে।

লাহোরের একটি মাদরাসাতুল মদীনার এক বাচ্চাকে তার আত্মীয় মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়েছিল। বাচ্চাটি খুব ভালোভাবে হিফয কুরআন করার সৌভাগ্য অর্জন করে। যেদিন বাচ্চাটি হিফয সম্পন্ন করে, সেদিন বাচ্চার বাবা মাদরাসাতুল মাদীনায় আসেন। হিফয চলাকালীন প্রায় ২ বছর পর্যন্ত তার বাবা মাদরাসাতুল মাদীনায় আসেননি। এই ধরনের

www.dawateislami.net

আরও অনেক ঘটনা আছে যেখানে অভিভাবক মাদরাসাতুল মাদীনায় আসেন না বা খুব কম আসেন, কিন্তু তাদের বাচ্চারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে। অভিভাবকের কোনো কারণে মাদরাসাতুল মদীনায় না আসা বা কম আসা ফলাফলের দুর্বলতার কারণ নয়। যদি শিক্ষক বাচ্চার মানসিকতা তৈরি করতে সফল হন, তবে অভিভাবক আসুক বা না আসুক, বাচ্চা সবক, সবকী, মনযিল শোনাতে থাকবে। সুতরাং ফলাফলের দুর্বলতার কারণ অভিভাবকের সহযোগিতা বা অসহযোগিতা নয়। আর এমনও হয় না যে, ক্লাসের সমস্ত বাচ্চার অভিভাবক সহযোগিতা করেন না।

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, অভিভাবকের সহযোগিতা না করা ফলাফলের দুর্বলতার কারণ, তবে যে অভিভাবক সহযোগিতা করেন, তাদের সমস্ত বাচ্চার শিক্ষাগত মান তো উন্নত হওয়া উচিত, কিন্তু এমনও হয় না। যদিও অভিভাবকের সহযোগিতা করাটা লাভজনক, তবে দুর্বলতার আসল কারণ অভিভাবকের সহযোগিতা না করা নয়, বরং নিজের আলস্য এবং বাচ্চাদের সবক, সবকী, মনযিল মনোযোগ দিয়ে না শোনা এবং এই ধরনের অন্যান্য দুর্বলতাগুলোই দায়ী।

অনেক সময় এমনও হয় যে, শিক্ষকের চলে যাওয়া বা বদলির কারণে অন্য একজন শিক্ষক সেই ক্লাসে আসেন, তখন দেখতে দেখতে দুই-তিন মাসের মধ্যেই সেই বাচ্চাদের ফলাফল উন্নত হয়ে যায়, অথচ অভিভাবকও (সেই) এবং বাচ্চারাও (সেই) থাকে, শুধু পড়ানোর মানুষটা বদলায়। তাই নিজের মনকে তৈরি করুন যে, আমাকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্লাসের বাচ্চাদের উপর চেষ্টা করতে হবে, তাদের কার্যকারিতাকে উন্নত করতে হবে।

www.dawateislami.net

আমার কাছে পড়া বাচ্চারা অশিক্ষিত:

কিছু শিক্ষক ফলাফল দুর্বল হওয়া বা উন্নত না হওয়ার একটি অজুহাত এটাও দেন যে, আমার ক্লাসের বাচ্চারা স্কুলে কম পড়েছে বা তারা উর্দু পড়তে পারে না। প্রথম কথা হলো, একটি ক্লাসে এই ধরনের সাধারণত ৩ থেকে ৪ জন বাচ্চা থাকে, বেশিরভাগ বাচ্চাই কিছু না কিছু স্কুল পড়েছে এবং কিছু না কিছু উর্দু পড়তে পারে। যদি এমন কোনো ক্লাস থাকে যেখানে এই ধরনের বাচ্চা আছে যাদের উর্দু আসে না, তবে সেই বাচ্চাদের মাদানী কায়দার নিয়মগুলো এক এক করে মুখে মুখে মুখস্থ করানো যেতে পারে। যেমন, একদিন হরফে মুস্তালিয়ার (মোটা হরফ) تعريف (সংজ্ঞা) এবং হরফে মুস্তালিয়া মুখে মুখে (মুখস্থ) করানো হোক, দ্বিতীয় দিন হারাকাতের (স্বরচিহ্ন) تعريف (সংজ্ঞা), ... তৃতীয় দিন তানভীনের تعريف (সংজ্ঞা) ইত্যাদি (মুখস্থ) করানো হোক। একইভাবে অন্যান্য নিয়মগুলোও হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে মুখে মুখে মুখস্থ করানো যেতে পারে এবং এই ধরনের বাচ্চাদের কিছু শিক্ষক এই পদ্ধতিতেই মুখে মুখে মুখস্থ করান। নাযেরা কুরআনের পরীক্ষায় নিয়ম-কানুন এবং নিয়ম চেনার জন্য মাত্র ১০ নম্বর এবং হিফয কুরআনের পরীক্ষায় মাত্র ৫ নম্বর থাকে। মাদরাসাতুল মদীনাতে যেসব বাচ্চা উর্দু পারে না, তাদের মধ্যেও একটি বড় অংশ আছে যারা নিয়ম-কানুন এবং নিয়ম চেনার পুরো নম্বর পায়। যদি কোনো বাচ্চার কম নম্বর আসে বা নিয়ম-কানুন থেকে কোনো নম্বরই না আসে, তবুও সেই বাচ্চার ৯৫ নম্বর আসতে পারে এবং তাদের কারণে কোনো বাচ্চার ফলাফল দুর্বল হতে পারে না। তাই এই কথাটি একেবারেই সঠিক নয় যে, আমার ফলাফল

www.dawateislami.net

এইজন্য দুর্বল যে, বাচ্চা উর্দু পারে না। ফলাফল দুর্বল হওয়ার কারণ শিক্ষকের নিজের আলস্য এবং অমনোযোগিতা। যদি শিক্ষক বাচ্চাদের সবক, সবকী, মনযিল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তবে অবশ্যই ফলাফল উন্নত হবে। কারণ যেসব শিক্ষকের ফলাফল উন্নত হয়, তারা এই অজুহাত দেখান না, যদিও তাদের ক্লাসেও কিছু না কিছু বাচ্চা এমন থাকে যারা উর্দু পড়তে জানে না। আর এমনিতেও যখন বাচ্চা সম্পূর্ণ নাযেরা কুরআন পড়ে নেয়, তখন তার উর্দু পড়তেও সুবিধা হয়, কারণ আরবী আয়াত পড়ার পর বাচ্চাকে নিয়ম মুখস্থ করতেও সুবিধা হয়। সমস্ত শিক্ষকের এই মানসিকতা তৈরি করা উচিত যে, আমাকে প্রতিটি আগত বাচ্চাকে কুরআন পড়াতে হবে, কারণ সে পড়ার জন্যই মাদরাসাতুল মদীনায় এসেছে। আর নাযেরা কুরআন তো প্রতিটি মুসলমানের জন্য সঠিক মাখরাজ সহ পড়া জরুরি এবং মুসলমানদের বেশিরভাগেরই সঠিক মাখরাজ সহ কুরআন পড়তে পারে না। আর এ এমন এক ভাগ্যবান বাচ্চা যে তার পিতামাতা নিজে তাকে মাদরাসাতুল মদীনায় সঠিক মাখরাজ সহ কুরআন পাক পড়ানোর জন্য পূর্ণকালীন মাদরাসাতুল মদীনায় আট ঘন্টার জন্য এবং আবাসিক মাদরাসাতুল মদীনায় বারো ঘন্টার জন্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের মনপ্রাণ দিয়ে তাকে গ্রহণ করা উচিত এবং যদি কোনো দিক থেকে বাচ্চার মধ্যে দুর্বলতা থাকেও, তবে প্রশস্ত মন রেখে তাকে চালানো উচিত। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বেশিরভাগ শিক্ষকই এমন বাচ্চাদের এই সময়ে পড়াচ্ছেন এবং অনেক সময় এমন বাচ্চারা খুব দ্রুত হিফয ও নাযেরা সম্পন্ন করতে সফলও হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

হিফয চলাকালীন বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন কখন হয়?

হিফয কুরআনের প্রাথমিক পারাগুলোতে তো বাচ্চারা আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মাদরাসাতুল মদীনায় আসে, কিন্তু যখন মনযিল বাড়ে এবং বাচ্চাদের ১২ থেকে ২০ পারা পর্যন্ত হিফয হয়ে যায়, তখন এই সময়ে অনেক বাচ্চা নফস ও শয়তানের ছলনায় পড়ে যায় এবং একটি বড় অংশ আছে যারা হিফয সম্পন্ন না করেই মাদরাসা ছেড়ে চলে যায়। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কত পারা হিফয করে মাদরাসা ছেড়েছেন, তখন সাধারণত এই ধরনের বাচ্চারা ১২ থেকে ২০ পারা পর্যন্ত হিফয করে থাকে এবং তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ১৪, ১৫ বা ১৬ পারা হিফয করে মাদরাসা ছেড়ে দেয়। সুতরাং শিক্ষকের উচিত, যখন বাচ্চা উল্লেখিত পারাগুলোতে পৌঁছায়, তখন তার মনযিলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, কারণ মাদরাসা ছেড়ে দেওয়ার একটি খুব বড় কারণ মনযিলের দুর্বলতাও হয় এবং বাচ্চা অজুহাত দেখায় যে, আমি হিফয করতেই পারছি না, আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিন। অথচ যদি সে হিফয করার যোগ্য না হতো, তবে ১৪, ১৫ বা ১৬ পারা সে কিভাবে হিফয করলো? মনযিলের দুর্বলতা ছাড়াও অনেক সময় অন্য কোনো কারণেও বাচ্চার ১ সপ্তাহ বা ১৫ দিনের ছুটি হয়ে যায়, তখনো যদি বাচ্চাকে বিশেষ স্নেহ দিয়ে সামলানো না হয়, তাহলে সে মাদরাসা ছেড়ে দেয় এবং পরে হিফয করা পারাগুলোও ভুলে যায়। সুতরাং শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ যে, যখন বাচ্চাদের মনযিল ১২ থেকে ২০ পারা পর্যন্ত হয়ে যায়, তখন তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। কারণ এখন এই বাচ্চার গুরুত্ব আপনার জন্য

www.dawateislami.net

অনেক বেড়ে গেছে, কেননা এর উপর আপনি অনেক মেহনত ও চেষ্টা করেছেন, তাই নিজের মেহনতকে নষ্ট হতে দেবেন না।

সঠিক মাখরাজ সহ তারাবীর নামায পড়ানোর অভাব:

হাফেযদের একটি বড় অংশ এমন, যারা উচ্চস্বরে নামাযে সঠিক মাখরাজ এবং ভালো উচ্চারণে কুরআন পাক তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এই হাফেয সাহেবরাই যখন তারাবীর নামাযে কুরআন শোনান, তখন মাখরাজের কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকে না, প্রচুর লাহনে জলী (বড় ভুল) এবং লাহনে খফী (ছোট ভুল) করেন, যার কারণে গুনাহগারও হতে পারেন। যদি কোনো হাফেয সাহেবের সাথে এই বিষয়ে কথা বলা হয়, তবে সাধারণত এই উত্তর পাওয়া যায় যে, আমরা কী করব? লোকেরা বলে তারাবীর নামায তাড়াতাড়ি শেষ করুন, অমুক মসজিদে তো তারাবীর নামায এত তাড়াতাড়ি শেষ হয় আর আপনি অনেক সময় লাগান ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রিয় হাফেয সাহেব! হরফের (অক্ষরের) সঠিক উচ্চারণ জরুরি। যেমন আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর কিতাব "নামাযের আহকাম" এ লিখেছেন: বেশিরভাগ লোক ت ط، س ص ث، ا ع، ه ح، ض د، ذ ز ظ، ق ک এ কোনো পার্থক্য করে না। মনে রাখবেন! হরফ বদলে গেলে যদি অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে নামায হবে না। (নামাযের আহকাম, পৃষ্ঠা ২০৯, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী) অতএব, মুদাররিস ইসলামী ভাইদের কাছে অনুরোধ যে, হিফযের শুরু থেকেই বাচ্চাদের... সবকী, মনযিল শোনার সময় এবং নিজেদের মধ্যে সবকী, মনযিলের دور (পুনরাবৃত্তি) এবং আলাদাভাবে তিলাওয়াত করার পদ্ধতির বিষয়ে বারবার প্রশিক্ষণ দিতে থাকুন যে, যখনই বাচ্চা শিক্ষককে সবকী, মনযিল শোনাবে বা বাচ্চার

www.dawateislami.net

সাথে دور (পুনরাবৃত্তি) করবে, সঠিক মাখরাজ এবং ভালো উচ্চারণের সাথেই কুরআন শোনাবে। যখন শুরু থেকেই বাচ্চার হাদর (দ্রুত তিলাওয়াত) পদ্ধতিতে পড়ার প্রশিক্ষণ হবে এবং ভালো উচ্চারণে পড়ার অভ্যাস হবে, তখন আশা করা যায় যে, হিফয করার পরেও এই অভ্যাস বজায় থাকবে। সাধারণত এই বিষয়ে বেশি সমস্যা তখনই হয় যখন বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে دور (পুনরাবৃত্তি) করে, তখন তাড়াতাড়ি একে অপরকে শোনায়, যার কারণে এই অভ্যাস এমনভাবে গেঁথে যায় যে, যখন তারাবীর জন্য দাঁড়ায়, তখন খুব দ্রুত পড়ে এবং অনেক হরফ চিবিয়ে ফেলে। এই বিষয়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নত তাঁর কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" এর ১০৯৭ থেকে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় নিজের কষ্ট প্রকাশ করে এমন হাফেযদের বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন: আফসোস! আজকাল দ্বীনী বিষয়ে আলস্যের যুগ চলছে, সাধারণত তারাবীতে কুরআন পাক একবারও সঠিক অর্থে খতম হয় না। কুরআন পাক তারতীলের সাথে অর্থাৎ থেমে থেমে পড়া উচিত। কিন্তু অবস্থা এমন যে, যদি কেউ এমন করে, তবে লোকেরা তার সাথে তারাবীর নামায পড়তে প্রস্তুতই হয় না। এখন সেই হাফেযকেই পছন্দ করা হয় যে তারাবীর নামায থেকে দ্রুত অবসর দেয়। মনে রাখবেন! তারাবীর নামায ছাড়াও তিলাওয়াতে হরফ চিবিয়ে ফেলা হারাম। যদি দ্রুত পড়তে গিয়ে হাফেয সাহেব পুরো কুরআন মাজীদে শুধু একটি হরফও চিবিয়ে ফেলেন, তবে খতমে কুরআনের সুন্নাত আদায় হবে না। সুতরাং কোনো আয়াতে কোনো হরফ "চিবিয়ে" গেলে বা নিজের "মাখরাজ" থেকে না বের হলে, লোকদের থেকে লজ্জা না করে ফিরে যান এবং সঠিকভাবে পড়ে তারপর... এগিয়ে যান। একটি আফসোসজনক বিষয় এটাও যে, হাফেযদের একটি বড় অংশ এমনও আছে যারা

www.dawateislami.net

তারতীলের (ধীর ও স্পষ্ট তেলাওয়াত) সাথে পড়তেই পারে না। দ্রুত না পড়লে বেচারারা ভুলেই যায়। এমন লোকদের খেদমতে সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ হলো: মানুষের কাছে লজ্জা পাবেন না, খোদার কসম! আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ 'র অসন্তুষ্টি অনেক ভারী পড়বে। সুতরাং, অবিলম্বে তাজবীদের সাথে পড়ানো কোনো ক্বারী সাহেবের সাহায্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হিফয শুদ্ধ করে নিন। মাদ্দ ও লীনের খেয়াল রাখা অপরিহার্য, এছাড়াও মাদ্দ, গুন্নাহ, ইযহার, ইখফা ইত্যাদিরও অনুসরণ করুন। সাহেবে বাহারে শরীয়ত, সদরে শরীয়ত, বদরে তরীকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: ফরয নামাযে থেমে থেমে ক্বিরাত করবে এবং তারাবীতে মধ্যম অর্থাৎ মাঝারি গতিতে। রাতের নফল নামাযে দ্রুত পড়ার অনুমতি আছে, কিন্তু এমনভাবে পড়বে যেন বোঝা যায়, অর্থাৎ কমপক্ষে মাদ্দের যে স্তর ক্বারীগণ রেখেছেন তা আদায় করবে, নতুবা হারাম। এইজন্য যে, তারতীলের সাথে (অর্থাৎ খুব থেমে থেমে) কুরআন পড়ার আদেশ রয়েছে। পারা-২৯, সূরা মুযযাম্মিলের চতুর্থ আয়াতে রব্বানী ইরশাদ হচ্ছে: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কুরআন খুব থেমে থেমে পড়ো।

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'কামালাইন আলা হাশিয়া জালালাইন' এর উদ্ধৃতি দিয়ে 'তারতীল' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নকল করেন: "অর্থাৎ কুরআন মাজীদ এমনভাবে ধীরে ধীরে এবং থেমে থেমে পড়ো যে, শ্রোতা তার আয়াত ও শব্দগুলো গুনতে পারে।" এছাড়াও ফরয নামাযে এমনভাবে তিলাওয়াত করবে যে, প্রতিটি হরফ আলাদা আলাদা বোঝা যায়, তারাবীতে মধ্যম পদ্ধতিতে এবং রাতের নফলে এত দ্রুত পড়তে পারে যা সে বুঝতে পারে। মাদারিকুত তানযীলে আছে: কুরআনকে

ধীরে ধীরে এবং থেমে থেমে পড়ো। এর অর্থ হলো, প্রশান্তির সাথে হরফগুলো আলাদা আলাদা, ওয়াকফের (থামার স্থান) সুরক্ষা এবং সমস্ত হারাকাত (স্বরচিহ্ন) আদায়ের বিশেষ খেয়াল রাখা। "تَرْتِيلًا " এই বিষয়ে জোর দিচ্ছে যে, এই বিষয়টি তিলাওয়াত কারীর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

আহা! তারাবীহ নামায হোক বা ফরয নামায বা সুন্নাত, নফল অথবা এমনিতেই তিলাওয়াত করার সুযোগ হোক, আমাদের যেন ভালো উচ্চারণে, সঠিক মাখরাজ সহকারে তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব হয়। اٰمِين

সুললিত কণ্ঠে ও সুন্দরভাবে ক্বিরাত করা:

তিনটি ফরমান মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) "কুরআন পাককে তোমাদের আওয়াজ দিয়ে সজ্জিত করো।"[১] (২) "আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ যতটা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ দিয়েছেন, ততটা অন্য কোনো জিনিসের জন্য দেননি।"[২] (৩) "যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৩]

সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র সুললিত কণ্ঠ:

এক দিন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: "আমার সামনে তিলাওয়াত করো।" আরয করলেন: আমি আপনার সামনে কী পড়ব, আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল

১. (আবু দাউদ, কিতাবুল وتر, বাব ইসতিহবাবুত তারতীল ফিল ক্বিরাআত, ২/ ১০৫, হাদিস: ১৪৬৮)
২. (মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া ক্বসরিহা, বাব ইসতিহবাবু তাহসীন...ইত্যাদি, পৃষ্ঠা ৩৯৭, হাদিস: ১৮৪৫ مفهوما, বৈরুত)
৩. (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব ক্বওলিল্লাহি তা'আলা: ওয়া আসিররু ক্বাওলাকুম...ইত্যাদি, ৪/ ৫৮৬, হাদিস: ৭৫২৭)

www.dawateislami.net

হয়েছে। ইরশাদ করলেন: "আমি চাই অন্যের কাছ থেকে শুনতে।" সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তিলাওয়াত করতে থাকলেন এবং প্রিয় নবী, রাসূল আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র চোখ থেকে অশ্রু বইতে লাগলো।[১]

সায়্যিদুনা আবু মূসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র সুললিত কণ্ঠ:

হুযুর নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র ক্বিরাত শুনে ইরশাদ করলেন: "এঁকে দাঊদ عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام 'র মতো সুললিত কণ্ঠ দান করা হয়েছে।"[২] যখন এই কথা হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র কাছে পৌঁছল, তখন তিনি আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি আমার জানা থাকত যে আপনি শুনছেন, তবে আমি আরও সুললিত কণ্ঠে পড়তাম।"[৩]

কুরআনের ভাগ্যবান ক্বারী:

হযরত সায়্যিদুনা ক্বারী হাইসাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি স্বপ্নে প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন: "তুমিই কি হাইসাম যে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে?" আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে দোয়া দিয়ে ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিক।" বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যখন

১. (বুখারী, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, বাব আল-বুকাই ইনদা ক্বিরাতিল কুরআন, ৩/ ৪১৮, হাদিস: ৫০৫৫ সংক্ষেপে)
২. (বুখারী, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, বাব হুসনিস সাউত বিল ক্বিরাআত, ৩/ ৪১৬, হাদিস: ৫০৪৮)
৩. (কুতুল কুলুব, আল-ফাসলুত তাসি' আশার, কিতাবুল জাহর বিল কুরআন...ইত্যাদি, ১/ ১১৩, মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাতে রাযা)

www.dawateislami.net

একত্রিত হতেন, তখন কোনো একজনকে বলতেন যে, "কুরআনের কোনো সূরা শোনাও।"[১]

কুরআন পড়ার সময় কাঁদা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়):

আহা! যদি আমাদের শিক্ষক এবং বাচ্চাদের এই অনুভূতি নসীব হয়ে যায় যে, যখনই একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়), তখন এদিক-সেদিকের কথা বলার পরিবর্তে আমরা তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যাই। একজন তিলাওয়াত করুক এবং বাকিরা মনোযোগ দিয়ে শুনুক অথবা পর্যায়ক্রমে সবাই তিলাওয়াত করুক। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن 'র মুবারক যুগের স্মৃতি তাজা হতে থাকুক। আর আহা! যদি (ভঙ্গি) এমন হয় যে তিলাওয়াতকারীও কেঁদে কেঁদে তিলাওয়াত করে এবং শ্রোতারাও অশ্রুসিক্ত হয়। কারণ কুরআন পড়ার সময় কাঁদা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআন পড়ো এবং কাঁদো, যদি তোমাদের কান্না না আসে, তবে কাঁদার মতো ভান করো।"[২] হযরত সালেহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: আমি স্বপ্নে হুযুর নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সামনে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "হে সালেহ! এ তো কুরআনের তিলাওয়াত, কান্না কোথায়?"[৩] হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা আল্লাহ عَزَّ وَ جَلَّ 'র জন্য সিজদায়ে তিলাওয়াত করো, তখন সিজদা করতে তাড়াহুড়ো করো না,

১. (ইহইয়াউল উলুম, ১/ ৮৪৫)
২. (ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাত ওয়াস সুন্নাত ফীহা, বাব ফী হুসনিস সাউত বিল কুরআন, ২/ ১২৯, হাদিস: ১৩৩৭)
৩. (ইহইয়াউল উলুম, ১/ ৮৩৬)

www.dawateislami.net

যতক্ষণ না কাঁদতে শুরু করো। যদি তোমাদের কারো চোখ না কাঁদে, তবে তার অন্তরকে কাঁদা উচিত।"

কষ্ট করে কাঁদার পদ্ধতি হলো, অন্তরে (দুঃখ) উপস্থিত করা, যাতে কান্না আসে। হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআন (দুঃখ)-এর সাথে নাযিল হয়েছে, সুতরাং যখন তোমরা তার ক্বিরাত করো, তখন (দুঃখ) প্রকাশ করো।"[১]

বিশেষ দিনগুলোতে শিক্ষিকারা মেয়েদের কিভাবে পড়াবেন?

দাওয়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধানে মেয়েদেরও অনেক মাদরাসাতুল মাদীনা আছে, যেখানে শিক্ষিকারাই মেয়েদের পড়ান। প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রীদের শিক্ষিকারা মাদানী কায়দার একক হরফ (বর্ণ) এবং কালিমাত (শব্দ) তো পড়াতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আয়াত পড়াতে পারেন না। একইভাবে নাযেরা ও হিফযের আয়াতও পড়াতে পারেন না এবং স্পর্শও করতে পারেন না। কিন্তু ছাত্রীর নাযেরা ও হিফয কুরআন করীম শুনতে পারেন এবং ভুলও আয়াত না পড়ে বলতে পারেন। সুতরাং মুদাররিসার উচিত রুটিন অনুযায়ী ছাত্রীদের কায়িদা ও নাযেরা এবং হিফযের সবক, সবকী, মনযিল শুনতে থাকা। যেখানে যেখানে ভুল হয়, সেখানে কালিমা ভেঙে ভেঙে ভুল ধরিয়ে দেওয়া।

মাসিকের দিনগুলোতে ছাত্রীরা কী করবে?

এখন প্রশ্ন হলো, প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রীরা মাসিকের দিনগুলোতে কী করবে? কারণ তাদের কুরআন পাক পড়া এবং স্পর্শ করারও অনুমতি

১. (মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুত তাফসীর, বাব আল-ক্বিরাআত বিল হুযন, ৭/ ৩৫১, হাদিস: ১১৬৯৪ (সংক্ষেপে), দারুল ফিকর, বৈরুত)

www.dawateislami.net

নেই। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে সবকী, মনযিলকে মজবুত রাখা যেতে পারে, যাতে সবকী, মনযিল দুর্বল না হয়।

(১) যেমন, মাসিকের ছাত্রীর সবকী পারা যদি ২৬তম পারা হয়, তবে সে ক্লাসের যেকোনো ছাত্রীর, যার সবকী ২৬তম পারা, তার কাছ থেকে নিজের সবকী ঐ মাসিকের ছাত্রীকে শোনাবে। একইভাবে মাসিকের দিনগুলোতে ২৬তম পারা প্রতিদিন সবকী হিসেবে কোনো না কোনো ছাত্রীর কাছ থেকে শুনতে থাকবে। (২) মাসিকের ছাত্রীর মনযিলের পারা যদি ২৫তম হয়, তবে ক্লাসের যে ছাত্রীর মনযিল পারা ২৫তম, সে নিজের মনযিলের পারা ঐ মাসিকের ছাত্রীকে শোনাবে। তারপর একইভাবে ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন ঐ মাসিকের ছাত্রী যে পারাগুলো হিফয করেছে, ক্লাস থেকে যে ছাত্রী সেই পারাগুলোর কোনো একটি পারা হিফয করেছে, মাদরাসা সেই ছাত্রীর দায়িত্ব দেবে যে সে নিজের মনযিলের পারা ঐ মাসিকের ছাত্রীকে শোনাবে এবং মাসিকের ছাত্রী শব্দ ভেঙে ভেঙে ভুল ধরিয়ে দেবে। (৩) মাসিকের ছাত্রী যেহেতু নিজে সবক, সবকী, মনযিল শোনাতে পারে না, তাই মুদাররিসার উচিত ঐ মাসিকের ছাত্রীকে ব্যস্ত রাখুন এবং মনযিলের একাধিক পারা শোনার জন্য মাসিকের ছাত্রীকে দিন এবং মনোযোগের সাথে শোনার নির্দেশ দিন, যাতে শোনার কারণে মাসিকের ছাত্রীর মনযিলও মজবুত হয়। (৪) যদি মাসিকের ছাত্রীর হিফয করা পারা ক্লাসের কোনো ছাত্রীর না থাকে, তবে সেই পারাগুলোর অডিও রেকর্ডিং শোনার দায়িত্বও দেওয়া যেতে পারে যে প্রতিদিন ২ বা ৩ পারার রেকর্ডিং হ্যান্ডসফ্রি লাগিয়ে ক্লাসে বসে মাসিকের ছাত্রী শুনবে। (৫) বাড়িতেও মাসিকের ছাত্রী মনযিল মনে রাখার জন্য অডিও রেকর্ডিং শুনে নিজের পারাগুলোকে মজবুত করতে পারে। (৬) মাসিকের

www.dawateislami.net

দিনগুলোতে ছাত্রীকে পারাগুলোর রুকু নম্বরও (মুখস্থ) করানো যেতে পারে। (৭) মাসিকের দিনগুলোতে ছাত্রীর জন্য ফরয ইলম সম্পর্কিত ইসলামী বোনদের নামায, পর্দা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কিতাব থেকে অধ্যয়ন করাও উপকারী হবে।

মারপিট ছাড়া কিভাবে পড়াবেন?

আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মারপিট করা শিক্ষকদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন যে, ۞ উস্তাদদের প্রতি تاکید (বিশেষ নির্দেশ) হলো, ছাত্র যতই অপরাধ করুক, লাঠি দিয়ে মারা তো দূরের কথা, তাকে হাতও লাগাবেন না। ۞ শাস্তি দেওয়ার সময় এটা মনে রাখা উচিত যে, যদি এই জায়গায় আমার ছেলে থাকত, তবে আমার অনুভূতি কী হতো? ۞ নিজের স্বার্থে বা কারো উস্কানিতে শাস্তি দেওয়া ব্যক্তিকে কবর ও কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির কথা ভোলা উচিত নয়। ۞ মারধর ছাড়াও এমন কোনো সাজা দেবেন না যা ছাত্রকে আপনার প্রতি বিদ্রোহী করে তোলে। বারবার বকাঝকার কারণে ছাত্র লজ্জাহীন হওয়ার সাথে সাথে নিজের উস্তাদের প্রতি বিদ্বেষীও হতে পারে। ۞ যদি দোষী ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে, তবে তারই মঙ্গলের নিয়তে তার স্বাস্থ্য ও শক্তির সহ্যক্ষমতা অনুযায়ী এই ধরনের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ক্লাসে ভদ্র ভাষায় বোঝানো, দাঁড় করিয়ে রাখা, ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, দাঁড় করিয়ে দুই হাত উপরে রাখানো (দেয়ালের সাথে হেলান দেবে না এবং হাতে ভাঁজও রাখবে না, এর খেয়াল রাখবেন) ইত্যাদি।[১]

১. (রাহনুমায়ে মুদাররিসীন, পৃষ্ঠা ৯, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী)

www.dawateislami.net

এই কথা তো নির্ধারিত যে, ছাত্রদের উপর শয়তান খুব বেশি আক্রমণ করে। বাচ্চার একদিন মাদরাসায় না যাওয়া এবং তার সবকের অনুপস্থিতি শয়তানের জন্য খুব খুশির কারণ হয়। সুতরাং, নফস ও শয়তানের এই আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য সবকে অলসতা করা বাচ্চাদের এভাবেও তাদীব (শাসন) করা যেতে পারে: ۞ ৩১৩, ৫০০ বার দরুদ পাক পড়া। ۞ ৫০০ বার سُبْحَانَ الله, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বা اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া। ۞ সময় মাকরুহ না হলে ৪ রাকাত নফল নামায আদায় করা। ۞ ৭০ বার ইস্তেগফার পড়া। ۞ মনযিলের ২টি অতিরিক্ত পারা দেখে তিলাওয়াত করা, ইত্যাদি। আশা করা যায়, এভাবে শয়তানের মুখ কালো হবে এবং ভবিষ্যতে বাচ্চার অলসতা কমে আসবে। (এবং আওরাদ ও ওযাইফ তাদীব হিসেবে মাঝে মাঝে করালেই উপকার হয়।)

বোঝান, কারণ বোঝানো উপকারী:

আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কুরআন পাকে ইরশাদ করেন:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ২৭, আয-যারিয়াত: ৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং বোঝাও, কারণ বোঝানো মুসলমানদের উপকার দেয়।

এই আয়াতের অধীনে তাফসীরে সিরাতুল জিনানে আছে: জানা গেল যে, ভালো কাজের উৎসাহ দেওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকা উচিত। এর একটি উপকার এই যে, যাকে বোঝানো হয় তার সম্পর্কে আশা করা যায় যে সে খারাপ কাজ ছেড়ে ভালো কাজ করতে শুরু করবে। আর দ্বিতীয় উপকার এই যে, ভালো কাজের দাওয়াত দেওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে যায়।[১]

১. (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ২৭, আয-যারিয়াত, আয়াত ৫৫ এর অধীনে, ৯/ ৫১০)

www.dawateislami.net

সাধারণত মাদরাসাতুল মাদীনাতে সম্মিলিতভাবে বোঝানোর ধারা চলে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বোঝানোর অভাব রয়েছে। যেমন, বাচ্চা সবক, সবকী, মনযিলে ভুল করলো, তখন বকাঝকা করে বাচ্চাকে বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত বোঝানোর মানসিকতা থাকে না, অথবা যদি একবার বোঝানো হয়, তবে দ্বিতীয়বার বোঝানোর মানসিকতা থাকে না। যার কারণে বাচ্চা সংশোধন থেকে বঞ্চিত থেকে যায় এবং ফলস্বরূপ পরের দিন বাচ্চা আবার সেই একই ভুল করে। তখন শিক্ষক বিরক্ত হয়ে বা রাগে বাচ্চাকে শাস্তি দেন। শিক্ষকের উচিত নিজেকে স্বাভাবিক রাখা এবং বাচ্চাদের বেশি বেশি বোঝানোর ধারা বজায় রাখা। আর বাচ্চাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি করা যে তারা মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ার জন্য এসেছে, তাদের নাযেরা বা হিফয দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, এর জন্য তাদের নিজেদের সবক, সবকী বা মনযিল ভালোভাবে মুখস্থ করে শোনাতে হবে ইত্যাদি।

বাচ্চাদের বোঝানোর বিষয়ে মাদরাসাতুল মদীনার একজন নাযিম সাহেবের পদ্ধতি খুব ভালো লাগলো। যেমন, কোনো শিক্ষক বাচ্চাকে এইজন্য নাযিম সাহেবের দফতরে পাঠালেন যে, সবকে ভুল ছিল। তখন নাযিম সাহেব বাচ্চাকে কিছুটা এভাবে বোঝালেন যে, "সব বাচ্চারা তাদের সঠিক সবক শুনিয়েছে এবং তাদের পরের দিনের সবকও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনি ভালোভাবে মুখস্থ করেননি, যার কারণে আপনার সবক কাঁচা হয়ে গেছে। সব বাচ্চারা কাল তাদের নতুন সবক শোনাবে, অথচ আপনি আবার সেই সবকই শোনাবেন, আপনার সবক একদিন পিছিয়ে গেল। তারপর আপনি মনোযোগ দিয়ে সবক মুখস্থ করেননি, যার কারণে ক্বারী সাহেবও আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনার পিতামাতার কাছে

www.dawateislami.net

যখন এই কথা পৌঁছবে, তখন তারাও চিন্তিত হবেন। বেশি পড়ার কারণে যে সওয়াব পাওয়ার কথা ছিল, তা থেকেও বঞ্চিত হলেন। আমার সামনেও আপনার গুরুত্ব কমে গেল। যদি আপনি ক্রমাগত চেষ্টা করতেন, যেমন আগে করছিলেন, এবং সঠিক সবক শুনিয়ে দিতেন, তবে আমার এবং আপনার মূল্যবান সময়ও এই কাজে নষ্ট হতো না। আশা করি, আপনি ভবিষ্যতে অভিযোগের সুযোগ দেবেন না এবং এখন আপনি এই সবক এত ভালোভাবে মুখস্থ করে শোনাবেন যে, আপনার ক্বারী সাহেব আমার সামনে এসে আপনার প্রশংসা করবেন যে, অমুক বাচ্চা তো খুব ভালো হয়ে গেছে, এখন তার সবকে কোনো ভুল নেই ইত্যাদি।"

এইভাবে বোঝানোর ফলে খুব উপকার দেখা গেছে। সুতরাং শিক্ষকদের কাছে আবেদন যে, বাচ্চাকে তার ভুলের জন্য বোঝান এবং বকাঝকা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকুন। কিছু শিক্ষকের এই অভ্যাস থাকে যে, তারা বাচ্চাদের খারাপ নামে ডাকে বা ব্যঙ্গাত্মক কথা বলে, যার কারণেও কিছু বাচ্চা হতাশ (Disheart) হয়ে যায়। এই ধরনের আচরণ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি, যাতে বিরক্ত হয়ে বাচ্চা মাদরাসা ছেড়ে না যায় বা দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিই নারায না হয়ে যায়। এমনিতেও নম্রতার সাথে যে কাজ করা যায়, তা কঠোরতার সাথে করা যায় না। কঠোরতার ফলে সাধারণত ক্ষতিই হয়। হাদিস শরীফেও নম্রতা ও সহনশীলতার অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নম্রতার ফযিলত:

নম্রতার চারটি অক্ষরের অনুপাতে চারটি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) "নিশ্চয় আল্লাহ পাক নম্রতা প্রদর্শনকারী এবং নম্রতাকে পছন্দ করেন। আর যে পুরস্কার নম্রতার উপর দান করেন, তা কঠোরতার উপর দান করেন না।"[১] (২) "যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত হলো, সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।"[২] (৩) "যে জিনিসে নম্রতা থাকে, তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং যে জিনিস থেকে নম্রতা চলে যায়, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়।"[৩] (৪) "যখন আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ কোনো পরিবারের লোকদের পছন্দ করেন, তখন তাদের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করে দেন।"[৪]

ছুটি নিয়ন্ত্রণের উপায়:

মাদরাসাতুল মদীনার শিক্ষকদের একটি বড় অংশ আছে যাদের এই অভিযোগ থাকে যে, বাচ্চারা খুব ছুটি করে, যার ফলে শিক্ষার ক্ষতি হয়। এই বিষয়ে কিছু নির্দেশিকা অনুসরণ করে বাচ্চাদের ছুটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে:

(১) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র বাণী: "উৎসাহের জন্য নিজে উৎসাহের প্রতিমূর্তি হয়ে যান।" অভিজ্ঞতা এটাই যে, যে শিক্ষকরা নিজে ছুটি করেন না, তাদের ক্লাসের বাচ্চারাও খুব কম ছুটি করে। যে শিক্ষকরা নিজে অকারণে ছুটি করেন, তারা তাদের বাচ্চাদের ছুটি না করার উৎসাহ কিভাবে দেবেন? বাচ্চাদের উপর তাদের উৎসাহের

১. (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাত ওয়াল আদাব, বাব ফাযলির রিফক, পৃষ্ঠা ১০৭২, হাদিস: ৬৬০১)
২. (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাত ওয়াল আদাব, বাব ফাযলির রিফক, পৃষ্ঠা ১০৭২, হাদিস: ৬৫৯৮)
৩. (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাত ওয়াল আদাব, বাব ফাযলির রিফক, পৃষ্ঠা ১০৭৩, হাদিস: ৬৬০২)
৪. (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুস সায়্যিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, ৯/ ৩৪৫, হাদিস: ২৪৮১, দারুল ফিকর, বৈরুত)

www.dawateislami.net

প্রভাব পড়বে না। যদি আপনি চান যে বাচ্চারা ছুটি না করুক, তবে সবার আগে নিজে ছুটি করা ছেড়ে দিন এবং তারপর বাচ্চাদের উৎসাহ দিন।

(২) বাচ্চাদের এভাবে উৎসাহ দেওয়া হোক যে, ছুটি করার ফলে আপনি কুরআন তিলাওয়াতের প্রচুর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কারণ যে বাচ্চা প্রতিদিন মাদরাসাতুল মদীনায় আসে, যেমন সে যদি ১৬ লাইন সবক শোনায়, এক পারা সবকী এবং এক পারা মনযিল শোনায়, একইভাবে সবকী, মনযিলে পুনরাবৃত্তি -এর ধারা চলে এবং সবকী, মনযিল শোনানোর আগে কমপক্ষে একবার করে পারা পড়তে হয়। এভাবে প্রায় প্রতিটি বাচ্চা প্রতিদিন মাদরাসার সময়ে ৬ পারার চেয়ে বেশি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। কুরআন মাজীদ, ফুরকানে হামীদ, রব্বুল আলামীনের মুবারক কালাম। এর পড়া সওয়াব, পড়ানো সওয়াব, এর শোনা সওয়াব, শোনানোও সওয়াবের কাজ। কুরআন পাকের একটি হরফ পড়ার বিনিময়ে ১০টি নেকী পাওয়া যায়। ফরমান মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর একটি হরফ পড়বে, তার জন্য একটি নেকী, যা দশটির সমান হবে। আমি বলি না যে 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।"[১] এভাবে অনুভূতি ও উৎসাহ দিয়ে ছুটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

(৩) ছুটি নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় এটাও যে, যে বাচ্চারা ছুটি করে না, শিক্ষক তাদের এভাবে উৎসাহ দেবেন যে, উপস্থিতি রেজিস্টারে প্রতিটি বাচ্চার অবস্থার কলামে উৎসাহব্যঞ্জক শুধু শব্দই লিখবেন না, বরং পুরো ক্লাসের সামনে বর্ণনাও করবেন। যেমন, মুহাম্মদ কাশিফ আত্তারী ৬ মাস

১. (তিরমিযী, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, বাব মা জাআ ফী মান ক্বরাআ হারফাম মিনাল কুরআন...ইত্যাদি, ৪/ ৪১৭, হাদিস: ২৯১০)

www.dawateislami.net

ধরে কোনো ছুটি করেনি, মারহাবা! সাদ মারহাবা! মুহাম্মদ আসাদ আত্তারী গত ২ মাস ধরে কোনো ছুটি করেনি, سُبْحَانَ الله! মুহাম্মদ হাম্মাদ আত্তারী এক মাস ধরে কোনো ছুটি করেনি,

مَاشَآءَالله! এবং সাথে সাথে মাকতাবাতুল মাদীনার পকেট সাইজের রিসালা (পুস্তিকা) উপহার হিসেবেও দিন। এর উপকার এই হবে যে, উৎসাহের কারণে যে বাচ্চা এক মাসে কোনো ছুটি করেনি, সে পরের মাসেও ছুটি করবে না এবং ২ মাসওয়ালা বাচ্চা ৩ মাসে আসবে এবং ছয় মাসওয়ালা আরও এগিয়ে ছুটি করবে না। কারণ বাচ্চার জানা আছে যে, উপস্থিতি রেজিস্টারে আমার উপস্থিতির কলামে লেখা আছে যে, আমার ১ মাস ধরে কোনো ছুটি নেই এবং আমাকে উপহারও দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের উৎসাহের মাধ্যমেও ছুটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। লাহোরের মাদরাসাতুল মদীনার এক ক্বারী সাহেব এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় তাঁর ক্লাসের বাচ্চারা ছুটি করত না, এমনকি অনেক বাচ্চা এমনও ছিল যারা সম্পূর্ণ হিফয করেছে কিন্তু কোনো ছুটি করেনি। আর কারো কারো ১২ মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে কিন্তু তারা কোনো ছুটি করেনি। কারো কারো ৬ মাস ধরে কোনো ছুটি হয়নি এবং সম্পূর্ণ ক্লাসের অবস্থা এই ছিল যে ৩ মাস ধরে কোনো বাচ্চার কোনো ছুটি হয়নি।

(৪) কিছু ক্বারী সাহেবের এই আবেগ থাকে যে, আমাদের ক্লাসের কোনো বাচ্চাই যেন ছুটি না করে। এই আবেগ তো খুব ভালো, কিন্তু সেই ক্বারী সাহেবরা ভুল করেন এই যে, সঠিক কারণ থাকা সত্ত্বেও ছুটি দেন না, যার ফলে বাচ্চাদের মন খারাপ হয়ে যায় এবং তারা যেখানে আধাবেলা ছুটি করার কথা ছিল, সেখানে পুরো দিনের ছুটি করে নেয় যে, ক্বারী সাহেব তো আধাবেলা ছুটি দেবেন না, চলো পুরো দিনের ছুটিই করে নিই।

www.dawateislami.net

যদি সঠিক কারণের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে মাদরাসায় এসে নিজের উপস্থিতি লাগানোর পর ছুটি দেওয়া হয়, তবুও অনুপস্থিতির উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে এবং এভাবে বাচ্চা পরের দিন মাদরাসায় চলে আসে।

(৫) কখনও কখনও কোনও কারণে একটি ছুটি নিতে হয় কিন্তু তা বেশি হয়ে যায়। এমনভাবে যে, যেদিন ছুটি নেওয়া হয়, সেদিন সাধারণত ঘরে সবক, সবকী এবং মনযিল (পূর্বপাঠ ও নতুন পাঠ) মুখস্থ করার তেমন ব্যবস্থা থাকে না। যার ফলে পরের দিনও ছুটি হয়ে যায়, কারণ সবক মুখস্থ করা হয়নি।

কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে যে আরও বেশি দিন, এমনকি এক এক সপ্তাহের ছুটি চলতে থাকে। কারণ এখন ছুটি বেশি হয়ে গেছে এবং অভিভাবককে সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, আর অভিভাবকের নিজের ব্যস্ততার কারণে মাদরাসায় যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। যার ফলে অনেক সময় বাচ্চারা মাদরাসাই ছেড়ে দেয়। সুতরাং, বাচ্চাদের এমনভাবে তরবীয়ত করুন যে, সাধারণ অসুস্থতা বা বিয়ে- শাদি ইত্যাদির ব্যাপারে যদি ছুটির প্রয়োজন হয়, তবে অর্ধ-দিনের ছুটি নিন অথবা মাদরাসায় এসে সবক ইত্যাদি শুনিয়ে ছুটি নিন অথবা মাদরাসায় এসে হাজিরা দিয়ে বাড়ি চলে যান, কিন্তু পুরো দিনের ছুটি যেন না হয়। এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। মাদরাসাতুল মদীনাতে কিছু বাচ্চার মাদরাসায় উপস্থিতির দিক থেকে কার্যকলাপ আশ্চর্যজনক। যতই বড় (বাধ্যবাধকতা) হোক না কেন, বড় বড় আনন্দ বা দুঃখের অনুষ্ঠানেও মাদরাসাতুল মদীনাতে পড়তে চলে আসে, সম্পূর্ণ কুরআন পাক হিফয হয়ে যায় কিন্তু তাদের কোনও ছুটি হয় না। এর কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

www.dawateislami.net

۞ লাহোরের মাদরাসাতু মদীনার একটি বাচ্চা, যার বাবা ইন্তেকাল করেছিলেন, কিন্তু সে মাদারাসাতুল মদীনাতে পড়তে এসেছিল। মাদরাসাতুল মদীনার নাযিম সাহেব নিজেই তাকে ছুটি দিয়েছিলেন যে, তুমি বাড়ি চলে যাও।

۞ লাহোরেরই মাদরাসাতুল মদীনার একটি বাচ্চা, যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, গুরুতর আঘাত পেয়েছিল তার পায়ে ব্যান্ডেজ করা ছিল, কিন্তু সে মাদরাসাতুল মদীনায় চলে এসেছিল। মাদরাসাতুল মদীনা থেকে ছুটি নেয়নি, যাতে মাদরাসায় তার অনুপস্থিতি না লাগে। মাদরাসাতুল মদীনার নাযিম সাহেব হাজিরা লিখিয়ে বাচ্চাটিকে ছুটি দিয়ে দেন।

۞ ছুটি না করার এই আবেগ সত্যি প্রশংসার যোগ্য! এক মাদরাসাতুল মদীনায় দুই ভাই পড়ত। তাদের এক আত্মীয়ের ইসলামাবাদে বিয়ে ছিল। তারা একদিন হাফ-ডে (অর্ধ দিবস) ছুটি নিয়ে ট্রেনের মাধ্যমে ইসলামাবাদ চলে যায় এবং রাতে বরযাত্রায় অংশ নেয়। পরের দিন দুপুরে ওয়ালিমাতে (বৌভাত) অংশ নেয় এবং বিমানে করে ফিরে আসে। ছুটির সময় শেষ হওয়ার আগেই মাদরাসায় পৌঁছে যায়। এভাবে লাহোর থেকে ইসলামাবাদে দুই দিন বিয়েতে অংশ নিয়েও মাদরাসায় তাদের অনুপস্থিতি হয়নি। মাদরাসাতুল মদীনাতে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে বাচ্চারা ছুটি ছাড়াই তাদের নাযেরা এবং হিফয সম্পন্ন করে। শিক্ষক এবং নাযিমদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন যারা বছরের পর বছর মাদরাসাতুল মদীনা থেকে ছুটি নেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শিক্ষক এবং বাচ্চাদের ছুটি না করার ২০১৮ সালের কারকারদেগী:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ২০১৮ সালে ৫৪৮ জন বাচ্চা ছুটি ছাড়া হিফয ও নাযেরা সম্পন্ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং এমন শিক্ষক ও নাযিম, যারা ছুটি নেননি, তাদের সংখ্যা ৩৩৭। যদিও আনন্দ ও দুঃখের এমন অনেক উপলক্ষ আসে যেখানে অংশ নেওয়া খুব জরুরি, কিন্তু এই শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর বাচ্চাদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেন। যেখানে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য বছরে ১২টি ছুটির অনুমতি রয়েছে।

বাচ্চাদের গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান:

ক্বারী সাহেবরা তাদের ক্লাসের প্রত্যেক বাচ্চাকে গুরুত্ব দেবেন। কোনো বাচ্চাকেই অবহেলা করবেন না, কারণ হতে পারে যে, বাচ্চাকে বাহ্যিকভাবে সাধারণ মনে হচ্ছে, সে হয়তো ভবিষ্যতের অনেক বড় মুফতি হবে বা দা'ওয়াতে ইসলামীর অনেক ভালো মুবাল্লিগ (প্রচারক) হবে অথবা দা'ওয়াতে ইসলামীর কোনো রুকনে শূরা (কেন্দ্রীয় মজলিসের সদস্য) হবে। আমাদের পূর্বসূরীরা তাদের ছাত্রদের কতটা গুরুত্ব দিতেন এবং কীভাবে তাদের উৎসাহিত করতেন, সে সম্পর্কে একটি ঘটনা নিচে দেওয়া হলো:

মুসান্নিফে আব-এ-কাউসার, মুফতি মুহাম্মদ আমীন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাসায় নলকূপ (Hand Pump) লাগানো হচ্ছিল। তিনি দরসে হাদিস থেকে অবসর হয়ে বাসায় এলেন এবং নলকূপ

www.dawateislami.net

যারা লাগাচ্ছিল তাদের বললেন যে, এখন ছুটি করো, কারণ এটা আরামের সময়। যোহরের পর কাজ শেষ করে নিও।

তাদের চলে যাওয়ার পর, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে এবং আমার বড় ভাই হযরত মাওলানা হাজী মুহাম্মদ হানীফ সাহেবকে ডাকলেন এবং বললেন যে, মিস্ত্রি নলকূপ লাগানোর জন্য বালি বের করছিল, তারা যোহরের পর আসবে, এখন তোমরা দুজন বালি বের করো। আমরা দুই ভাই সবে এক বালতি বালি বের করেছিলাম, তখন তিনি বললেন, এখন থাক। এ কথা শুনে আমরা দুজন লজ্জিত হলাম যে, হয়তো আমরা কাজটা ঠিকমতো করতে পারিনি। তিনি আমাদের লজ্জা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, "যাদের কাজ, তারাই করবে। তোমাদের দুজনকে এজন্য ডেকেছিলাম যাতে তোমাদের হাত লেগে যায়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله পানি মিষ্টি বের হবে।"[১]

মাদরাসাতুল মদীনার এক শিক্ষকের উৎসাহ দেওয়ার একটি খুব সুন্দর পদ্ধতি দেখা গেছে। তিনি বাচ্চার ভালো পারফরম্যান্স প্রথমে নাযিম এবং অভিভাবকের সামনে বর্ণনা করেন এবং কখনো যদি বাচ্চার সবক মনে না রাখা বা সবকী ও মনযিলের ভুলের দুর্বলতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য থাকত, তখন এভাবে বলতেন, "এই বাচ্চাটা খুব ভালো, সবক খুব ভালো শোনায়, সবকীও ভালো শোনায় এবং ডিসিপ্লিনও খুব ভালো। ইউনিফর্মও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু আজ মনযিলে সে এতগুলো ভুল করেছে। যদি মনযিলের ভুলগুলো দূর করে নেয়, তাহলে তার পারফরম্যান্সে চারটি চাঁদ লেগে যাবে।" এভাবে অভিযোগ কম এবং উৎসাহ বেশি অনুভূত হয়। বাচ্চাটিও হতাশ হয় না এবং সবক বা মঞ্জিলের দুর্বলতাও দূর হয়ে যায়।

১. (ফয়যানে মুহাদ্দিসে আ'যম পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ৩৭, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী)

www.dawateislami.net

এই শিক্ষকের মধ্যে আরেকটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি তার ক্লাসে আসা কোনো বাচ্চাকে মাদরাসা ছাড়তে দিতেন না। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, বাচ্চা মাদরাসা ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু ক্বারী সাহেব সেই বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। কিছু বাচ্চা হিফয চলাকালীন কয়েকবার মাদরাসা ছেড়েছিল, কিন্তু সেই ক্বারী সাহেব সাহস হারাননি এবং তাদের আবার মাদরাসায় নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার কৃপায় সেই বাচ্চাদের হিফয সম্পন্ন করাতে সফল হয়েছেন। আল্লাহ্ করীম তাদের আরও বরকত দান করুক, তাদের এই প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুক ,আমীন।

হিফয ও নাযেরার বাৎসরিক সমাপনী কর্মসূচী:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনাতে প্রতি বছর হাজার হাজার বাচ্চা এবং বাচ্চিরা হিফয ও নাযেরা সম্পন্ন করার সৌভাগ্য অর্জন করে। মাদরাসাতুল মদীনা মজলিসের পক্ষ থেকে নিয়মিত সমাপনী কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে, যেখানে মাদরাসাতুল মদীনার প্রত্যেক শিক্ষক, নাযিম, কাবীনা নাযিম, যোন নাযিম, রিজিওন নাযিম এবং মজলিসের তত্ত্বাবধায়ককে নিয়মিত একটি লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয় যে, এক বছরে প্রত্যেক শিক্ষক এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলরা তাদের মাদরাসা থেকে কতজন হাফিয এবং নাযেরা সম্পন্নকারী বাচ্চা তৈরি করবেন। ২০১৯ সালের সমাপনী কর্মসূচী নিচে দেওয়া হলো:

www.dawateislami.net

ইজারা নবায়নের উপর মাদরাসাতুল মদীনা (বালক) এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯

নং	দায়িত্ব	ফলাফলের কারকারদেগী		হিফয		নাযেরা		খণ্ডকালীন ফলাফল		খণ্ডকালীন নাযেরা	
		উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম
১	শিক্ষক	৮০	৭০	৬	৪	১৬	১২	৭৫	৬৫	৮	৭
২	নাযিম	৮০	৭০	৪	৪	১২	১০	৭৫	৬৫	৬	৫
৩	কাবীনা নাযিম	৮০	৭০	৪	৩	১২	১০	৭৫	৬৫	৫	৪
৪	যোন নাযিম	৮০	৭০	৩	২	১০	৮	৭৫	৬৫	৫	৪
৫	প্রাদেশিক নাযিম	৮০	৭০	৩	২	৮	৭	৭৫	৬৫	৪	৩
৬	পাকিস্তান দায়িত্বশীল	৮০	৭০	৩	১	৭	৬	৭৫	৬৫	৩	২

ইজারা নবায়নের উপর মাদরাসাতুল মাদীনা (বালিকা) এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯

নং	দায়িত্ব	ফলাফলের কারকারদেগী		হিফয		নাযেরা		খণ্ডকালীন ফলাফল		খণ্ডকালীন নাযেরা	
		উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	মধ্যম
১	শিক্ষকা	৮০	৭০	৫	৪	১২	১০	৭৫	৬৫	৮	৬
২	নাযিমা	৮০	৭০	৪	৩	১০	৮	৭৫	৬৫	৬	৫
৩	কাবীনা নাযিমা	৮০	৭০	৩	২	১০	৮	৭৫	৬৫	৫	৪
৪	যোন নাযিমা	৮০	৭০	৩	২	৮	৬	৭৫	৬৫	৫	৪
৫	পাকিস্তান দায়িত্বশীল	৮০	৭০	২	১	৬	৫	৭৫	৬৫	৪	৩

www.dawateislami.net

মাদারাসাতুল মদীনাতে বেশিরভাগ শিক্ষকই এমন আছেন যারা মুমতায (চমৎকার) মানের সাথে তাদের কারকারদেগী পূর্ণ করেন এবং কিছু শিক্ষকের কারকারদেগী তো সত্যিই ঈর্ষণীয় হয়।

হাফিয ও নাযেরা তৈরি করা শীর্ষ ২৬ জন শিক্ষক ২০১৮

হাফিয ও নাযেরা তৈরি করা শীর্ষ ২৬ জন শিক্ষক ২০১৮
(মাদরাসাতুল মদীনা পাকিস্তান)

নং	যোন	শিক্ষক	মাদরাসাতুল মদীনা	সংখ্যা	যোন	শিক্ষক	মাদরাসাতুল মদীনা	সংখ্যা
১	হুজাইরী	ইমরান আত্তারী	গুলজারে হাবীব	২৮	আত্তারী	আসিম আত্তারী	গুলশানে রাভী	৯৪
২	তিরমিযী	মুহাম্মদ আসলাম আত্তারী	ফাগওয়াড়ী	১৫	হুজাইরী	ইরফান আত্তারী	নূরানী মসজিদ	৭০
৩	চিশতী	মুযাম্মিল আত্তারী	খাড়িয়ানওয়ালা	১৪	সোহরা-ওয়ার্দী	মুহাম্মদ ইকবাল	ইশাআতুল ইসলাম	৬৩
৪	হুজাইরী	আলী হাসান আত্তারী	জামালে মুস্তফা	১৪	তিরমিযী	মুহাম্মদ কাশিফ আত্তারী	আত্তার নগর	৫৬
৫	চিশতী	আব্দুল জব্বার আত্তারী	উসমান টাউন	১৩	হুজাইরী	আকীক আত্তারী	ফয়যানে মদীনা শেখুপুরা	৫৪
৬	চিশতী	যহীর আত্তারী	তাজদারে মদীনা	১২	হুজাইরী	শফীক আত্তারী	গুলজারে হাবীব	৫৩
৭	চিশতী	উসমান আত্তারী	সারসায়্যিদ	১২	হুসাইনী	ইফতিখার শাহ	ফয়যানে মদীনা মিয়ানওয়ালী	৫২
৮	চিশতী	মুহাম্মদ আলী রযভী	ফয়যানে মদীনা ওকারা	১২	চিশতী	মুহাম্মদ ইসলাম আত্তারী	বাংগে ওয়ালী মসজিদ	৫১
৯	হুজাইরী	সলীম আত্তারী	গুলিস্তানে মদীনা	১২	হুজাইরী	আমজাদ আত্তারী	ফয়যানে মদীনা শেখুপুরা	৪৯
১০	হুজাইরী	আদনান আত্তারী	পুরানা কাহনা	১২	তিরমিযী	আব্দুল মজিদ আত্তারী	ফয়যানে মদীনা গুজরানওয়ালা	৪৪
১১	হুজাইরী	হাসান সাঈদ আত্তারী	নাগিয়ানা	১২	চিশতী	মুহাম্মদ আযম আত্তারী	ফয়যানে মদীনা সরদারাবাদ	৪১
১২	হুজাইরী	ইয়াসীন আত্তারী	গুলশানে রাভী	১২	চিশতী	ইয়াফূর আত্তারী	ফয়যানে মদীনা সরদারাবাদ	৪০
১৩	হুজাইরী	জামীল আত্তারী	ফয়যানে মদীনা শেখুপুরা	১২	হুজাইরী	যমযম আত্তারী	আমির টাউন	৪০

www.dawateislami.net

১৪	সিদ্দীকী	মুহাম্মদ কামরান আত্তারী	ফালিয়া	১১	চিশতী	মুহাম্মদ ইরফান আত্তারী	মিয়াঁ চন্নু	৩৯
১৫	সোহরা-ওয়ার্দী	গোলাম বীর	উসমান পুরা	১১	হুজাইরী	বিলাল আত্তারী	ফয়যানে মদীনা কাহনা	৩৯
১৬	তিরমিযী	মুহাম্মদ জিশান আত্তারী	মুঘলান মসজিদ আলীপুর	১১	সোহরাওয়ার্দী	উসমান সলীম	ফয়যানে মদীনা	৩৮
১৭	ফারুকী	মুহাম্মদ সাঈদ	গুলজারে হাবীব	১১	হুজাইরী	বিলাল আত্তারী	গাড়হী শাহু	৩৮
১৮	সিদ্দীকী	সাখাওয়াত আলী বাট	ওকী	১১	সিদ্দীকী	মুহাম্মদ আমীন আত্তারী	ফয়যানে মদীনা কুনজাহ	৩৮
১৯	সিদ্দীকী	নসীর আহমদ	মসজিদ বিলাল শিয়ালকোট	১১	তিরমিযী	মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী	আরাফাত কলোনী	৩৭
২০	সিদ্দীকী	লিয়াকত আলী	দহীদ ওয়ালী ডাসকা	১১	চিশতী	ওসীম আত্তারী	আদম চক	৩৭
২১	চিশতী	মুহাম্মদ উমাইর আত্তারী	পিন্সরা	১১	তিরমিযী	মুহাম্মদ আযীম আত্তারী	তালওয়ান্ডী	৩৬
২২	চিশতী	শাহসাওয়ার	চীচা ওয়াতনী	১১	চিশতী	লিয়াকত আত্তারী	গুলজারে মদীনা আরিফওয়ালা	৩৬
২৩	চিশতী	মুহাম্মদ আনওয়ার আত্তারী	উসমান টাউন	১১	চিশতী	ইয়াসির আত্তারী	৯৭ গোজরা	৩৬
২৪	চিশতী	মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী	খাড়িয়ানওয়ালা	১১	হুজাইরী	সাবির আত্তারী	শানে আত্তার	৩৬
২৫	চিশতী	মুহাম্মদ আকাশ আত্তারী	ফয়যানে মদীনা সামুন্দারী	১১	হুজাইরী	আখলাক আত্তারী	সোদিওয়াল	৩৬
২৬	গাযালী	কমর উসমান	গোন্ডাল	১১	হুজাইরী	মুহাম্মদ আসিফ আত্তারী	তুফাইল মসজিদ	৩৫

সফলতার জন্য অবিচল থাকা অপরিহার্য:

যেকোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য অবিচল থাকা এবং দৃঢ়সংকল্প হওয়া অপরিহার্য। বুযুর্গদের এই উক্তিটিও খুব সুন্দর: "اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ" অর্থাৎ, ইস্তিকামাত (অবিচলতা) কারামাতের (অলৌকিক ঘটনা) চেয়েও শ্রেষ্ঠ।[১] মাদরাসাতুল মদীনাতে সেই শিক্ষকরাই

১. (জান্নাতের আবেদনকারীদের জন্য মাদানী ফুলের তোড়া, পৃষ্ঠা ২২, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)

www.dawateislami.net

বেশি হিফয ও নাযেরা সম্পন্ন করাতে সফল হন, যারা ইস্তিকামাতের সাথে একই মাদরাসাতুল মদীনাতে দীর্ঘ সময় ধরে পাঠদানে সফল হন।

ইস্তিকামাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি:

কিছু শিক্ষকের পক্ষ থেকে প্রায়শই এ ধরনের আবেদন আসতে থাকে, যেমন- ۞ আমার বাড়ির কাছে মাদরাসাতুল মদীনা খোলা হয়েছে, আমাকে আমার বাড়ির কাছের মাদরাসায় বদলি করে দিন। ۞ আমি বাড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দূর থেকে প্রতিদিন অনেক কষ্ট করে আসি, যেখানে আমাদের বাড়ি থেকে ৩ কিলোমিটার দূরেও একটি মাদরাসাতুল মদীনা আছে। আমাকে আমার বাড়ির কাছের মাদরাসায় বদলি করে দিন। ۞ আমার এই মাদরাসাতুল মদীনাতে সমস্যা হচ্ছে, আমাকে অমুক মাদরাসাতুল মদীনাতে স্থানান্তর করে দিন। ۞ আমার অমুক শিক্ষক বা নাযিমের সাথে মানসিক মিল হচ্ছে না, আমাকে অমুক মাদরাসাতুল মদীনাতে স্থানান্তর করে দিন। ۞ এই মাদরাসাতুল মদীনাতে বাচ্চারা দুর্বল, তাই আমার ফলাফল ভালো বা মুমতায (চমৎকার) হয় না। সুতরাং, আমাকে অমুক মাদরাসাতুল মদীনাতে পাঠিয়ে দিন। ۞ আমার এই মাদরাসাতুল মদীনা তেমন লাগছে না, তাই আমাকে অমুক মাদরাসাতুল মদীনা-তে পাঠিয়ে দিন। ۞ এখানে সুযোগ-সুবিধা অনেক কম, অমুক মাদরাসাতুল মদীনাতে বেশি আছে, তাই আমাকে সেখানে স্থানান্তর করে দিন। ۞ এখানকার আবহাওয়া ঠান্ডা বা গরম। ۞ এখানকার পরিবেশ ঠিক নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ, যদি আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের দিকে তাকাই যে, তারা কত কঠিন সমস্যার মধ্যে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং তারপর সারাজীবন সেই প্রতিষ্ঠানেই দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত থেকেছেন। আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে এমন

www.dawateislami.net

অনেকেই আছেন, যাদের মাযার সেই মাদরাসার প্রাঙ্গণেই তাদের বরকত ছড়াতে দেখা যায়। সেই বুযুর্গদের কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো না? তাদের কি (দুশ্চিন্তা) আসত না? তারা কি সবাই নিজেদের বাড়ির কাছের মাদরাসা বা দরসগাহে পড়াতেন? না, কখনোই না। বরং তারা যেখানেই দ্বীনের খেদমতের সুযোগ পেতেন, সেখানেই নিজেদের ঘর বানিয়ে নিতেন এবং অনেকের সেখানেই মাযারও তৈরি হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর পবিত্র সত্তাকেই দেখুন, যখন আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা করাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলো, তখন এর আবাদ করার জন্য তিনি নিজের বাড়িই পরিবর্তন করে নিলেন এবং ফয়যানে মদীনার কাছে পীর কলোনীতে বসবাস শুরু করলেন।

সমস্যা সত্ত্বেও ইস্তিকামাত (অবিচলতা):

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদরাসাতুল মদীনাতেও এমন অনেক শিক্ষক আছেন যারা অন্য শহর থেকে এসে মাদরাসাতুল মদীনাতে পড়াচ্ছেন বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন। আর মজলিস যে মাদরাসাতুল মদীনা-তে তাদের নিয়োগ দিয়েছে, সেখানেই তারা কেবল নিজেদের খেদমতই করছেন না, বরং তারা কখনো এই দাবিও করেননি যে, আমার এখানে সমস্যা হচ্ছে, আমাকে অমুক মাদরাসাতুল মদীনাতে পাঠিয়ে দিন। যদিও কিছু জায়গায় শুরুতে তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তারা খুশি মনে এবং সুন্দরভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করেন এবং সমস্যা ও দুশ্চিন্তার কারণে পালিয়ে যাওয়ার পথ অবলম্বন করেন না। আর এক সময় আসে যখন তাদের সেই সমস্যাগুলোও সমাধান হয়ে যায় এবং তারা সেখানকার পরিবেশেও নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন।

অকারণে বদলির ক্ষতি:

বদলি হওয়ার বেশিরভাগ আবেদন সাধারণত নতুন শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আসে, যারা পড়ানোর ক্ষেত্রে ততটা দক্ষ হন না এবং ছোটখাটো বিষয়ে চিন্তিত হয়ে যান। বারবার বদলি হওয়ার কারণে বাচ্চাদের পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হয়, বিশেষ করে হিফয বিভাগে তো অনেক বাচ্চাই মাদরাসা ছেড়ে দেয়। অনেক বাচ্চার মনযিল দুর্বল হয়ে যায়। যে শিক্ষকের বদলি হয়, তার অন্য ক্লাসের বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে সময় লাগে এবং সেই ক্লাসে যে ক্বারী সাহেব আসবেন, তিনিও বাচ্চাদের সেইভাবে পড়াতে পারবেন কিনা, সেটাও নিশ্চিত নয়। বরং অনেক সময় বদলির পর বদলি হতে থাকে, কারণ সেই ক্বারী সাহেবেরও মাদরাসায় মন লাগে না। দুই মাস পর তিনিও বদলির আবেদন করেন এবং এভাবে বাচ্চাদের পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি হতে থাকে।

অনেক সময় এমনও হয় যে, এক বদলির কারণে অনেকগুলো বদলি হতে থাকে। অর্থাৎ, এক শিক্ষক কয়েক কিলোমিটার বাড়ির কাছে চলে আসেন, কিন্তু তার কারণে ২ থেকে ৩ বা ৪টি ক্লাসের বাচ্চারা ডিস্টার্ব হয়। যেমন, এক শিক্ষকের জায়গা তৈরি করার জন্য অন্য শিক্ষকের বদলি করতে হয়। যে ক্লাসে এই শিক্ষক যাবেন, তার জন্য বাচ্চারা নতুন হবে এবং যে জায়গা থেকে শিক্ষক বদলি হয়ে আসবেন, সেখানকার বাচ্চাদের জন্যও তিনি নতুন শিক্ষক হবেন। এতে অভিভাবকরাও অসন্তুষ্ট হন, যদিও বদলি শিক্ষকের অনুরোধেই করা হয়। তাই, সমস্ত শিক্ষকদের কাছে আবেদন যে, যে যেখানে পড়াচ্ছেন, সেখানেই আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে পড়াতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله সময় যাওয়ার সাথে সাথে সমস্যাগুলোও সমাধান হয়ে যাবে এবং মনও লেগে যাবে। তবুও যদি সমস্যা হয়, তাহলে

www.dawateislami.net

নিজেদের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধান করুন। অবিলম্বে বদলি করানো সমস্যার সমাধান নয়। ধরুন, আপনার কথামতো বদলি হয়েও গেল এবং যেখানে বদলি হয়েছে, সেখানেও যদি একই ধরনের সমস্যা হয়, তাহলে তখন কী করবেন?

যেসব শিক্ষকের বাড়ি মাদরাসাতুল মদীনা থেকে দূরে, প্রয়োজনে তাদের বাড়ির কাছেও বদলি করা হয়। কিন্তু প্রত্যেককে যদি বাড়ির কাছে বদলি করা হয়, তাহলে দূর-দূরান্তের মাদরাসাতুল মদীনাতে কে পড়াবে? আর অনেক ইসলামী ভাই اَلْحَمْدُ لِلّٰه দীর্ঘ সময় ধরে একই মাদরাসাতুল মদীনাতে পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করছেন। হায়! প্রত্যেক শিক্ষক ও দায়িত্বশীলের এই মানসিকতা তৈরি হয়ে যাক যে, আমার মজলিস আমাকে যেখানে রাখবে, যে দায়িত্ব দেবে, আমি সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব। যদি মাদরাসাতুল মদীনা বাড়ি থেকে দূরেও হয়, তবুও মন লাগিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করব। অকারণে এবং অপ্রয়োজনে বদলির আবেদন করব না।

শিক্ষক ও বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশনা

আপনি কি সত্যিই দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যদি আপনি সত্যিই দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন, তাহলে প্রত্যেক মাদানী শিশু এবং ছাত্রকে খোদাভীরু, আশেকে মুস্তফা, পিতামাতার আজ্ঞাবহ, সংযত, সচ্চরিত্র, জিহ্বা ও চোখের কুফলে মদীনার আমলকারী এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রেমিক বানানোর জন্য আপনার সমস্ত যোগ্যতা লাগিয়ে দিন। "আমাকে নিজের এবং সারা বিশ্বের মানুষের সংশোধনের

www.dawateislami.net

চেষ্টা করতে হবে। এই মাদানী ফুলকে নিজের এবং প্রত্যেক বাচ্চার মনে এমনভাবে গেঁথে দিন যে, সে এই মাদানী উদ্দেশ্যকে তার জীবনের নীতি বানিয়ে নেয়। এভাবে اِنْ شَآءَ الله, আপনার নিজের দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজকে উড়ানের মাদানী পাখা লেগে যাবে। শিক্ষক পড়ানোর ক্ষেত্রে যতই দক্ষ হোক না কেন, নিঃসন্দেহে তার মান পড়ানোর ক্ষেত্রে প্রথম আসুক, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সেই শিক্ষকই সফল, যে দা'ওয়াতে ইসলামীর দেওয়া মাদানী মানসিকতা অনুযায়ী ছাত্রদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দিতেও সফল হয়।[১]

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! উপরের নির্দেশাবলীতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রত্যেক শিক্ষককে বাচ্চাদের সংশোধনের জন্য অনেক বড় কাজ দিয়েছেন। যদি এই নীতিমালার আলোকে আমাদের শিক্ষকরা বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ দিতে সফল হন, তাহলে প্রত্যেক বাচ্চা সুন্নাতের প্রতিমূর্তি হয়ে সমাজে আবির্ভূত হবে এবং সবদিকে সুন্নাতের বসন্ত দেখা দেবে। আর এতে আমাদের শিক্ষকদের অনেক বড় ভূমিকা থাকবে। কিন্তু আফসোস! এখনও পর্যন্ত আমরা ১০০ শতাংশ এই নীতিমালার উপর আমল করতে সফল হইনি। যদিও শিক্ষকরা কিছুটা চেষ্টা করেন, কিন্তু সমাজের অবস্থা আপনাদের সামনেই রয়েছে। সবদিকে গুনাহের আক্রমণ এবং সমাজের অধিকাংশই এর কবলে পড়েছে। আর বাচ্চারাও সেইসব পরিবার থেকেই মাদরাসাতুল মদীনাতে আসে এবং বাড়িতেও সাধারণত ধর্মীয় পরিবেশ থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে মাদরাসাতুল মদীনার শিক্ষকদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় যে, নাযেরা কুরআন এবং হিফয কুরআনের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি বাচ্চাদের চরিত্র

১. (রাহনুমা-এ-মুদাররিসীন (শিক্ষকদের পথপ্রদর্শক), পৃষ্ঠা ৮, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

গঠনের জন্যও এমন পদক্ষেপ নেওয়া হোক, যাতে প্রত্যেক বাচ্চা হাফিযে কুরআন হওয়ার সাথে সাথে নামাযী এবং সুন্নাতের প্রতিমূর্তিও হয়। এর জন্য প্রতিদিনের ভিত্তিতে বাচ্চাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। নিচে কিছু প্রশিক্ষণমূলক বিষয় উল্লেখ করা হলো:

ইশকে রাসূল (রাসূলের প্রতি ভালোবাসা) সৃষ্টি করুন:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের ক্লাস, বরং মাদরাসার প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। সরকারে দো আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ভালোবাসা শেখান, কারণ এর নির্দেশ তো তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই দিয়েছেন। যেমন- নবী পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রশিক্ষণের নির্দেশ সম্বলিত ফরমান হলো: তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শেখাও: **(১)** حُبِّ نَبِيِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ভালোবাসা। **(২)** وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهٖ অর্থাৎ আহলে বাইতের ভালোবাসা। **(৩)** وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত।[১]

রাসূলের صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালোবাসা শরীয়তের হুকুমের উপর আমল করার আবেগ তৈরি করে, সুন্নাতের আমলকারী বানায়। বাচ্চাদের মধ্যে ইশকে রাসূল তৈরি করার জন্য তাদের সামনে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রশংসনীয় গুণাবলী বর্ণনা করুন। তাদের সামনে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র পবিত্র জীবনীর ঘটনা ও কাহিনী শোনান। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن-এর ইশকে রাসূলের ঘটনা শোনান।

১. (জামে সগীর, হরফুল হামযাহ, পৃষ্ঠা ২৫, হাদিস: ৩১১৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

www.dawateislami.net

বড়দের আদব শেখান:

বড়দের আদব করার বিষয়ে বাচ্চাদের মন-মানসিকতা এমনভাবে তৈরি করুন যে, দ্বীনে ইসলাম আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং বড়দের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার শিক্ষা দেয়। যে বড়দের আদব করে, তাকে সমাজে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়, মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। বড়দের এবং বুযুর্গদের আদব না করা শয়তান লঈনের কাজ। সে সবার আগে অবাধ্যতা দেখিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র দরবার থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিল। যদিও এর আগে তার অবাধ্যতা ও নাফরমানি প্রকাশ পায়নি, বরং সে হাজার হাজার বছর ধরে রাব্বুল কায়নাতের ইবাদত করেছিল। তার ইবাদত, রিয়াযত এবং জ্ঞানের কারণে সে "মুয়াল্লিমুল মালাকুত" অর্থাৎ ফেরেশতাদের উস্তাদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন সে আল্লাহ্ عَزَّ وَ جَلَّ -এর নবী হযরত সাইয়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি বেয়াদবি করল, তখন তার হাজার হাজার বছরের ইবাদত-রিয়াযত বৃথা গেল। অপমান ও লাঞ্ছনা চিরদিনের জন্য তার ভাগ্য হয়ে গেল। অভিশাপের মালা তার গলায় পড়ল এবং সে জাহান্নামের (চিরস্থায়ী) অর্থাৎ চিরকাল থাকার শাস্তির যোগ্য হলো।[১] কবিতার অনুবাদ:

হে নবী! সর্বদা বেয়াদবদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন,
আর আমার দ্বারা যেন কখনো কোনো বেয়াদবি না হয়।

সত্য কথা বলা শেখান:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! মিথ্যার অশুভ প্রভাব খুব সাধারণ হয়ে গেছে। বর্তমান যুগে মিথ্যা বলা যেন কোনো অপরাধই মনে

১. (তকব্বর (অহংকার), পৃষ্ঠা ১১, সংক্ষেপিত, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী)

www.dawateislami.net

করা হয় না। বাড়ি হোক বা ব্যবসা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। এখন তো মোবাইল ইত্যাদিতে মিথ্যার উপর ভিত্তি করে কৌতুক, চুটকিও সাধারণ হয়ে গেছে। বরং مَعَاذَ الله, সারা বছরে একদিন পহেলা এপ্রিলে রীতিমতো মিথ্যা বলার অভিযান চালানো হয়। মিথ্যা রসিকতা করা হয়, যার ফলে অনেক সময় আর্থিক ক্ষতির সাথে সাথে জানেরও ক্ষতি হয়। তাই বাচ্চাদের এই মানসিকতা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি যে, সবসময় সত্য কথা বলা উচিত। এর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বাচ্চাদের সত্য বলার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা এবং মিথ্যা বলার দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতিগুলো জানানো।

সত্য বলার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা:

۞ কুরআন ও হাদিসে সত্য বলার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। ۞ সত্য বলা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল। ۞ সত্যবাদীর সত্য কিয়ামতের দিন তার কাজে আসবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।[১] ۞ সত্যের প্রতিদান অর্থাৎ বদলা আল্লাহ্ তায়ালা দান করেন।[২] ۞ আল্লাহ্ তায়ালা সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩] ۞ সত্যবাদীদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা এবং বড় পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৪] ۞ সত্য বলায় আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা রয়েছে। ۞ সত্যবাদীকে আল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ এবং তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালোবাসেন।[৫] ۞ সত্যবাদীকে

১. (পারা ৬, সূরা আল-মায়েদা: ১১৯)
২. (পারা ২১, সূরা আল-আহযাব: ২৪)
৩. (পারা ১১, সূরা আত-তাওবাহ: ১১৯)
৪. (পারা ২২, সূরা আল-আহযাব: ৩৫)
৫. (মাজমাউয যাওয়াইদ, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৮৪, হাদিস: ১৪০৬)

www.dawateislami.net

জান্নাতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।[১] ۞ সত্যবাদীর উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমত নাযিল হয়। ۞ সত্য বলায় ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং ঘৃণা শেষ হয়। ۞ সত্য বলা পূণ্যের দিকে এবং পূণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।[২] ۞ সত্যবাদীর দুনিয়ার কোনো বঞ্চনার অনুভূতি হয় না।[৩] ۞ সত্য বলাতেই মুক্তি রয়েছে।[৪]

বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ۞ যে ব্যক্তি সত্য বলার অভ্যাস করে নেয়, আল্লাহ্ তাকে নেককার (ভালো কাজ সম্পাদনকারী) বানিয়ে দেন। ۞ তার অভ্যাস ভালো কাজ করার হয়ে যায়। ۞ এর বরকতে সে মৃত্যু পর্যন্ত নেককার থাকে। ۞ পাপ থেকে বেঁচে থাকে। ۞ যে আল্লাহ্র কাছে সিদ্দীক (সত্যবাদী) হয়ে যায়, তার শেষ পরিণতি ভালো হয়। ۞ সে সব ধরনের আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকে। ۞ সব ধরনের সাওয়াব পায়। ۞ দুনিয়াও তাকে সত্যবাদী, ভালো মানুষ হিসেবে মানতে শুরু করে। ۞ তার সম্মান মানুষের হৃদয়ে বসে যায়।[৫]

মিথ্যা বলার দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি:

۞ মিথ্যা বলা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল। ۞ মিথ্যা বলা গুনাহের দিকে এবং গুনাহ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। ۞ মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্ عَزَّ وَ جَلَّ এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হন। ۞ মিথ্যাবাদী আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে চলে যায়। ۞ মিথ্যা বলায়

১. (ইবনে হিব্বান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৫, হাদিস: ২৭১)
২. (বুখারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৫, হাদিস: ৬০৯৪)
৩. (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৯১, হাদিস: ৬৬৬৪)
৪. (মাকারিমুল আখলাক, পৃষ্ঠা ১১১, হাদিস: ১৩৭)
৫. (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫২, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর)

কেবলই ধ্বংস। ۞ মিথ্যাবাদীর খারাপ পরিণতির ভয় থাকে। ۞ মিথ্যা বলা পথভ্রষ্টতার কারণ হয়। ۞ মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কোনো না কোনো সময় ধরা পড়ে। ۞ মিথ্যা বলায় ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং ভালোবাসা শেষ হয়। ۞ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে ফাসিক ও ফাজির (পাপী) হয়ে যায়। ۞ মিথ্যা বলা আরও হাজারো গুনাহে লিপ্ত করে। ۞ মিথ্যা বলা শয়তানের কাজ, কারণ সবার আগে শয়তানই মিথ্যা বলেছিল। ۞ মিথ্যাবাদীকে মানুষ ঘৃণা করতে শুরু করে। ۞ মিথ্যাবাদীর উপর মানুষ বিশ্বাস করে না। ۞ মিথ্যাবাদীর বিবেক সন্তুষ্ট থাকে না। ۞ মিথ্যাবাদীর চেহারা থেকে নূরানীভাব (আলো) শেষ হয়ে যায়। ۞ মিথ্যাবাদী নিজেকে এবং অন্য লোকদেরও ধোঁকা দেয়। ۞ মিথ্যা বলা মুনাফিকের লক্ষণ। ۞ কুরআনে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করা হয়েছে। ۞ সংক্ষেপে, মিথ্যা বলায় কেবলই ক্ষতি আর ক্ষতি এবং সত্য বলায় কেবলই লাভ আর লাভ।

সুন্নাত ও আদব শেখান:

হে আশিকানে রাসূল, মাদরাসার ইসলামী ভাইয়েরা! বাচ্চাদেরকে হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রিয় সুন্নাত এবং ইসলামী আদবও অবশ্যই শেখান। শুরু থেকেই তাদের এই অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করুন যে, তারা তাদের দৈনন্দিন কাজগুলো সুন্নাত অনুযায়ী সম্পন্ন করে। যেমন, যখন আপনি তাদের বাম হাতে কোনো জিনিস নিতে বা দিতে দেখেন, বা বাম হাতে খেতে দেখেন, তখন ডান হাত ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করুন। পানি পান করার সময় বসে এবং ৩ নিঃশ্বাসে পান করার জন্য উৎসাহিত করুন। জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরতে বলুন। সাক্ষাতের সময় সালাম ও মুসাফাহার জন্য কেবল

উৎসাহিতই করবেন না, বরং তাদের (ব্যবহারিক অনুশীলন) (Practice) করান। একইভাবে, কথা বলার আদব, চলাফেরার আদব এবং পোশাক পরার সুন্নাত ও আদব সময়ে সময়ে শেখাতে থাকুন। ক্লাসের বাচ্চাদের সুন্নাত ও আদবের বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর এই কিতাব ও রিসালা "সুন্নাত ও আদব", "১৬৩টি মাদানী ফুল" এবং "১০১টি মাদানী ফুল" অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্য ঘটনা শোনান এবং পড়ান:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! বাচ্চাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সত্য ঘটনা বা সত্য গল্পের একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কারণ এর প্রভাব দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাধারণত বাচ্চাদের এতে আগ্রহও বেশি থাকে। তাই আপনাদের বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য সত্য ঘটনা বা সত্য গল্প অবশ্যই শোনান এবং পড়ান। এর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা, বিশেষ করে বাচ্চাদের গল্পের উপর ভিত্তি করে লেখা রিসালা যেমন "মিথ্যাবাদী চোর", "ফেরাউনের স্বপ্ন", "নূরানী চেহারা", "ছেলে হলে এমন হোক", "দুধ পান করা মাদানী শিশু" অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী। মাসিক "ফয়যানে মদীনা"-তেও বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণমূলক এবং রঙিন মাদানী ফুল অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেগুলোকেও আপনাদের অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করুন।

www.dawateislami.net

মাদানী চ্যানেলের জন্য উৎসাহিত করুন:

বাচ্চাদের মাদানী চ্যানেল এবং মাদানী মুযাকারা দেখার জন্য উৎসাহিত করতে থাকুন। বিশেষ করে সেই পর্বগুলো যা বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, যেমন "রওশন মুস্তাকবিল" (উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ), "বাচ্চাদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা" (বাচ্চাদের সুন্নাতে ভরা সমাবেশ) এবং "গোলামে রাসূলের মাদানী ফুল" ইত্যাদি দেখান এবং মাদানী মুযাকারা দেখার জন্য উৎসাহিত করুন যে, বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত মাদানী ফুলও এতে থাকে।

দরূদ শরীফের জন্য উৎসাহিত করুন:

যখনই হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নাম মুবারক এবং যিকর শরীফ আসে, নিজেরাও দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস করুন এবং বাচ্চাদেরও এর জন্য উৎসাহিত করুন। আমাদের আসলাফ কেরাম (পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন) তাদের সন্তানদের এমন প্রশিক্ষণ দিতেন যে, তারা শৈশব থেকেই ইশকে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র চলন্ত প্রতিমূর্তি এবং অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠের অভ্যস্ত হয়ে যেত। যেমন, হযরত আল্লামা আব্দুল ওহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শায়খ নূরুদ্দীন শূনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বলেছিলেন যে, আমি শৈশবে শূনী (শহরের নাম) নামক শহরে পশু চরাতাম। আমার প্রিয় নবী, রাসূল পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ওপর দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি এত ভালোবাসা ছিল যে, আমি আমার খাবার বাচ্চাদের দিয়ে দিতাম এবং তাদের বলতাম যে, এটা খেয়ে নাও, তারপর আমি আর তোমরা সবাই মিলে হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উপর দরূদ শরীফ পড়ব। তাই আমরা দিনের বেশিরভাগ সময় রাসূল পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উপর দরূদ শরীফ পড়েই কাটিয়ে দিতাম।[১]

সুতরাং, শিক্ষকদেরও উচিত প্রতিদিন বাচ্চাদের কাছে দরূদ শরীফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যে, গতকাল কোন বাচ্চা কতবার দরূদ শরীফ পড়েছে? যেমন, ৩১৩ বার, ৫০০ বার বা ১০০০ বার পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাকুন এবং এর ফযিলতও বর্ণনা করতে থাকুন। এভাবে বারবার উৎসাহ দেওয়া এবং জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে বাচ্চাদের দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। দরূদ শরীফের ফযিলত ও উৎসাহের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার এই কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা খুব উপকারী: "যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম", "১৯ দরূদ ও সালাম", "গুলদস্তা-এ-দরূদ ও সালাম", "৪০ ফরমান-এ-মুস্তফা" এবং "আবে কাউসার"।

আনুগত্যকে আপনার প্রতীক বানান:

রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যদি তোমাদের উপর কোনো নাক-কাটা হাবশী গোলামকেও শাসক (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদের আল্লাহ্ পাকের কিতাব অনুযায়ী চালায়, তাহলে তার কথা শোনো এবং আনুগত্য করো।[২] সুতরাং! যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিস আপনাদের শরীয়ত অনুযায়ী কোনো কাজ করতে বলে, বিনা দ্বিধায় তা পালন করুন। যেকোনো আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো "আনুগত্য"।

---

১. (তাবাকাতে কুবরা লিশ-শা'রানী, পৃষ্ঠা ২৩৩, الجزء الثانی, দারুল ফিকর, বৈরুত)

২. (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব ওজুব তা'আতিল উমারা ফী গায়রি মা'সিয়াহ... ইত্যাদি, পৃষ্ঠা ৭৮৯, হাদিস: ৪৭৬২)

www.dawateislami.net

ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করুন:

প্রিয় মুদাররিস ইসলামী ভাইয়েরা! আরবী ভাষার একটি বিখ্যাত প্রবাদ হলো: "مَنْ جَدَّ وَجَدَ" অর্থাৎ যে চেষ্টা করেছে, সে পেয়েছে। অর্থাৎ, চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া কিছু অর্জন করা যায় না। জীবনে সফলতার মূল্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং, কুরআন পাক পড়ানোর ক্ষেত্রে খুব চেষ্টা ও পরিশ্রম করুন। আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রম বৃথা যাবে না, বরং আপনি এর সর্বোত্তম প্রতিদান সফলতার রূপে আল্লাহ্ তায়ালার কৃপায় অবশ্যই পাবেন। মনে রাখবেন, দিন-রাতের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা মানুষকে ব্যর্থতার গর্ত থেকে বের করে সফলতার শিখরে পৌঁছে দেয়। বড় বড় লক্ষ্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার বরকতে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

আবেগ তৈরি করুন:

সফলতা পাওয়ার জন্য আপনার কাজকে সম্পন্ন করার (ভরপুর) আবেগ তৈরি করুন। তাহলে কঠিন কাজও সহজে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। বুযুর্গানে দ্বীনের এমন ঘটনা অধ্যয়ন করুন, যেখানে তারা তাদের আবেগের জোরে অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখিয়েছেন। যেমন, ইসলামী সেনাদলের মহান সেনাপতি হযরত সাইয়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে ষাট হাজার সৈন্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র ষাটজন সদস্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সারাদিন কঠিন যুদ্ধ করে পাঁচ হাজারকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন এবং বাকিদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন।[১]

১. (ফুতুহুশ শাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০, বৈরুত। ফয়যানে ফারুক আ'যম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪০১, মাকতাবাতুল মদীনা)

www.dawateislami.net

পরামর্শ করুন:

প্রিয় মাদরাসার ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোনো কাজে পরামর্শের মাধ্যমে কম সময়ে ভালো এবং ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। সুতরাং, বাচ্চাদের পড়াশোনা এবং নৈতিক পারফরম্যান্সকে উন্নত করার জন্য আপনার সিনিয়র শিক্ষক ও নাযিম, যারা পড়ানোর ক্ষেত্রে বেশি দক্ষ, তাদের সাথে আপনার ক্লাসের সেই বাচ্চাদের বিষয়ে মাদানী পরামর্শ করুন, যাদের পড়ানোর ক্ষেত্রে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সরকারে মদীনা, করারে ক্বালবো সীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে এবং তাতে কোনো মুসলমানের সাথে পরামর্শ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে সঠিক কাজের হেদায়েত দেন।"[১]

সময়ের কদর করুন:

সময় আল্লাহ্ তায়ালার একটি অনেক বড় নেয়ামত। আপনার সময়ের কদর করুন, কারণ যে সময় চলে গেছে, তা কখনো ফিরে আসবে না। সময় নষ্ট করা ব্যর্থতার কারণ। সফল মানুষ সময়ের কদর করে। সুতরাং, আপনার মন-মানসিকতা এমনভাবে তৈরি করুন যে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বা অনর্থক খেলাধুলার মাধ্যমে, মোবাইলে অনর্থক কথা বলে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। বরং আল্লাহ্ তায়ালার এই নেয়ামতকে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ এবং নেক কাজের দাওয়াত দেওয়ার কাজেই ব্যয় করুন। اِنْ شَآءَ الله

১. (মু'জামুল আওসাত, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৫২, হাদিস: ৮৩৩৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

www.dawateislami.net

মুহাসাবা (আত্মসমালোচনা) করুন:

মুহাসাবা করা সফলতা এবং সফল মানুষের অভ্যাস। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মুহাসাবা না করে, তাহলে সে যেকোনো বিভাগ বা কাজের সাথেই সম্পর্কিত হোক না কেন, সে পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারে না। মুহাসাবা করার অনেক উপকারিতা রয়েছে। মুহাসাবা করার মাধ্যমে ব্যক্তির লাভ বেশি এবং ক্ষতি কম হয়। মুহাসাবা করার মাধ্যমে কার্যকারিতা আরও উন্নত হয়। মুহাসাবা করার মাধ্যমে দুর্বলতাগুলো প্রকাশ পায় এবং সেগুলো দূর করা খুব সহজ হয়ে যায়। মুহাসাবা কাজে নিখুঁততা নিয়ে আসে। মুহাসাবা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। মুহাসাবা ক্ষতির প্রতিকারের জন্য উৎসাহিত করে। মুহাসাবা শোকর করার আবেগ জাগায়। যেকোনো শিক্ষকের নিজের মুহাসাবা করা কেবল তার নিজের জন্যই নয়, বরং তার ক্লাসের বাচ্চাদের এবং তার মাদরাসার জন্যও খুব উপকারী। সুতরাং, সকল মাদরাসার ইসলামী ভাইদের উচিত নিজেদের মুহাসাবা করা। আপনি আপনার মুহাসাবা বিভিন্ন উপায়ে করতে পারেন।

১. দৈনিক মুহাসাবা: ۞ প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন এবং ۞ তাতে নিজের এবং নিজের ক্লাসের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত কারকারদেগীর উপর চিন্তা করুন যে, ۞ আজ আমার ক্লাসের কতজন বাচ্চা (একদম সঠিক) সবক শুনিয়েছে? ۞ কতজনের সবক দুর্বল ছিল? ۞ সবকের দুর্বলতার কারণগুলো কী ছিল? ۞ সেগুলো কীভাবে দূর করা যাবে? ۞ কতজন ভুল ছাড়া সবকী শুনিয়েছে? ۞ কতজন ভুল ছাড়া মনযিল শুনিয়েছে? ۞ যাদের সবকী বা মনযিল দুর্বল ছিল, সেটা কীভাবে পাকা করা যাবে? ۞ কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? ۞ তাদের মন-মানসিকতা কীভাবে তৈরি করা যাবে? ۞ সার্বিকভাবে আমার আজকের

www.dawateislami.net

পারফরম্যান্স কেমন ছিল? ۞ যদি দুর্বল ছিল, তাহলে তা কীভাবে উন্নত করা যাবে? ۞ আর যদি ভালো ছিল, তাহলে তা কীভাবে মুমতায (উৎকৃষ্ট) করা যাবে? ۞ আর যদি মুমতায (উৎকৃষ্ট) ছিল, তাহলে তা বজায় রাখার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে? এসব নিয়ে চিন্তা করুন এবং এই মুমতায (উৎকৃষ্ট) পারফরম্যান্সের নেয়ামতের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করুন, যাতে এই নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। ۞ আজ আমি কতজন বাচ্চার নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়েছি? ۞ আজ কতজন বাচ্চাকে উৎসাহিত করেছি? ۞ গতকাল অমুক অমুক বাচ্চার সবক, সবকী বা মনযিল এত শতাংশ দুর্বল ছিল, আজ তাতে কতটুকু পার্থক্য এসেছে? ۞ উন্নত হয়েছে নাকি আগের মতোই আছে? ۞ কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এতে উন্নতি আসে? এভাবে মুহাসাবা করার পর আরও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন যে, কাল اِنْ شَآءَ الله একটি নতুন উদ্যম এবং নতুন আবেগ নিয়ে ক্লাস শুরু করব। আজকের দিনে যে দুর্বলতাগুলো রয়ে গেছে, কাল সেগুলো দূর করার (সর্বোচ্চ) চেষ্টা করব। শতাংশের হিসাবে আপনার পারফরম্যান্স লিখে নিন এবং পরের দিনের পারফরম্যান্সের সাথে তার তুলনা করুন। এভাবে আপনি দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবেন। শেষে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ইখলাসের দোয়া করুন, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাহায্য ও সহায়তা প্রার্থনা করুন।

২. সাপ্তাহিক মুহাসাবা: দিন মিলে সপ্তাহ হয়। আপনার দৈনিক মুহাসাবা সাপ্তাহিক মুহাসাবাকে শক্তিশালী করবে। সাপ্তাহিক মুহাসাবায় পুরো সপ্তাহের পারফরম্যান্সের (বিস্তারিত) পর্যালোচনা নিন যে, এই সপ্তাহে আমার ক্লাসের কতজন বাচ্চা, ভালো, উত্তম, দুর্বল অবস্থায় সবক শুনিয়েছে? সবকী বা মনযিল শুনিয়েছে? তাদের দুর্বলতাগুলো কীভাবে দূর

www.dawateislami.net

করা যাবে? তাদের পারফরম্যান্সে আরও কীভাবে উন্নতি আনা যাবে? এই পুরো সপ্তাহে আমার ক্লাসের পারফরম্যান্স কত শতাংশ ছিল? ইত্যাদি।

৩ .মাসিক মুহাসাবা: মাসিক মুহাসাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাধারণত মাদরাসায় মজলিসের কাছেও মাসিক পারফরম্যান্স রিপোর্ট জমা দিতে হয়। যদি আপনি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক মুহাসাবা করে আপনার পারফরম্যান্সকে উন্নত করে থাকেন, তাহলে মাসিক মুহাসাবা করে আপনি আনন্দিত হবেন যে, আপনার ক্লাসের মাসিক পারফরম্যান্স অনেক ভালো হয়েছে। অন্যথায়, আপনাকে কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হবে। মাসিক মুহাসাবায় পুরো ক্লাসের মাসিক পারফরম্যান্সের তদারকি করুন যে,বাচ্চার সবক, সবকী বা মনযিলের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল, কিন্তু মাসের শেষে তাদের পারফরম্যান্সে কতটুকু উন্নতি এসেছে? আরও উন্নতির জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে? ইত্যাদি।

৪. ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, নয়মাসিক ও বার্ষিক মুহাসাবা: মাসিক মুহাসাবার মতো প্রতি তিন মাস, ছয় মাস, নয় মাস বা এক বছর পরেও নিজের মুহাসাবা করুন যে, আগে আমার পড়াশোনা ও নৈতিক পারফরম্যান্স কত শতাংশ ছিল? এখন তাতে কতটুকু পার্থক্য এসেছে? দুর্বলতাগুলো কীভাবে দূর করা যাবে? আরও উন্নতির জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে?

৫. পুরো ক্যারিয়ারের মুহাসাবা: অনেক সময় পুরো ক্যারিয়ারেরও মুহাসাবা করতে থাকা উচিত যে, আমাকে মাদরাসাতুল মদীনার ফিল্ডে এসে কতদিন হয়েছে? যখন আমি এসেছিলাম, তখন আমার মধ্যে কী কী যোগ্যতা ছিল? এখন সেই যোগ্যতাগুলোতে কতটা বৃদ্ধি ঘটাতে আমি

www.dawateislami.net

সফল হয়েছি? তখন আমার পারফরম্যান্স কী ছিল? আর এখন সেই পারফরম্যান্সে কী পার্থক্য এসেছে? যদি আগের চেয়ে ভালো হয়, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করুন। আর যদি কোনো পার্থক্য না আসে বা দুর্বল হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করুন এবং সেগুলোর প্রতিকার করে তাকে চমৎকার অবস্থায় নিয়ে আসার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। এভাবেও মুহাসাবা করা যায় যে, এখন পর্যন্ত আমার ১০ বছর হয়ে গেছে এবং এই ১০ বছরে আমার কাছে মোট ২০০ জন বাচ্চা পড়েছে। তাদের মধ্যে কতজন বাচ্চা চমৎকার ছিল? কতজন উত্তম এবং কতজন দুর্বল? যে বাচ্চারা দুর্বল ছিল, তাদের কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করুন এবং এখন যে বাচ্চারা আছে, তাদের মধ্যে সেই দুর্বলতাগুলো যেন সৃষ্টি না হয়, তার অঙ্গীকার করুন। মনে রাখবেন, পুনরায় মুহাসাবার সময়কাল আগেরবারের চেয়ে যত কম হবে, তত বেশি উপকার হবে। একারণেই কিছু বুযুর্গানে দ্বীন প্রতিদিন মুহাসাবা করার জন্য উৎসাহিত করতেন। মুহাসাবা করার পর যে দুর্বলতাগুলো সামনে আসে, তার কারণ এবং হেতুগুলো নিয়ে চিন্তা করে সেগুলো দূর করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন বা আরও উন্নতির জন্য এমন সিনিয়র ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করুন, যাদের এই ফিল্ডে অনেকদিন হয়ে গেছে এবং তাদের পারফরম্যান্সও মুমতায, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হোন। সাহাবীয়ে রাসূল, কাতিবে ওহী, হযরত সাইয়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয় না, সে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে না।"[১]

১. (এহইয়ায়ে উলূম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

www.dawateislami.net

মাদরাসাতুল মদীনার পরিভাষা মদীনা

নং	পরিভাষা	ব্যাখ্যা
১	মাদরাসাতুল মদীনা	দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে পরিচালিত মাদরাসাকে "মাদরাসাতুল মদীনা" বলা হয়।
২	মুদাররিস/ ক্বারী/ মুদাররিসা	মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠদানকারী ইসলামী ভাইকে "মুদাররিস/ ক্বারী" এবং ইসলামী বোনকে "মুদাররিসা" বলা হয়।
৩	নাযিম/ নাযিমা	মাদরাসাতুল মদীনার সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য মজলিস মাদরাসাতুল মদীনার নির্ধারিত নীতিমালা বাস্তবায়নকারী ইসলামী ভাইকে "নাযিম" এবং ইসলামী বোনকে "নাযিমা" বলা হয়।
৪	মুফাত্তিশ/ মুফাত্তিশা	মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠরত বালক-বালিকাদের ত্রৈমাসিক, নয়মাসিক, বার্ষিক এবং ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণকারী ইসলামী ভাইকে "মুফাত্তিশ" এবং ইসলামী বোনকে "মুফাত্তিশা" বলা হয়।
৫	কাবীনা নাযিম/ নাযিমা	১৫ থেকে ২০টি মাদরাসাতুল মদীনার ওপর গঠিত একটি কাবীনাকে মজলিস মাদরাসাতুল মদীনার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তত্ত্বাবধানকারী ইসলামী ভাইকে "কাবীনা নাযিম" এবং ইসলামী বোনকে "কাবীনা নাযিমা" বলা হয়।
৬	যোন নাযিম/ নাযিমা	মাদারিসে মদীনার ভিত্তি অনুযায়ী গঠিত ৩ বা তার বেশি কাবীনাকে মজলিস মাদরাসাতুল মদীনার পদ্ধতি অনুযায়ী তত্ত্বাবধানকারী ইসলামী ভাইকে "যোন নাযিম" এবং ইসলামী বোনকে "যোন নাযিমা" বলা হয়।
৭	রিজিওন নাযিম/ রিজিওন নাযিমা (রুকনে মজলিস)	রিজিওন পর্যায়ে মাদারিসে মদীনার ব্যবস্থাপনাকে তত্ত্বাবধানকারী ইসলামী ভাইকে "রিজিওন নাযিম" এবং ইসলামী বোনকে "রিজিওন নাযিমা" (রুকনে মজলিস) বলা হয়।
৮	নিগরান-এ-মজলিস	দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনার বিভাগগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি বিভাগকে তত্ত্বাবধানকারী ইসলামী ভাইকে "নিগরান-এ-মজলিস " বলা হয়।
৯	দোয়ায়ে মদীনা	মাদরাসাতুল মদীনায় ক্লাসের শুরুতে এসেম্বলি হয়, যেখানে দোয়ামূলক কবিতা পাঠ করা হয়, তাকে "দোয়ায়ে মদীনা" বলা হয়।
১০	খাদিম	মাদরাসাতুল মদীনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য কাজকর্ম করা ইসলামী ভাইকে "খাদিম" বলা হয়।

www.dawateislami.net

১১	অভিভাবক (Sarparast)	মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠরত বাচ্চার বাবা বা বাড়ির পক্ষ থেকে যে তার দায়িত্ব নেয়, তাকে "অভিভাবক" বলা হয়।
১২	অভিভাবক সমাবেশ (Sarparast Ijtima)	মাদরাসাতুল মদীনায় তিন মাসে একবার বাচ্চার পড়াশোনা এবং নৈতিক পারফরম্যান্সের পর্যালোচনার জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের ডাকা হয়। একে "অভিভাবক সমাবেশ (Parent's Day)" বলা হয়।
১৩	ক্লাস তদারকি	নাযিম মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিদিন কোনো একটি ক্লাসে গিয়ে বাচ্চাদের পরীক্ষা নেন এবং অন্যান্য বিষয় দেখেন, একে "ক্লাস তদারকি বলা হয়।
১৪	মাদরাসা তদারকি	মাদরাসাতুল মদীনায় কাবীনা বা যোন নাযিম তাদের তালিকা অনুযায়ী প্রতি মাসে বিভিন্ন মাদরাসায় গিয়ে পড়াশোনা, সাংগঠনিক এবং নৈতিক বিষয়গুলো চেক করেন, একে "মাদরাসা বলা হয়।
১৫	স্টাফ	মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠদানকারী এবং অন্যান্য কাজ করা ইসলামী ভাই ও বোনদের "স্টাফ" বলা হয়।
১৬	ইজতিমায়ে তাকসীমে আসনাদ	মাদরাসাতুল মদীনায় হিফয ও নাযেরা সম্পন্ন করার পর যে বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়, তাকে "ইজতিমা-এ-তাকসীমে আসনাদ (সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান)" বলা হয়।
১৭	সবক	মাদরাসাতুল মদীনার বাচ্চারা প্রতিদিন মাদানী কায়দা, নাযেরা বা হিফযের যে নতুন লাইনগুলো মুখস্থ করে শোনায়, তাকে "সবক" বলা হয়।
১৮	সবকী	সবকের সাথে সংযুক্ত এক পারা থেকে সোয়া পারা পর্যন্ত অংশকে "সবকী" বলা হয়। (হিফযের ক্ষেত্রে সবকের সাথে সংযুক্ত অন্তত এক পারা সবকী হওয়া জরুরি।)
১৯	মনযিল	সবক এবং সবকী ছাড়া অন্য পড়া কুরআন পাকের পারা বা মাদানী কায়দার তক্তীগুলোকে "মনযিল" বলা হয়।
২০	কাঁচা পারা	যে পারা মুখস্থ করার পর বাচ্চা কোনো কারণে ভুলে গেছে, তাকে "কাঁচা পারা" বলা হয়।
২১	কাঁচা-পাকা পারা	যে পারা বাচ্চার কিছু মনে আছে এবং কিছু ভুলে গেছে, তাকে "কাঁচা-পাকা পারা" বলা হয়।
২২	কাঁচা সবক	ভুল সহকারে সবক শোনানো বা সবক শোনানোর সময় বারবার আটকে যাওয়াকে "কাঁচা সবক" বলা হয়।
২৩	কাঁচা-পাকা সবক	যে সবক বাচ্চা মুখস্থ তো করেছে, কিন্তু পাকা হয়নি, সাময়িকভাবে মনে আছে, কিছুক্ষণ পর আবার শোনাতে বললে শোনাতে পারে না, তাকে "কাঁচা-পাকা সবক" বলা হয়।

২৪	ভুল	সবক, সবকী, মনযিল শোনানোর সময় লাহনে জলী এবং লাহনে খফী করাকে "ভুল" বলা হয়।
২৫	আটকানো (Atkan)	সবক, সবকী, মনযিল শোনানোর সময় পড়তে পড়তে থেমে যাওয়া, যার ফলে পিছনের আয়াত থেকে পড়াতে হয় বা নিজেই পিছনের আয়াত থেকে আবার পড়া শুরু করাকে "আটকানো" বলা হয়।
২৬	পাকা ভুল (Pakki Ghalati)	সবক, সবকী, মনযিল শোনানোর সময় বাচ্চা লাহনে জলী বা খফী করে এগিয়ে গেছে, তারপর তাকে এক বা দুই আয়াত পিছনে পড়ানো হয়েছে, কিন্তু বাচ্চা আবার সেই একই ভুল করেছে, তখন একে "পাকা ভুল" বলা হয়।
২৭	কাঁচা ভুল (Kachi Ghalati)	সবক, সবকী, মনযিল শোনানোর সময় বাচ্চা লাহনে জলী বা লাহনে খফী করে এগিয়ে গেছে, তাকে এক বা দুই লাইন পিছনে পড়ানো হয়েছে এবং যদি বাচ্চা ভুলটি সংশোধন করে নেয়, তাহলে একে "কাঁচা ভুল" বলা হয়।
২৮	সবকী পারা টেস্ট	মাদরাসাতুল মদীনায় কোনো বাচ্চা হিফয বা নাযেরার পারা সম্পন্ন করলে, সেদিনই বা পরের দিন সেই পারার টেস্ট হয়, একে "সবকী পারা টেস্ট" বলা হয়।
২৯	দাওর (Daur)	এক বাচ্চা অন্য বাচ্চার সবকী, মনযিল শোনে এবং সেই বাচ্চা আবার তার সবকী, মনযিল শোনে, একে "দর করা" বলা হয়।
৩০	প্রথম পাও (Pehla Pao)	পারাকে চার ভাগে ভাগ করলে পারার প্রথম চতুর্থাংশকে "প্রথম পাও" বলা হয়।
৩১	আধা পারা (Adha Para)	পারাকে দুই ভাগে ভাগ করলে প্রথম অর্ধেককে "প্রথম আধা পারা" এবং দ্বিতীয় অর্ধেককে "দ্বিতীয় আধা পারা" বলা হয়।
৩২	তৃতীয় পাও (Teesra Pao)	পারার চার ভাগের মধ্যে তৃতীয় অংশকে "তৃতীয় পাও" বলা হয়।
৩৩	সম্পূর্ণ পারা (Mukammal Para)	কুরআন পাকের ত্রিশটি অংশ আছে, প্রত্যেকটি অংশকে একটি "সম্পূর্ণ পারা" বলা হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৬১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net